

‘নো কিংস’ বিক্ষোভে উত্তাল যুক্তরাষ্ট্র

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: আগ্রাসী অভিবাসনবিরোধী নীতি এবং ইরানে হামলাসহ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিভিন্ন নীতির ৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

৯০ হাজার আইবুপ্রোফেন বাজার থেকে তুলে নেয়ার নির্দেশ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে শিশুদের জন্য ব্যবহৃত প্রায় ৯০ হাজার আইবুপ্রোফেন ওষুধ বাজার থেকে তুলে নেওয়ার বা রিকলের নির্দেশ দিয়েছে ইউএস ফুড এন্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ)। ওষুধটিতে অস্বাভাবিক উপাদান পাওয়ার অভিযোগ ওঠার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

এফডিএ'র বিবৃতিতে জানা গেছে, রিকল কার্যক্রম পরিচালনা করছে স্ট্রিড ফার্মা ইনক। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, প্রায় ৮৯ হাজার ৫৯২ বোতল ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

পথচলায় ৩০ বছর

The Weekly বাংলা পত্রিকা Bangla Patrika

■ Vol. 30 ‖ Issue 27 / March 30, 2026, USA. Free in NY, Other State $1

বর্ষ ৩০ ‖ সংখ্যা ২৭ ‖ সোমবার, মার্চ ৩০, ২০২৬, চৈত্র ১৬, ১৪৩২ ‖ শাওয়াল ১০, ১৪৪৭

কোভিড তহবিল জালিয়াতিসহ প্রতারণা মামলায়

নাগরিকত্ব হারালেন ৫ জন তদন্তানাধীন একাধিক ব্যক্তি

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে শুধু অনথিভুক্ত ও অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে নয়, অর্থ জালিয়াতি সহ প্রতারণা ও ভুয়া তথ্য দিয়ে এবং অপরাধী অভিবাসী ব্যক্তি ন্যাচারালাইজেশনের মাধ্যমে আমেরিকান নাগরিকত্ব পেয়েছিলেন তাদের নাগরিকত্ব বাতিলে ট্রাম্প প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা প্রয়োগ করছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এর ২য় মেয়াদে আবারো বেড়েছে ডি-ন্যাচারালাইজেশনের মামলা।



এরই মধ্যে আদালতে আইনী প্রক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে ৫ ব্যক্তির নাগরিকত্ব বাতিল সহ একাধিক জনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কোভিড-১৯ ত্রাণ তহবিল জালিয়াতি, মেডিকেইড জালিয়াতি, মাদক ও অস্ত্র মামলা এবং প্রতারণার মাধ্যমে নাগরিকত্ব অর্জনের অভিযোগে আদালতে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় এসব ব্যক্তিদের নাগরিকত্ব বাতিল ও কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। এছাড়াও এরকম পৃথক একাধিক অভিযোগে আরো বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে ফেডারেল তদন্ত ও বিচার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে বলে জানায় ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস।

তথ্য অনুযায়ী, ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে প্রায় ১১০টি মামলা ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস এ পাঠানো হয় এবং ১৬৮টি মামলা ফেডারেল আদালতে দায়ের করা হয়, যা বছরে গড়ে প্রায় ৪২টি। এর তুলনায় জো বাইডেন প্রশাসনের সময় এই সংখ্যা কমে আসে। ২০২১ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে মোট ৬৪টি মামলা দায়ের হয়, অর্থাৎ বছরে গড়ে ১৬টি।

তবে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ শুরুর পর থেকেই আবার এই প্রবণতা বেড়েছে। ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব ইতিহাস কি বলছে?

- সুপ্রিম কোর্টে শুনানি শুরু ১ এপ্রিল
- রায়ের পর সাংবাধিনিক নাকি প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা স্পষ্ট

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: অনথিভুক্ত ও অবৈধ অভিবাসীদের সন্তানদের যুক্তরাষ্ট্রে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বন্ধে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশে দীর্ঘ বিতর্কের পর আগামী ১ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টে সাংবিধানিক বৈধতা থাকবে কিনা সে বিষয়ে শুনানী শুরু হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর নীতিগত উদ্যোগকে কেন্দ্র করে ফেডারেল কোর্টে শুরু হওয়া আইনি লড়াই এখন গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। শুনানীতে অনথিভুক্ত ও অবৈধ অভিবাসীদের সন্তানদের জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব থাকবে কিনা, নাকি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নির্বাহী সিদ্ধান্তের নীতি কার্যকর হবে সে বিষয়টি এখন অপেক্ষার প্রহর গুণছে।

দ্য নিউইয়র্ক টাইমসে সাম্প্রতিক প্রকাশিত এ সংক্রান্ত একাধিক প্রতিবেদনের তথ্যমতে যুক্তরাষ্ট্রে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব দীর্ঘদিন ধরে দেশটির সাংবিধানিক কাঠামোর অন্যতম সাংবিধানিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত ছিলো। এটি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস, রাজনীতি, সংবিধান এবং অভিবাসন নীতির গভীরে প্রোথিত এক দীর্ঘ ধারাবাহিকতার অংশ।

জন্মসূত্রে নাগরকিত্ব শিকড় ১৮৯৮ সালে। ১৮৯৮ সালের ঐতিহাসিক ইউনাইটেড স্টেট ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সিনেট-হাউসে টানাপোড়েন

পাল্টাপাল্টি প্রস্তাবের গ্যাঁড়াকলে ডিএইচএস'র অর্থায়ন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির (ডিএইচএস) এর অর্থায়ন নিয়ে শঙ্কা ৬ সপ্তাহেও কাটেনি। সিনেট নতুন প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাবের গ্যাঁড়াকলে ডিএইচএস'র আংশিক শাটডাউন আরও জটিল হয়ে উঠেছে। প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেটের ভিন্ন অবস্থান, ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানদের কঠোর মতপার্থক্য এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর অবস্থান সব মিলিয়ে সংকটের দ্রুত সমাধানের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। এরই মধ্যে বিমানবন্দরে দীর্ঘ ৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন



মেডিকেইড হারাচ্ছেন সাড়ে ৪ লক্ষাধিক নিউইর্য়কার!

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকার স্বাস্থ্য বীমা তহবিলের অর্থ বরাদ্দ কেটে নেয়ায় নিউইয়র্ক স্টেট এর ৪ লাখ ৬০ হাজার মানুষ 'এসেনশিয়াল প্ল্যান' মেডিকেইড বা হেলথ ইন্সুরেন্স থেকে বাদ পড়ছেন। আগামী ১ জুলাই থেকে স্বল্প আয়ের 'এসেনশিয়াল প্ল্যান' আওতাধীন নিউইয়র্কবাসীর স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা বন্ধ হয়ে যাবে। অর্থ বরাদ্দ কাটছাঁটের জন্য নিউইয়র্ক স্টেট স্বাস্থ্য বীমা সম্প্রসারণ কর্মসূচি বাতিলের কারণে ৪ লাখ ৬০ হাজার মানুষ বাদ পড়ছেন।

তবে গভর্নর ক্যাথি হোকুলের দফতর বলেছে, এ পরিস্থিতির মধ্যে "ভাল খবর" অনেক মানুষ কভারেজ হারানোর হাত থেকে বাঁচানো গেছে। গভর্ণর হোকুল এমন একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছেন যা ১.৭ মিলিয়ন গ্রাহকের মধ্যে প্রায় ১.৩ মিলিয়ন মানুষকে স্বাস্থ্য বীমার নিশ্চয়তা দিচ্ছে।

জানা গেছে, ফেডারেল অর্থায়নে পরিচালিত 'এসেনশিয়াল প্ল্যান' ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ফেডারেল অর্থায়নে ইউএসডিএর নতুন শর্তের বিরুদ্ধে নিউইয়র্কসহ ২০টি স্টেটের মামলা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার-ইউএসডিএ'র নতুন শর্তের জন্য তহবিল আটকে রাখার বিরুদ্ধে মামলা করেছেন নিউইয়র্ক এর অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমসর নেতৃত্বে ২০ টি স্টেট। মামলায় অভিযোগ করা হয়, (ইউএসডিএ) নতুন যে অর্থায়নের শর্ত আরোপ করেছে তা অবৈধ এবং এতে বিলিয়ন ডলারের গুরুত্বপূর্ণ তহবিল ঝুঁকির ৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

যে কোন ইন্স্যুরেন্স পেতে আজই যোগাযোগ করুন



EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
APOLLO
INSURANCE BROKERAGE
WE DO TLC INSURANCE

Shamsher Ali
President & CEO

29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

আইসকে স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে মতবিরোধ

নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটে ঝুলে আছে অভিবাসন বিল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ইউএস ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট আইসকে স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে তীব্র বিতর্কে নিউইয়র্ক স্টেট ও অ্যাসেম্বলীতে ঝুলে আছে অভিবাসন সংক্রান্ত নতুন আইন। জননিরাপত্তা ও অভিবাসীদের অধিকার এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য আনতে না পারায় আইনপ্রণেতাদের আলোচনা এখনো অচলাবস্থায় রয়েছে।

এদিকে ফেডারেল সরকারের জারীকৃত অভিবাসন অভিযান সংক্রান্ত ২৮৭(জি) এর আওতায় স্থানীয় পুলিশ ৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি

কল করুনঃ ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com



Nurul Azim

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
- TAX Liens Charge Offs
- Inquiries
- Collections
- Garnishment
- Bankruptcy
- Late Payments

Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com



Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828



MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

গোয়ালঘর দোকান ধানের গুদামে মজুত

সব যেন তেলের ডিপো

বিশেষ প্রতিনিধি : জ্বালানি তেল নিয়ে দেশব্যাপী মারাত্মক সংকটের মধ্যেও একশ্রেণির অতি মুনাফালোভী, সুযোগসন্ধানী ব্যবসায়ী যেখানে সেখানে গড়ে তুলেছেন তেলের মজুত। সংকটকে পুঁজি করে অতিরিক্ত দামে তেল বিক্রির উদ্দেশ্যে তারা দোকান, বাসাবাড়ি, ধানের গুদাম, ভবনের ভূগর্ভ, মুদি দোকান, এমনকি গোয়ালঘরেও অবৈধভাবে মজুত করেছেন পেট্রোল, ডিজেল। গোপন খবরের ভিত্তিতে প্রশাসনের কর্মকর্তারা ও ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে এসব জ্বালানি তেল উদ্ধার করছেন, জরিমানা করছেন, কারাদণ্ড দিচ্ছেন। অবৈধভাবে মজুত করা জ্বালানি তেল উদ্ধারের চিত্র দেখে মনে হচ্ছে গোয়ালঘর-দোকান-বাসাবাড়ি যেন তেলের 'ডিপো'। সরকার তেলের পাম্পে নিরাপত্তা প্রদান ও তেল পাচার ঠেকাতে বিভিন্ন জায়গায় বিজিবি মোতায়েন করেছে। কোথাও কোথাও পুলিশও নিরাপত্তা দিচ্ছে।



শনিবার বিভিন্ন পাম্পের সামনে দেখা যায় শত শত গাড়ি। কিন্তু তেল নেই। জ্বালানি তেল বাড়ি, গোয়ালঘর, দোকানে মজুত করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা হচ্ছে। শনিবার পাবনা, কুড়িগ্রাম, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনায় হাজার হাজার লিটার মজুতের তেল জব্দ করা হয়েছে। দোষীদের জরিমানা এবং কারাদণ্ড দিয়েছেন ম্যাজিস্ট্রেট। কুড়িগ্রামে বিএনপি নেতার গোয়ালঘর থেকে ড্রামভর্তি তেল উদ্ধার করা হয়েছে। ময়মনসিংহে পপি ট্রেডার্স নামে একটি প্রতিষ্ঠানের মাটির নিচের ট্যাংক থেকে ২৪ হাজার লিটার তেল উদ্ধার করা হয়। এমনকি তুলনামূলকভাবে দাম বেশি থাকায় ভারতেও পাচার হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে অবৈধ তেলের মজুত ও পাচার ঠেকাতে দেশের সব পেট্রোলপাম্পের জন্য 'ট্যাগ অফিসার' নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এদিকে পাম্পে তেল নেওয়াকে কেন্দ্র করে নাটোরের বড়াইগ্রামে সংঘর্ষে ৫ জন আহত হয়েছেন। জামালপুরে তেল না পেয়ে মোটরবাইকাররা জামালপুর-টাঙ্গাইল মহাসড়কে অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন।

জ্বালানি সচিব মো. সাইফুল ইসলাম শনিবার আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, জনগণকে জ্বালানি তেল দিতে সরকার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছে। কিন্তু সেই তেল নিয়ে মজুত করার প্রবণতা চিন্তার বিষয়। এই মজুতদারির সঙ্গে তেল বিতরণ ৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্বালানি ব্যয় বেড়ে দ্বিগুণ, নজরদারি জোরদার

বিশেষ প্রতিনিধি : মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে অপরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি ব্যয় বেড়ে হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। ফিলিং স্টেশনগুলোতেও লাইন দীর্ঘ হচ্ছে। সরকার বারবার আশ্বস্ত করলেও ক্রেতাদের মধ্যে উদ্বেগ বেড়েই চলেছে। জ্বালানি তেল নিয়ে চলমান অস্থিরতার মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় তেল মজুদের খবর পাওয়া গেছে। এসব ঘটনায় ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে অপরাধীদের জরিমানার পাশাপাশি কারাদ-ও দিয়েছে। কোথাও কোথাও তেল না পেয়ে সড়কও অবরোধ করা হয়েছে।

এমন পরিস্থিতিতে দেশব্যাপী জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থায় নজরদারি ও সমন্বয় জোরদার করতে প্রতিটি পেট্রোল পাম্প তদারকিতে একজন করে সরকারি কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। পাশাপাশি সারা দেশে অভিযান জোরদার, ডিপো থেকে সরবরাহ সময় এগিয়ে আনা এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতা বাড়ানোর মতো একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

গতকাল শনিবার জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শুক্রবার সচিব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক অনলাইন সভায় প্রতিটি পাম্পে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) সরাসরি এই দায়িত্ব দেবে। অন্যদিকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা সংশ্লিষ্ট পাম্প তদারকির জন্য কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেবেন।



সুনামগঞ্জে তেলের ডিপেতে বিজিবি মোতায়েন —বিজিবি'র সৌজন্যে

জ্বালানি বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এবং বিপিসি নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করবেন। পাশাপাশি তারা প্রতিদিনের কার্যক্রম ও জ্বালানি সরবরাহ পরিস্থিতি সম্পর্কে নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল করবেন। ৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন



এক-এগারো নিয়ে জেরার মুখে মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী

গোয়েন্দারা খুঁজছেন ২৫ প্রশ্নের উত্তর

বিশেষ প্রতিনিধি : বিতর্কিত সেনা কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) শেখ মামুন খালেদ গ্রেফতারের পর নতুন করে আলোচনায় এসেছে এক-এগারোর সরকার। ওই সরকারের কুশীলবদের মধ্যে অন্যমত ছিলেন এ দুই সেনা কর্মকর্তা। এক-এগারোর সময় কার, কী ভূমিকা ছিল, তা নিয়ে অনুসন্ধানে নেমেছেন গোয়েন্দারা। সূত্র বলছে, গোয়েন্দারা এ সংক্রান্ত ২৫টি প্রশ্ন প্রস্তুত করে এক-এগারোর অন্যতম কুশীলব মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীর কাছে জানতে চেয়েছেন। প্রশ্নের জবাবে কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্যও পেয়েছেন তারা।

এদিকে এক-এগারো ও পরবর্তী সময়ে আওয়ামী সরকারের আমলে বিভিন্ন অপকর্মের বিষয়ে সাবেক সেনা কর্মকর্তা মামুন খালেদকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এছাড়া বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হত্যা মামলায় গ্রেফতার হলেও তাকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মামলায় গ্রেফতার দেখানোর প্রক্রিয়া চলছে। তবে জিজ্ঞাসাবাদে এক-এগারোর অন্যতম এ দুই কুশীলব বেশির ভাগ প্রশ্নেরই জবাব দিচ্ছেন না। কিছু ক্ষেত্রে গোয়েন্দাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টাও করছেন।

তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্র বলছে, সেনাসমর্থিত এক-এগারোর সরকার গঠনের আগে প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগের জন্য চাপ দেওয়া হয়। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি বঙ্গভবনে এই পদত্যাগ করানোর মিশনে অংশ নেন সশস্ত্র বাহিনীর তৎকালীন



বঙ্গভবনে ইয়াজউদ্দিনকে পদত্যাগে বাধ্য করার মিশনে অংশ নেন মাসুদ উদ্দিনসহ সশস্ত্র বাহিনীর ৬ কর্মকর্তা

মামুন খালেদকে শিগ্‌গিরই গ্রেফতার দেখানো হবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মামলায়

প্রভাবশালী ছয় কর্মকর্তা। সেখানে একটি চা-চক্রও হয়। এরপর থেকেই দ্রুত পালটে যেতে থাকে দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী। মাসুদ উদ্দিনের কাছে গোয়েন্দাদের প্রশ্ন ছিল-২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি দেশে জরুরি অবস্থা জারির দিন বঙ্গভবনে কখন গিয়েছিলেন? কে কে ছিলেন সেখানে? রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিনকে কী বলে পদত্যাগ ৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

মধ্যপ্রাচ্যে আরও ৩,৫০০ আমেরিকান সেনা মোতায়েন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: ইরান যুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংঘাত দিন দিন আরও জটিল ও বিস্তৃত রূপ নিচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছে এবং প্রায় ৩,৫০০ আমেরিকান সেনা নতুন করে ওই অঞ্চলে পৌঁছেছে। এর মধ্যে প্রায় ২,৫০০ মেরিনসহ অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ 'ইউএসএস ট্রিপলী' মোতায়েন করা হয়েছে, যা বর্তমানে ওই অঞ্চলে আমেরিকান সামরিক কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। খবর সিবিএস নিউজের।

সিবিএস নিউজ জানায়, ইউএস স্টেট সেন্ট্রাল কমান্ড জানিয়েছে, এই যুদ্ধজাহাজটি অত্যাধুনিক সক্ষমতাসম্পন্ন এবং এতে স্টেলথ যুদ্ধবিমান, উল্লম্বভাবে ওঠানামা করতে সক্ষম উড়োজাহাজসহ বিভিন্ন আক্রমণ ও পরিবহন ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে দ্রুত অভিযান পরিচালনা, সৈন্য নামানো এবং আকাশ থেকে হামলা চালানোর মতো একাধিক কৌশলগত সুবিধা একসঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে।

গত ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে শুরু হওয়া "অপারেশন এপিক ফিউরি" ইতোমধ্যেই ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এই অভিযানে এখন পর্যন্ত ১১ হাজারেরও বেশি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। সংঘাতের তীব্রতা বোঝাতে সাম্প্রতিক ঘটনাই যথেষ্ট ইরানের পক্ষ থেকে সৌদি আরবের একটি আমেরিকান সামরিক ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় অন্তত ১০ জন সেনা আহত হয়েছে, যার মধ্যে দু'জনের অবস্থা গুরুতর। এই হামলার পর পরিস্থিতি আরও অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে এবং পাল্টা প্রস্তুতিও জোরদার করা হয়েছে।



ছবি: ইএস সামরিক বাহিনী

এদিকে ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট সেক্রেটারী মার্কো রুবিও জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র স্থলবাহিনী ছাড়াই তার সামরিক লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম। তবে তিনি এটাও স্পষ্ট করেছেন যে, যেকোনো সম্ভাব্য পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুতি রাখা হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইতিমধ্যে ইরানকে হরমুজ প্রণালী পুনরায় চালু করার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন। যদিও ইরান এখন পর্যন্ত কোনো আলোচনায় অংশ নিতে সম্মত হয়নি, ফলে উত্তেজনা প্রশমনের সম্ভাবনা আপাতত অনিশ্চিতই রয়ে গেছে।

এই সংঘাতের প্রভাব শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নেই; এর অর্থনৈতিক প্রভাবও দ্রুত বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। হরমুজ প্রণালী কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তেল রপ্তানি ব্যাহত হয়েছে, আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম বেড়ে গেছে এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যে চাপ তৈরি হয়েছে। বিকল্প হিসেবে বাব এল-মান্দেব প্রণালী ব্যবহার বাড়ানো হলেও, সেখানেও নিরাপত্তা ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ আরও গভীর হয়েছে।

এর মধ্যে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরাও সরাসরি এই সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছে। তারা ইসরায়েলের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি করেছে, যা সংঘাতকে আরও বিস্তৃত আঞ্চলিক রূপ দেওয়ার আশঙ্কা তৈরি করেছে। বিশ্লেষকদের মতে, এই পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হলে তা শুধু মধ্যপ্রাচ্য নয়, বৈশ্বিক সামুদ্রিক বাণিজ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তার ওপরও বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে।

রিমান্ডে সাবেক ২ সেনা কর্মকর্তা

কারাবন্দি হাসিনাকে বিশেষ বৈঠকের ব্যবস্থা করে দিতেন তারা

সাইফুল ইসলাম : ২০০৭ সালে ওয়ান ইলেভেন সরকারের অন্যতম কুশীলব সাবেক দুই সেনা কর্মকর্তা রিমান্ডে চাঞ্চল্যকর তথ্য দিচ্ছেন। এক-এগারোর সময়ে ক্ষমতাসীন দুই নেত্রী খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করা হলেও একজনকে পর্দার আড়ালে থেকে বিশেষভাবে ছাড় দেওয়া হতো। সংসদ ভবন এলাকার বিশেষ কারাগারে গোপন বৈঠকের ব্যবস্থা করতেন। এমনকি কারাগার থেকে হাসিনাকে বের করার ব্যবস্থা ও বিভিন্ন জনের সঙ্গে বৈঠক করে আবার কারাগারে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হতো। এসব বৈঠক আয়োজনের সব কিছু প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই) দেখভাল করত। এ ছাড়াও রাজনৈতিক ভবিষ্যৎসহ নানা ইস্যুতে অনৈতিকভাবে নেতাকর্মীদের গুম, আয়নাঘরে বন্দি ও মুঠোফোন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত ডিজিএফআই।

ওয়ান-ইলেভেনের মাস্টারমাইন্ড হিসেবে চিহ্নিত লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী এবং আয়নাঘর ও মুঠোফোন আড়িপাতার কারিগর হিসেবে চিহ্নিত ডিজিএফআইয়ের সাবেক মহাপরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) শেখ মামুন খালেদ রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদে এ তথ্য জানিয়েছেন।

গতকাল শনিবার তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্র দেশ রূপান্তরকে জানায়, রিমান্ডে কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। তাদের দেওয়া তথ্য যাচাই-বাছাইও করা হচ্ছে। ওয়ান-ইলেভেনের বিষয় জিজ্ঞাসাবাদে মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী বলেছেন, শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া কারাগারে যাওয়ার পর তাদের সঙ্গে নির্বাচন, রাজনৈতিক ভবিষ্যৎসহ নানা ইস্যুতে দরকষাকষি হতো। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফজলুল বারী চৌধুরী এবং মেজর জেনারেল এটিএম আমিন বেশিরভাগ সময় কারাগারে গিয়ে দুই নেত্রীর সঙ্গে বৈঠক করতেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শেষ দিকে পর্দার আড়ালে দরকষাকষি করতে শেখ হাসিনা প্রায়শই সংসদ ভবন এলাকার বিশেষ কারাগার থেকে সন্ধ্যার পর বের হয়ে যেতেন। এরপর বিভিন্ন জনের সঙ্গে বৈঠক করে আবার কারাগারে ফিরতেন। পর্দার আড়ালে এসব বৈঠক আয়োজনের সব কিছু ডিজিএফআই দেখভাল করত।

এ ছাড়াও মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীকে ওয়ান ইলেভেন সরকারের আমলে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াসহ শীর্ষ রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার, ব্যবসায়ীদের হয়রানি করে অর্থ আদায়, বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে রিমান্ডে নিয়ে ব্যাপক নির্যাতনসহ আরও নানা গুরুতর অভিযোগের বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে গোয়েন্দা পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী অনেক প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছেন। নিজেকে জড়িয়ে বক্তব্য দিতেও সতর্কতা অবলম্বন করছেন বলে তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

অপরদিকে ডিজিএফআইয়ের সাবেক মহাপরিচালক মামুন খালেদের জিজ্ঞাসাবাদের বিষয় জানতে চাইলে তদন্তসংশ্লিষ্ট সূত্র দেশ রূপান্তরকে জানায়, সাবেক এই সেনা কর্মকর্তাকেও ওয়ান-ইলেভেনের বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তবে তিনি বিভিন্ন কৌশলে প্রশ্ন এড়িয়ে যান। পরিকল্পনা রয়েছে, রিমান্ডে লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) শেখ মামুন খালেদ ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীকে মুখোমুখি করার। কিন্তু গতকাল বিকেল পর্যন্ত তাদের মুখোমুখি জিজ্ঞাসাবাদের তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে এক-এগারোর সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় বিএনপির তৎকালীন সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে তুলে নিয়ে নির্মম নির্যাতন, আওয়ামী লীগের আমলে প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদসহ নানা অপকর্মের বিষয়ে জানতে চাওয়া হচ্ছে।

গতকাল সন্ধ্যায় ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দাপ্রধান শফিকুল ইসলাম দেশ রূপান্তরকে বলেন, সাবেক দুই সেনা কর্মকর্তা রিমান্ডে রয়েছেন। জিজ্ঞাসাবাদে নানা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তবে তাদের দেওয়া তথ্যগুলো আমরা যাচাই-বাছাই করছি। মুখোমুখি জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, তারা দুজন ভিন্ন ভিন্ন সেলে রয়েছেন। তাদের সঙ্গে এখনো দেখা হয়নি। ওয়ান-ইলেভেনের বিষয়ই বেশি প্রশ্ন করা হচ্ছে বলেও জানান ডিবিপ্রধান।

উল্লেখ্য, গত বুধবার রাতে মিরপুরের ডিওএইচএস এলাকা থেকে শেখ মামুন খালেদকে জুলাই হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়। আর গত সোমবার রাতে মানব পাচার মামলায় মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারা দুজনই বর্তমানে পুলিশি রিমান্ডে আছেন।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে

দেশে চতুর্মুখী সংকট ঘনীভূত হবে

বিশেষ প্রতিনিধি : মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে নানা সংকটে পড়তে পারে বাংলাদেশ। ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইলের যৌথ হামলা এবং ইরানের পালটা হামলার জেরে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে যুদ্ধ চলমান। সহসা এ যুদ্ধ থামার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় বিশ্বের অনেক দেশের মতো বাংলাদেশে তেল ও গ্যাসের অপ্রতুলতা দেখা যাচ্ছে। সরকারের দিক থেকে আশ্বস্ত করা হলেও যুদ্ধ দীর্ঘদিন চললে তেল ও গ্যাসের বড় ধরনের সংকট তৈরির আশঙ্কা করা হচ্ছে। মূলত আমদানি নির্ভর তেল ও গ্যাসের সরবরাহ কমে গেলে আগামীতে দেশের অর্থনীতি, বিদ্যুৎ, কৃষি উৎপাদন, কলকারখানার উৎপাদন, গার্মেন্টসহ সব ধরনের ব্যবসা, যোগাযোগে চতুর্মুখী সমস্যা ঘনীভূত হতে পারে। উৎপাদন ব্যয় বেড়ে মূল্যস্ফীতি বাড়তে পারে। যুদ্ধ পরিস্থিতির উন্নতি না হলে অর্থনীতির ওপর চাপ বাড়ার পাশাপাশি ধাক্কা আসতে পারে মধ্যপ্রাচ্য নির্ভর রেমিট্যান্সেও।

সাবেক রাষ্ট্রদূত হুমায়ুন কবির যুগান্তরকে বলেন, হরমুজ প্রণালি যদি দীর্ঘ সময় বন্ধ থাকে তাহলে বাংলাদেশেও নানা সমস্যার সৃষ্টি হবে। প্রথমত, দেশে তেল ও গ্যাস সংকট প্রকট হবে। কারণ, দেশে ব্যবহৃত ৯০ শতাংশ তেল আমদানি করা হয়। এলপিজি গ্যাস পুরোটাই আমদানিনির্ভর। সেদিকে থেকে বড় ধরনের ঝুঁকিতে পড়ার আশঙ্কা আছে। দ্বিতীয়ত, কাতার ও আশপাশের অন্যান্য দেশ থেকে সারের বড় চালান আসে। এটিও গ্যাসনির্ভর পণ্য। খোদ যুক্তরাষ্ট্রও এই অঞ্চল থেকে সার কিনে থাকে। তাই সারা বিশ্বেই কৃষি উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব পড়বে, বাংলাদেশও তার বাইরে নয়। কম্পিউটার চিপ থেকে শুরু করে এমআরইসহ নানা মেডিকেল যন্ত্রপাতি আমদানিতে সমস্যায় পড়তে হবে। যুদ্ধ যদি না থামে তাহলে সারা বিশ্বে তেলের দাম বাড়বে, গ্যাস ও সারের সরবরাহ কমে যাবে, পেট্রোকেমিক্যাল পণ্য আমদানিতে বড় আশঙ্কা থাকবে। এর সবই বাংলাদেশের জন্য সমস্যা তৈরি করতে পারে।

এদিকে, মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক তেলের বাজারে চরম অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। ইতোমধ্যে ব্যারেলপ্রতি তেলের দাম ১০০ ডলারের মাইলফলক ছাড়িয়ে গেছে। বিশ্ববাজারে তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি ১৫০ ডলারে পৌঁছালে বৈশ্বিক মন্দার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে বলে সতর্কবার্তা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্ল্যাকরকের প্রধান নির্বাহী ল্যারি ফিংক। বুধবার (২৫ মার্চ) বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ তথ্য দেন তিনি।

তবে সরকারের পক্ষ থেকে দেশে জ্বালানি তেলের মজুত ও সরবরাহ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত জ্বালানি তেল ক্রয় না করতে সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ। শনিবার জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগের বরাত দিয়ে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

এতে বলা হয়, সরকার চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেলের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক বাজার হতে প্রয়োজনীয় তেল ক্রয় করছে। ফলে দেশে জ্বালানি তেলের সরবরাহ ঘাটতির কোনো সম্ভাবনা নেই।

এদিকে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) সতর্ক করে জানিয়েছে, যুদ্ধের সংকটের কারণে জুনের মধ্যে আরও ৪ কোটি ৫০ লাখ ৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

The Weekly Bangla Patrika
Editor: Abu Taher
Tel : 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

বিচারব্যবস্থায় নিরপেক্ষতা কাম্য

২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের সময় তৎকালীন সরকারের পতনের পর সারা দেশে আওয়ামী লীগের হাজার হাজার নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছিল। সেসব মামলা থেকে কেন্দ্রীয় নেতা, মন্ত্রী-এমপি, ছানীয়পর্যায়ের নিরপরাধ নেতা-কর্মী কেউই রেহাই পাননি। এভাবে হরেদরে মামলা দেওয়ার কারণে সেই সময় ব্যাপারটি নিয়ে সমালোচনা হয়েছিল। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার কোনো গুরুত্ব দেয়নি।

সম্প্রতি পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) কর্তৃক শেষ হওয়া ৮২টি মামলার তদন্ত থেকে দেখা গেছে, অভিযুক্ত আসামিদের প্রায় ৬৩ শতাংশ নির্দোষ। মামলাগুলো যে প্রতিশোধস্পৃহা থেকে করা হয়েছিল, সেটা এখন স্পষ্ট হয়েছে।

সংবাদ মারফত জানা গেছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাদী নিজেই হত্যাকাণ্ডের কোনো প্রমাণ দিতে পারেননি, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রফাদফার মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির চেষ্টাও দেখা গেছে। হয়রানির উদ্দেশ্যে কাউকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হলে সংশ্লিষ্ট বাদীর বিরুদ্ধেও কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। অভিযোগকারী যদি মিথ্যা তথ্য দিয়ে আইনি ব্যবস্থাকে বিভ্রান্ত করেন, তবে তাঁকে আইনের আওতায় না আনলে মিথ্যা মামলা দেওয়ার এই প্রবণতা কোনোভাবেই কমবে না।

আওয়ামী লীগের শাসনামলে দলের সবাই অপরাধ, দুর্নীতি ও লুটপাটে যুক্ত ছিলেন না। অনেক নিরপরাধ নেতা-কর্মী শুধু আওয়ামী লীগকে সমর্থন করার কারণে রাজনৈতিক ঈর্ষার জায়গা থেকে হয়রানির শিকার হয়েছেন। সে সময় মামলার ভয় দেখিয়ে অনেকের কাছ থেকে অর্থ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল কয়েকটি দলের কতিপয় নেতার বিরুদ্ধে।

যেকোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ফৌজদারি অপরাধের বিচার হওয়ার কথা সুনির্দিষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে। অথচ দেখা গেছে, সেসব মামলায় জড়ানো হয়েছিল শীর্ষ নেতা থেকে শুরু করে সাধারণ ব্যবসায়ী ও রাজনীতির বাইরের সাধারণ নাগরিকদেরও। আন্দোলনের সপক্ষে বা বিপক্ষে থাকাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিগত শত্রুতা থেকে অনেককে মামলায় আসামি করা হয়েছিল।

যখন একটি মামলায় শত শত মানুষকে অপ্রাসঙ্গিক ও ভিত্তিহীনভাবে আসামি করা হয়েছিল, তখনই মূল অপরাধীরা আড়ালে চলে গিয়েছিল। হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পর আওয়ামী লীগ শাসনামলের সব অপকর্মের মূল হোতা অনেক মন্ত্রী-এমপি, কেন্দ্রীয় নেতা প্রতিবেশী দেশসহ বিশ্বের নানা প্রান্তে পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। সেই সময় সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের আটক করতে কোনো পদক্ষেপ দেখা যায়নি।

জুলাই আন্দোলনের স্পিরিট ছিল বৈষম্যের বিরোধ, দুর্নীতি ও অপকর্মের মূলোৎপাটন। কিন্তু সেই প্রত্যাশা ভেস্তে যেতে দেখতে দেশবাসীর বেশি সময় লাগেনি সে সময়।

একজন নিরপরাধ ব্যক্তি যখন মামলার আসামি হন, তখন তাঁকে জেল-জুলুম, সামাজিক লাঞ্ছনা ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। পিবিআইয়ের তদন্তে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়াটা স্বস্তির হলেও চার্জশিট থেকে নাম বাদ পড়ার আগপর্যন্ত ওই ব্যক্তিদের যে মানসিক ও সামাজিক ট্রমার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, তার দায়ভার কে নেবে?

আমরা আশা করব, তদন্ত সংস্থাগুলো রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে প্রকৃত অপরাধীদের আইনের আওতায় নিয়ে এসে বিচারকার্য সম্পন্ন করবে। নিরপরাধ ব্যক্তিরা আর যেন কোনোভাবে হয়রানির শিকার না হন।



অটুট মনোবল অটুট স্বাধীনতা

অজয় দাশগুপ্ত



স্বাধীনতা মূলত একটি স্পৃহা, যাকে পূর্ণ করে মানুষ আনন্দ আর স্বস্তি লাভ করে থাকে। সে কারণে আমাদের দেশে একদা মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। আজ অনেক বছর পার হওয়ার পর সেই স্পৃহার সামনে কতগুলো প্রশ্ন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, যার উত্তর না খুঁজলে আমাদের স্বাধীনতা বারবার প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকবে।

প্রথমেই জানতে হবে ৫৫ বছর পর স্বাধীনতা আসলে কী চায়? তারও চাওয়া-পাওয়া আছে। আছে বলেই তার রূপ পরিবর্তিত হতে থাকে। যাঁরা মুক্তিযোদ্ধা বা যুদ্ধে গিয়েছিলেন, তাঁদের বয়স বেড়েছে। অনেকে পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নিয়েছেন। তাঁরা কি তাঁদের ঈপ্সিত ও স্বপ্নের সেই দেশ দেখে যেতে পেরেছিলেন? উত্তর, অবশ্যই 'না'। এর কারণ অনেক। আজ যাঁরা সে প্রজন্মের প্রতিভূ, তাঁদের অনেকেই মনে করেন পথ বা মত পাল্টে গেছে। তাঁদের মতও এখন ভিন্নমুখী। এটা কি অন্যায়? মৌলিকভাবে এর উত্তর হবে, 'না'। কিন্তু আমাদের ইতিহাস ও তার গতিপথ জানলে এক বাক্যে এর উত্তর দেওয়া অসম্ভব।

আমরা যে দেশ বা সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলাম, তার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা বা বিদ্বেষ যায় না। বিশেষত ধর্ম, বর্ণ আর জাতিভেদ হওয়ার কথাই ছিল না। মনে রাখতে হবে, আমরা আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতাকে যখন হারিয়েছি, তখন এই দেশের বয়স মাত্র সাড়ে তিন বছর। এত অল্প বয়সে পিতা ও অভিভাবকহীন একটা দেশ কোন দিকে যাবে বা যেতে পারে, সেটা ভাবাও কঠিন। কিন্তু সৌভাগ্যের ব্যাপার এই যে এই দেশ, এই মাটির একটা আলাদা ধরনের শক্তি আছে, যা ম্যাজিকের মতো। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় ফুঁসে ওঠে। এই শক্তির নাম চেতনা বা দেশপ্রেম। সেটি কখন কোথায় জাগবে কিংবা কাজ করবে, দুশমন নিজেও তা টের পায় না। টের পায় না বলেই বাংলাদেশ তার আপন মহিমায় সদা জাগ্রত।

বহু পথ পেরিয়ে আজ আমরা যেখানে এসেছি, সেখানে ইতিহাস অতীত আর ভবিষ্যৎ বহুবিধ সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে। বিশেষত প্রজন্মের পর প্রজন্মে আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, এমনকি মূল চেতনা গুরুতর এক বিপন্নতার সম্মুখীন। এখন যে সংস্কৃতি বা প্রজন্মের এক বিশাল অংশ, যেসব কর্মকাণ্ড করে চলেছে, তাতে পুরোনো মানুষ হিসেবে আমরা ভয় পেতেই পারি। যেমন ধরুন, মাঝে মাঝে আমরা আমাদের পতাকা আর জাতীয় সংগীতের বিরুদ্ধে কথা শুনি। তার অপমান বা তার বিরুদ্ধাচরণ দেখি। এগুলো কি কাম্য ছিল? ছিল না। কিন্তু এসব এখন আকছার ঘটছে। জাতীয় ইতিহাসের ভুলভ্রান্তি আর অমনোযোগের কারণে এই দুঃসাহস মাথা তুলতে পেরেছে। বিগত সরকার একটা লম্বা সময় দেশ শাসন করেছিল। সেই দীর্ঘ সময়ে তারা ইতিহাস ও অতীতকে যতটা নিজেদের করেছে বা করতে চেয়েছে, ততটাই হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। সেই কারণে হঠাৎ বিরোধিতা আর সবকিছু তছনছ করার প্রবণতা কেউ রুখতে পারেনি। ওই যে বলছিলাম, অনেক অনেক বছর পর যখন মানুষ তার স্বপ্ন আর আশার বিপরীতে এসে দাঁড়ায়, তখন নৈরাজ্য ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না।

খুব ছোটখাটো মনে হলেও জরুরি হচ্ছে এগুলোর গভীরে যাওয়া। কেন এই তারুণ্য পাকিস্তানের গুণগানে বিভোর? কেন কাওয়ালি তাদের আরাধ্য? কেন তারা মাহফিল স্টাইলে টাকা ছুড়ে গান উদ্যাপন করতে চায়? এসবের পেছনে কি শুধুই ডিজিটাল জগৎ, না কোনো বিকৃতি? ৫৫ বছর আগে যখন মানুষ বাঙালি হওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল, তার সেই ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ল কীভাবে? এর উত্তর গবেষণায় পাওয়া সম্ভব। কিন্তু খালি চোখে আমরা দেখি দীর্ঘমেয়াদি একনায়কতন্ত্র, সামরিক শাসন আর সমাজে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধিতার লালনেই তা বড় হয়ে উঠেছে। সামাজিক সংগঠন, নাটক, গান, থিয়েটার বা শিল্পের গতি রুদ্ধ করলে সমাজ বিকলাঙ্গ হবেই। রুদ্ধতা যেমন তার দুশমন, তেমনি তাকে ধরে-বেঁধে স্বাবকতায় নিয়ে এলেও একই ফল পেতে হবে। বিগত সময়ে সবকিছু দখল আর নিয়ন্ত্রণে না রাখলে, মুক্ত করে আপন গতিতে চলতে দিলে বিরোধিতা থাকত কিন্তু এই উগ্রতা থাকত না।

খুব কাছের দিনগুলোর কথা বলি। বিগত দেড় বছরে আমরা দেশের সব অর্জনই মোটামুটি হাতছাড়া হতে দেখেছি। একটা সময় এমন মনে হচ্ছিল যে এই দেশের নাম বা পরিচয়ও ঘুচে যাবে। যাঁরা দেশের ভেতর আতঙ্ক আর অস্থিরতায় দিন যাপন করছিলেন, তাঁরা জানেন এটা কতটা ভয়াবহ। হঠাৎ করে বিরোধিতার নামে সবকিছু মুছে দেওয়ার অসুস্থ প্রতিযোগিতায় দেশের প্রাণভোমরা সংবিধানও প্রায় হাতছাড়া হওয়ার মতো হয়ে গিয়েছিল। একজন নোবেল বিজয়ী ও তাঁর হিংসার কবলে পড়া দেশ নাকি রিসেট বাটনের চাপে পিছিয়ে যাবে! তিনি খুব

আস্থা আর দুঃসাহস নিয়ে বলেছিলেন, 'রিসেট বাটন টিপে দিয়েছি। সবকিছু মুছে গেছে। অতীত নিশ্চিতভাবে চলে গেছে।'

আমরা ভয়ার্ত হলেও মনে মনে জানতাম, এটা অসম্ভব। একজন মানুষের হৃৎপিণ্ড চালু রেখে তার শরীরকে অবশ করা যায় না। বাংলাদেশকেও মুক্তিযুদ্ধ বা অতীত মুছে অবশ করা যাবে না। ভাগ্য ভালো সেটা হয়নি। কেন হয়নি?

ওই যে কথায় বলে–অন্ধকার যত তীব্র হোক না কেন একটি মোমবাতিই পারে ঘন অন্ধকারে পথ দেখাতে। সে অন্ধকার বা তিমিরবিনাশী আলোর নাম ইতিহাস। এ কথা বললে তো হবে না যে একাত্তর মিথ্যা। এ কথা বললেই ইতিহাস মানবে না যে মুক্তিযুদ্ধে ভারত, বাংলাদেশ আর অন্য সহযোগীরা মিলে দেশ স্বাধীন করেনি। সত্য আপন আলোয় উদ্ভাসিত এক দীপ। সেই দীপের আলো জ্বালিয়ে রাখা সাধারণ মানুষেরা একটু সুযোগ মিলতেই তাঁদের মনের কথার জানান দিয়ে দিয়েছেন।

সহজ কথা এই, বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্বাধীনতার মতো কোনো পরিবেশে বা পরিস্থিতিতে পা রাখেনি। হ্যাঁ, তার বুকে চেপে থাকা দুঃশাসন বা লুটপাটের জবাব সে দিয়েছে এবং দেবে। তার সঙ্গে স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ কিংবা বঙ্গবন্ধুর সম্পর্ক ছিল না। দেশ শাসনে যে ভুল করবে, সে তার জবাব পাবেই। তাকে নির্মমভাবে বিদায় নিতে হলে নেবে। কিন্তু সে জন্য আমাদের একাত্তরের জেনোসাইডের কালিমা ঘুচে যাবে না। মলিন হবে না স্বাধীনতার জয়জয়কার। বহু কষ্ট, ত্যাগ আর ইজ্জত-সম্মানের বিনিময়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষ এ দেশ পেয়েছিল। যে দেশের নেতা দেশে ফিরে অশ্রুসিক্ত নয়নে বলেছিলেন: 'কবিগুরু দেখে যাও, তোমার বাঙালি আজ মানুষ হয়েছে।'

ভুলভ্রান্তি আর ইতিহাস থেকে পাঠ নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর নাম বাংলাদেশ। তার স্বাধীনতা আর মুক্তিযুদ্ধকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। এটাই যেন সত্য মানি আমরা।

অজয় দাশগুপ্ত, অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী কলামিস্ট

ইউরোপ স্বপ্ন ভূমধ্যসাগরেই শেষ প্রাণ গেলো ১৮ বাংলাদেশির



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ১৮ বাংলাদেশির স্বপ্ন ছিলো ইউরোপে গিয়ে নিজের ও পরিবারের জীবনকে উন্নত করার। এজন্য নিজের জীবন ও অর্থ বাজি রেখে উত্তর আফ্রিকার লিবিয়া থেকে ভয়াবহ সাগর পথে গ্রিস যাওয়ার পথ বেছে নেন। কিন্তু তাদের সেই স্বপ্ন সাগরের উত্তাল ঢেউয়ে থমকে যায়। লিবিয়া থেকে ভয়াবহ সাগর পথে গ্রিস যাওয়ার পথ ২২ জন অভিবাসীর মৃত্যু ঘটেছে, যাদের মধ্যে ১৮ জন বাংলাদেশি বলে বিভিন্ন সূত্র নিশ্চিত করেছে। আর ১৮ জন বাংলাদেশির মধ্যে ১২ জনই সুনামগঞ্জ জেলার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। তবে দায়িত্বশীল কোনো কর্তৃপক্ষ অফিশিয়ালি এ তথ্য নিশ্চিত করেনি।

স্থানীয়ভাবে পরিবার, প্রতিবেশী ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে এ পর্যন্ত ১২ জনের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে। খাবার ও বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকটের কারণে তারা প্রাণ হারিয়েছেন বলে জানা গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রাণ হারানো বাংলাদেশিদের মধ্যে সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার ৬ জন, জগন্নাথপুরের ৫ জন এবং দোয়ারাবাজারের ১ জন রয়েছেন।

তারা হলেন– দিরাই উপজেলার তারাপাশা গ্রামের আবু সাঈদ সরদারের ছেলে নুরুজ্জামান সরদার ময়না (৩০), আব্দুল গণির ছেলে সাজিদুর রহমান (২৮), ইসলাম উদ্দিনের ছেলে শাহান মিয়া (২৫), রনারচর গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে মুজিবুর রহমান (৩৮), বাসুরি গ্রামের মো. সুহানুর রহমান এবং মাটিয়াপুর গ্রামের তায়েফ মিয়া।

জগন্নাথপুরের চিলাউড়া গ্রামের সোহানুর রহমান, টিয়ারগাঁওয়ের শায়েখ আহমেদ, চিলাউড়া কবিরপুরের মো. নাঈম, পাইলগাঁওয়ের আমিনুর রহমান, ইছগাঁওয়ের মোহাম্মদ আলী।

দোয়ারাবাজার উপজেলার কবিরনগর গ্রামের ফয়েজ উদ্দিনের ছেলে আবু ফাহিম।

এদের পরিচয় স্থানীয় সূত্রে পাওয়া গেছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও স্বজনদের সঙ্গে কথা বলে তাদের নাম জানা গেছে। মৃতদের স্বজনরা জানান, দালালরা ১২ লাখ টাকার চুক্তিতে বড় নৌকা দিয়ে তাদের ইতালি কিংবা গ্রিসে পাঠানোর কথা থাকলেও পরবর্তীতে ঝুঁকিপূর্ণ ছোট প্লাস্টিকের নৌকায় তাদের সাগর পথে ছেড়ে দেওয়া হয়। দুই দিনের মধ্যে তারা গন্তব্যে পৌঁছে যাবে এমনটি বলা হলেও যাত্রাপথে ভুল রাস্তায় গিয়ে ৬ দিনেরও বেশি সময় সাগরে কাটানোর কারণে তারা খাবারের অভাব ও পানির পিপাসায় কাতর হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

সুনামগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুজন সরকার বলেন, ভূমধ্যসাগরে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে সুনামগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলার ১২ জন রয়েছেন বলে আমরা বিভিন্ন মাধ্যমে জানতে পেরেছি। তাদের নাম পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা চলছে।

সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক (ডিসি) ড. মোহাম্মদ ইলিয়াছ মিয়া বলেন, আমরা সুনামঞ্জের ৩টি উপজেলায় মোট ১২ জনের প্রাণহানি ঘটেছে বিভিন্ন সূত্রে জানতে পেরেছি। তবে এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যায়নি। সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসনকে এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দিয়েছি। একই সঙ্গে এরকম অমানবিক পন্থায় বিদেশ প্রেরণের সঙ্গে সম্পৃক্তদের চিহ্নিত করার নির্দেশ দিয়েছি।

অবৈধ ও অমানবিক পন্থায় মানবপাচারের সঙ্গে জড়িতদের আইনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসনকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক।

সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাদের তালিকা প্রস্তুত

এক-এগারোর বিতর্কিত কুশীলবরা আতঙ্কে

বিশেষ প্রতিনিধি : সাবেক দুই সেনা কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ও প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সাবেক মহাপরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) শেখ মামুন খালেদকে গ্রেফতারের পর এক-এগারোর অন্য কুশীলবদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। কুশীলবদের মধ্যে বিদেশে অবস্থানকারীরা যেমন সতর্ক অবস্থানে চলে গেছেন, পাশাপাশি দেশে অবস্থানকারীরা চলে গেছেন আত্মগোপনে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সাবেক ওই দুই শীর্ষ কর্মকর্তার গ্রেফতারের পর কেউ কেউ দেশ ছাড়ারও চেষ্টা করছেন। তবে তাদের বিদেশ যাত্রার ওপর রয়েছে নিষেধাজ্ঞা। ওই কুশীলবরা কেউ বিমানবন্দর অতিক্রম করতে গেলে বাধার মুখে পড়বেন বলে গোয়েন্দা সূত্রে তথ্য মিলছে।

সূত্র বলছে, দুই শীর্ষ কর্মকর্তা ছাড়াও এক-এগারোর সময় প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের ছত্রছায়ায় কেউ কেউ নানা অপকর্মে লিপ্ত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে এখন পর্যন্ত অনেকেই রয়েছেন পর্দার আড়ালে। তবে বিতর্কিত ওই কর্মকর্তাদের ভূমিকা খতিয়ে দেখে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাদের তালিকা তৈরি করছে। বিশেষ করে বিতর্কিতদের মধ্যে এখনো যারা দেশে আছেন তারা যাতে দেশ ত্যাগ না করতে পারেন সে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে এ বিষয়ে পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা যুগান্তরের কাছে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। ইমিগ্রেশন পুলিশের সংশ্লিষ্ট একজন বিশেষ পুলিশ সুপার (এসএস) যুগান্তরকে বলেন, 'আমি এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাচ্ছি না।'

এক প্রশ্নের জবাবে ওই কর্মকর্তা বলেন, আদালতের মাধ্যমে যথাযথ প্রক্রিয়ায় নির্দেশ এলে কারও বিদেশ যাত্রায় বাধা দেওয়া হয়। তবে এর বাইরেও বিশেষ ব্যবস্থায় বিদেশ যাত্রায় বাধা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে বলে জানান ওই কর্মকর্তা।

দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে প্রায় ১৯ বছর আগে গণতান্ত্রিক ধারা ব্যাহত করে সেনাবাহিনীর একটি অংশের সমর্থনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয়েছিল।। বিতর্কিত ওই সরকার 'এক-এগারোর' সরকার নামে বহুল পরিচিত। দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর মধ্যে হঠাৎ ক্ষমতাধর হয়ে ওঠা কয়েকজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী সামরিক কর্মকর্তা এবং তাদের বেসামরিক সহযোগীদের নিয়ন্ত্রণে ওই সময় দেশ পরিচালিত হয়েছে। দেশের বৃহৎ দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদকে পুঁজি করে গড়ে ওঠা এক-এগারোর সরকার শুরু থেকেই রাজনীতিবিদদের চরিত্র হননের মিশনে নেমেছিল। শুদ্ধি অভিযানের নামে দেশজুড়ে শীর্ষ রাজনৈতিক নেতা এবং ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার ও হয়রানি করা হয়। সে সময় একদল সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা প্রকাশ্যে ও পর্দার আড়ালে থেকে সব কলকাঠি নেড়েছিলেন। কথিত দুর্নীতি প্রতিরোধের নামে তখন অনেকে দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন বলে অভিযোগ আছে।

ক্ষমতার অপব্যবহার, দেশের প্রধান দুই দল আওয়ামী লীগ ২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন



ক্রিমিনাল অফেন্স কখনো তামাদি হয় না, সরকার চাইলে কমিশন করে বিচার করতে পারে

—সাবেক আইজিপি আব্দুল কাইয়ুম

ফেঁসে যাচ্ছেন এক-এগারোর অন্যতম দুই কুশীলব

ভুক্তভোগীরা মুখ খুলছেন, মামলার অপেক্ষায় ডিবি

বিশেষ প্রতিনিধি : এক-এগারো সরকারের আলোচিত দুই কুশীলব-লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) শেখ মামুন খালেদ গ্রেফতার হওয়ার পর মুখ খুলতে শুরু করেছেন ভুক্তভোগীরা। ওই সময়ে দুর্নীতি দমনের নামে রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের ওপর চালানো নির্যাতনের বিচার চেয়ে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের কাছে এরই মধ্যে মৌখিক অভিযোগ জানিয়েছেন অনেকে। তবে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার স্বার্থে ভুক্তভোগীদের মামলার পরামর্শ দিয়েছে ডিবি। গোয়েন্দারা বলছেন, মামলা হলেই ওই দুই সাবেক সেনা কর্মকর্তার বিতর্কিত ভূমিকা নিয়ে তদন্ত শুরু হবে।

জানতে চাইলে ঢাকা মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (গোয়েন্দা) মো. শফিকুল ইসলাম রোববার তার কার্যালয়ে যুগান্তরকে বলেন, এক-এগারো ও পরবর্তী সময়ে তাদের (মাসুদ ও মামুন) দ্বারা যারা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এমন কয়েকজন ভুক্তভোগী ব্যক্তিগতভাবে ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। আমরা তাদের বলেছি ফরমালি অভিযোগ করেন। কেননা মামলা করা ছাড়া মৌখিক অভিযোগের ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করলে তদন্ত করা হবে।

মানবপাচার মামলায় গ্রেফতার মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীকে ৫ দিনের রিমান্ড শেষে রোববার ফের আদালতের মাধ্যমে ছয় দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। এছাড়া মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠিয়ে ১১৯ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা এক মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করা হয়েছে। মামুন খালেদের দুর্নীতির বিষয়েও অনুসন্ধান শুরু করেছে সংস্থাটি। তাদের মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজিরেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সূত্র জানায়, মানবপাচার ও হত্যা মামলায় মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ও শেখ মামুন খালেদকে গ্রেফতার করা হলেও তাদের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ এক-এগারো ও আওয়ামী লীগের আমলের নানা অপকর্ম নিয়ে। তাদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, গুম, খুন, দুর্নীতি ও অর্থ পাচারসহ নানা অপরাধের অভিযোগ রয়েছে। গোয়েন্দা কর্মকর্তারা এ বিষয়ে জানতে চাইলে নিজেদের দায় এড়িয়ে যাচ্ছেন এ দুই সাবেক সেনা কর্মকর্তা। গুরুতর ওইসব অভিযোগের বিষয়ে এখনো কেউ মামলা করেনি, ফলে তদন্ত গতি পাচ্ছে না।

ডিবির দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, এক-এগারো সরকারের সময়কার ভুক্তভোগীরা এখনো মামলা করতে ভয় পাচ্ছেন। তবে একজন ভুক্তভোগী মামলার প্রস্তুতি নিয়েছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি। দুই-এক দিনের মধ্যেই তিনি মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন।

ডিবির যুগ্ম পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ নাসিরুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী বিদেশে লোক পাঠানোর নামে বিপুল অঙ্কের টাকা আত্মসাৎ করেছেন-এমন অভিযোগে হওয়া মামলা তদন্তে কিছুটা সময় লাগবে। কত টাকা কার থেকে নিয়েছেন, ওই টাকার ভাগ কে কে নিয়েছে তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাকে ফের ছয় দিনের রিমান্ডে আনা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মামুন খালেদকে হত্যা মামলায় গ্রেফতার করার পর জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তার বিষয়ে থাকা সব অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ট্রাইব্যুনালে হাজিরের নির্দেশ : মানবতাবিরোধী অপরাধের পৃথক মামলায় শেখ মামুন খালেদ ও মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীকে আগামী ৭ এপ্রিল হাজিরের নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। রোববার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন বিচারিক প্যানেল এ আদেশ দেয়। এদিকে এই দুই সাবেক সেনা কর্মকর্তাকে 'ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের দোসর' ও 'দুষ্কৃতকারী' হিসাবে উল্লেখ করেছেন চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম। তিনি বলেন, তাদের অতীতের বহু কর্মকাণ্ড মানবতাবিরোধী অপরাধের মধ্যে পড়ে। ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে রোববার দুপুরে এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।

এর আগে সকালে ট্রাইব্যুনাল ২-এ মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ও শেখ মামুন খালেদকে মানবতাবিরোধী অপরাধের পৃথক দুটি মামলায় গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন চিফ প্রসিকিউটর। প্রসিকিউশনের পক্ষে শুনানি করেন চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম। তিনি মামুন খালেদকে গুমের মামলায় এবং মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীকে ফেনীতে সংঘটিত জুলাই হত্যাযজ্ঞের মামলায় প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট ইস্যুর আবেদন করেন। একই সঙ্গে পরবর্তী শুনানির জন্য সময় চান।

আমিনুল ইসলাম বলেন, তারা ক্ষমতার অপব্যবহার করে আয়নাঘরের মতো অমানবিক কর্মকাণ্ড করেছেন। এক-এগারোর সময় সেইফ হাউজের মতো জায়গা সৃষ্টি করে সেখানে মানুষকে ধরে নির্যাতন করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অসংখ্য অভিযোগ ইতোমধ্যে আমাদের কাছে এসেছে।

এক-এগারোর সময় দেওয়া আইনি দায়মুক্তি এসব বিচারের ক্ষেত্রে কোনো আইনি বাধা সৃষ্টি করবে কিনা, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে প্রধান কৌঁসুলি বলেন, আমরা কোনো দায়মুক্তিতে বাধ্য নই। ট্রাইব্যুনাল স্বাধীনভাবে তদন্ত করবে।

দুদকের মামলায় মাসুদ উদ্দিনকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন : মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠিয়ে ১১৯ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দুদকের করা মামলায় ফেনী-৩ আসনের সাবেক সংসদ-সদস্য লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীকে গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করা হয়েছে। বুধবার মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের সহকারী পরিচালক মো. আবুল কালাম আজাদ এই আবেদন করেন। আসামির উপস্থিতিতে এ সংক্রান্ত আবেদনের ওপর শুনানির জন্য আগামী ৯ এপ্রিল তারিখ ধার্য করেছেন ঢাকার সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক মঈনউদ্দীন চৌধুরী। দুদকের প্রসিকিউটর দেলোয়ার জাহান রুমি এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

আদালতে দুদকের আবেদনে বলা হয়, আসামি মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ৭ হাজার ১২৪ জনকে মালয়েশিয়ায় পাঠানোর জন্য তাদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফির অতিরিক্ত ১১৯ কোটি ৩২ লাখ ৭০ হাজার টাকা গ্রহণ করেন। এজন্য তার বিরুদ্ধে দুদক আইনে মামলা হয়েছে। আসামি মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী এই মামলায় জামিনে মুক্তি পেলে তদন্তে বাধা সৃষ্টি করতে পারেন। তাই সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে এই মামলায় তাকে গ্রেফতার দেখানো প্রয়োজন।

দুদকের একটি দায়িত্বশীল সূত্র যুগান্তরকে জানিয়েছে, লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) শেখ মামুন খালেদের বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। তার স্ত্রী ও সন্তানের অনেক সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে। মামুন খালেদের বিরুদ্ধেও মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

দেশে চতুর্মুখী সংকট ঘনীভূত হবে

৩-এর পৃষ্ঠার পর

মানুষ চরম খাদ্য অনিশ্চয়তার মুখে পড়তে পারে।

অর্থনীতিবিদ এমকে মুজেরি যুগান্তরকে জানান, মনে হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ দীর্ঘ হবে। এ যুদ্ধ আমাদের অর্থনীতি ও সমাজসহ সর্বত্রই প্রভাব পড়েছে। বিশেষ করে যুদ্ধের পর থেকেই বেশি আঘাত পড়েছে জ্বালানি তেলের ওপর। আর জ্বালানি সংকটের কারণে পরিবহণ ব্যয় বাড়বে, পণ্যের মূল্য বাড়বে। বিশ্ববাজারেও পণ্যের মূল্য বাড়ছে। এতে আমাদের বাড়তি মূল্য দিয়ে পণ্য আমদানি করতে হচ্ছে। সবকিছু মিলে অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়েছে। এছাড়া কৃষি ও শিল্প খাতেও এর প্রভাব পড়বে। এর সমাধানে সরকারকে সমন্বিত বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে; বিশেষ করে যেসব খাতে পদক্ষেপ নিলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়বে। তিনি আরও বলেন, জ্বালানি তেলের ওপর আঘাত আসায় মূল্যস্ফীতি বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে সাধারণ মানুষ। এজন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির দিকে খেয়াল দিতে হবে সরকারকে। পাশাপাশি বিকল্প উৎস থেকে জ্বালানি তেল আমদানির ওপর জোর দিতে হবে।

এদিকে, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধাবস্থার কারণে কয়েক সপ্তাহ ধরে কার্যত বন্ধ রয়েছে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি রুট হরমুজ প্রণালি। এতে বৈশ্বিক তেল ও গ্যাস সরবরাহে তীব্র অস্থিরতা বিরাজ করছে, যার প্রভাব পড়ছে আন্তর্জাতিক বাজারে, এর ফলে বেড়েছে মূল্য। আপাতত এই সংকট দ্রুত কাটার কোনো লক্ষণ নেই। নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে প্রণালির দুই প্রান্তে কয়েক হাজার জাহাজ আটকে আছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছেন। তবে বাস্তবতা বলছে, হরমুজ প্রণালিতে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এখনো এগিয়ে ইরান। সিএনএনের প্রতিবেদনে এমনটাই বলা হয়েছে।

যুদ্ধ পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হলে জ্বালানি সংকট আরও প্রকট হওয়ার আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলছেন তারা। এ বিষয়ে বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের (বিইএফ) সভাপতি ফজলে শামীম এহসান যুগান্তরকে বলেন, মধ্যপ্রাচ্য সংকট কতদিন দীর্ঘায়িত হবে তা সবারই অজানা। সংকট দীর্ঘায়িত হলে ভবিষ্যতে কোন কোন খাতে জ্বালানি রেশনিং করা হবে, দর-দাম কেমন হবে, তা নিয়ে এখনই আলোচনা করে সব অংশীজনদের নিয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণ করা উচিত। তা না হলে সামনে আরও কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে। তিনি আরও বলেন, গত সরকারের আমল থেকেই ব্যবসায়ীরা জ্বালানি নীতিমালা ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তৎকালীন সরকার অনেক মেগা প্রজেক্ট করলেও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতে কোনো ভূমিকা নেয়নি। অন্তর্বর্তী সরকারও আওয়ামী লীগের দেখানো পথে হেঁটেছে; যার ফল ভুগতে হচ্ছে এখন। ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জ্বালানি মজুতের সক্ষমতা বাড়াতে সরকারের প্রকল্প নিতে হবে।

শামীম এহসান বলেন, জ্বালানি তেল নিয়ে সরকার ও জনগণের মধ্যে আস্থার সংকট দেখা যাচ্ছে। সরকার মজুতের ব্যাপারে আশ্বস্ত করলেও জনগণ 'প্যানিক বায়িং' অব্যাহত রেখেছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে বর্তমানে দেশে জ্বালানির মজুত কত আছে, বিশ্বের কোন দেশ থেকে, কোন রুট দিয়ে কী পরিমাণ জ্বালানি আমদানি করা হয় তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা উচিত। একই সঙ্গে অভিযান চালিয়ে যারা তেল মজুত করেছে তাদের কঠোর শাস্তির আওতায় আনা উচিত।

হরমুজ প্রণালি বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এনার্জি গেটওয়ে। বিশ্বের মোট উৎপাদিত খনিজ তেলের প্রায় ২০ থেকে ৩০ শতাংশ এই পথ দিয়েই ট্যাংকারে বহন করা হয়-যা প্রতিদিন গড়ে প্রায় ২১ মিলিয়ন ব্যারেল। প্রণালিটি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ইরান ও ওমান।

পাল্টাপাল্টি প্রস্তাবের গ্যাঁড়াকলে ডিএইচএস'র অর্থায়ন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

লাইন, টিএসএ কর্মীদের বেতন সংকট এবং নিরাপত্তা ঝুঁকি জনজীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। ডেমোক্র্যাট- রিপাবলিকান ও হোয়াইট হাউসের দীর্ঘ দরকষাকষির পর গত শুক্রবার সিনেটে পাস হওয়া প্রস্তব হাউস রিপাবলিকানরা প্রত্যাখান করে দেন। পরবর্তীতে ওইদিন রাতেই হাউসস্বল্পমেয়াদি বিল পাস করে সিনেটে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সেখানে এ প্রস্তাব ডেমোক্র্যাটরা ভোট না দেয়ার কথা জানালে এ পরিস্থিতি আরো অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে কারণ কংগ্রেসের দুই কক্ষের প্রস্তাব একে অপরের সঙ্গে সাংঘর্ষিক, আর সিনেট ইতোমধ্যে বিরতিতে চলে যাওয়ায় আলোচনায় স্থবিরতা তৈরি হয়েছে। ফলে প্রতিনিধি পরিষদের পাস করা বিলও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে।

সর্বশেষ সিবিএস ও সিএনএন নিউজের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রতিনিধি পরিষদ (হাউস) শুক্রবার রাতে সিনেটের পাস হওয়া প্রস্তাব প্রত্যাখান করে ২১৩-২০৩ ভোটে একটি স্বল্পমেয়াদি বিল পাস করেছে। যেখানে আগামী ৬০ দিনের জন্য ডিএইচএস'র কার্যক্রম বর্তমান ব্যয়ের স্তরে চালিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এই বিল অনুযায়ী অভিবাসন সংস্থা আইসসহ সব বিভাগই পূর্ণ অর্থায়ন পাবে।

কিন্তু একই সময়ে সিনেট ভিন্ন একটি প্রস্তাব সামনে এনেছে। সেখানে ডিএইচএস-এর অধিকাংশ কার্যক্রম চালুর কথা বলা হলেও অভিবাসন প্রয়োগ ও অপসারণ কার্যক্রমের একটি বড় অংশ প্রায় ৫.৫ বিলিয়ন ডলারের অর্থায়ন– অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই প্রস্তাবকে ঘিরেই মূল বিরোধ তৈরি হয়েছে।

ডেমোক্র্যাটরা বলছেন, অভিবাসন সংস্থাগুলোর কার্যক্রমে সংস্কার ছাড়া অর্থায়ন দেওয়া যাবে না। সিনেটের শীর্ষ ডেমোক্র্যাট প্যাটি মুরে স্পষ্ট জানিয়েছেন, প্রস্তাবে আইস ও সিবিপির কোনো বাস্তব সংস্কার নেই। যা তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। একই অবস্থান নিয়েছেন চাক শুমার, যিনি ইতোমধ্যে পাল্টা প্রস্তাব দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

অন্যদিকে রিপাবলিকানদের ভেতরেও বিভক্তি স্পষ্ট। কট্টরপন্থীরা মনে করছেন, আইস-এর অর্থায়ন বাদ দেওয়া মানে ডেমোক্র্যাটদের কাছে নতি স্বীকার করা। সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ রিপাবলিকান নেতা জন থুন যুক্তি দিয়েছেন, অর্থায়ন ছাড়া সংস্কারের দাবি বাস্তবসম্মত নয়। এই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মাঝেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেও স্পষ্ট অবস্থান দেননি। তিনি বলেছেন, প্রস্তাবটি "ভালোভাবে খতিয়ে দেখবেন", তবে "যে কোনো চুক্তিতেই তিনি সম্ভবত সন্তুষ্ট হবেন না।" তার এই মন্তব্য আলোচনার গতি আরও অনিশ্চিত করে তুলেছে।

এদিকে এই অচলাবস্থার সরাসরি প্রভাব পড়ছে সাধারণ মানুষের ওপর। দেশের বিভিন্ন বিমানবন্দরে নিরাপত্তা লাইনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে যাত্রীদের। কর্মীদের অনুপস্থিতি বেড়ে যাওয়ায় অনেক চেকপয়েন্ট বন্ধ রাখতে হচ্ছে। প্রায় ৫ শ টিএস কর্মী ইতোমধ্যে চাকরি ছেড়েছেন। আর যারা কাজ করছেন তাদের অনেকেই বেতন না পেয়ে আর্থিক সংকটে পড়েছেন।

কিছু ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে, কর্তৃপক্ষ সতর্ক করেছে সংকট দীর্ঘায়িত হলে কিছু বিমানবন্দর সাময়িকভাবে বন্ধ করাও বিবেচনায় আসতে পারে। এই অবস্থায় প্রশাসন জরুরি পদক্ষেপ হিসেবে কিছু ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জনবল মোতায়েন ও কর্মীদের সহায়তার উদ্যোগ নিয়েছে, কিন্তু তা দীর্ঘমেয়াদে টেকসই নয়।

সব মিলিয়ে, ডিএইচএস অর্থায়ন সংকট এখন শুধু রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে সীমাবদ্ধ নেই এটি জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনীতি এবং জনজীবনের ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলছে। তবে বর্তমান বাস্তবতায় উভয় দলের অনড় অবস্থান এবং নেতৃত্বের ভিন্নমুখী সংকেত ইঙ্গিত দিচ্ছে সমাধান এখনো অনিশ্চিত শঙ্কায়।

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পুপলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)


আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- 6 Hours DDC Class
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction.


Operate by JH office)
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
২টি লেসন একত্রে
(Operate by JH office)
OPEN 7 DAYS
Please
Scan & Visit us!

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
৯১৭-৩০১-২০৬৩

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই

Website. www.populardrivingschoolny.com

POPULAR DRIVING SCHOOL INC.

Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453

Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw. Drew St & Forbell St. City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পুরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

‘নো কিংস’ বিক্ষোভে উত্তাল যুক্তরাষ্ট্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতিবাদে এবার রাস্তায় নেমে এসেছেন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ। শনিবার তৃতীয়বার নো কিংস বা ‘আমাদের কোনো রাজা নেই’ স্লোগানে দেশের ৫০টি অঙ্গরাজ্যের তিন হাজার ২০০-এর বেশি বাসিন্দা নিয়ে শহরে এ বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়। আগের দুটি বিক্ষোভে কয়েক লাখ মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। তবে শনিবারের এ বিক্ষোভে আগের চেয়েও বেশি মানুষ অংশ নিয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। সবচেয়ে বড় মিছিল হয়েছে নিউইয়র্ক, টেক্সাসের ডালাস, পেনসিলভানিয়ার ফিলাডেলফিয়া ও ওয়াশিংটনে। তবে দুই-তৃতীয়াংশ বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়েছিল বড় বড় শহরের বাইরে। আয়োজকরা বলেছেন, গত বছরের জুনে প্রথমবার ‘নো কিংস’ বিক্ষোভের তুলনায় ছোট ছোট শহরে বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা প্রায় ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের দাবি, এটি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এক দিনে সবচেয়ে বড় অহিংস প্রতিবাদের ঘটনা। প্রতিটি শহরে প্রতিবাদী মানুষের মুখে ছিল ট্রাম্পবিরোধী বিপ্লব শানিত স্লোগান। মানুষ বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে মাইলকে মাইল হেঁটেছেন। পতন চেয়েছেন ট্রাম্প প্রশাসনের।



মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের সেন্ট পলে “নো কিংস” জাতীয় প্রতিবাদ দিবসে মিনেসোটা স্টেট ক্যাপিটলের সামনে বিপুল সংখ্যক বিক্ষোভকারী জড়ো হয়েছেন, ২৮ মার্চ ২০২৬। *ছবি এফপি ভায়া গেটি ইমেজেস।*

গত বছরের জানুয়ারিতে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহণ করে বিচার বিভাগের ওপর ট্রাম্পের নিয়ন্ত্রণ ও কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোয় আমূল পরিবর্তনের প্রতিবাদে ‘নো কিংস’ আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনকারীদের দাবি, ট্রাম্প নিজেকে আইনের ঊর্ধ্বে বা রাজা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন, যা মার্কিন সংবিধানের পরিপন্থি। এর আগে ‘নো কিংস’ স্লোগান নিয়ে গত বছরের জুনে হয় প্রথম বিক্ষোভ এবং অক্টোবরে হয় দ্বিতীয় বিক্ষোভ। এ স্লোগানই এখন আন্দোলন বা বিক্ষোভের নামে পরিণত হয়েছে। কোনো একক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নো কিংস আন্দোলন পরিচালনা করে না। ‘ইভিভিজিবল’ নামের একটি প্ল্যাটফর্ম এ আন্দোলনের মূল উদ্যোক্তা হলেও বিভিন্ন প্রগতিশীল সংগঠন, নাগরিক অধিকার প্ল্যাটফর্ম এবং যুদ্ধবিরোধী কিছু গোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে।

ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইলের আগ্রাসনের প্রতিবাদে এবারের নো কিংস বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। হামলার এক মাস পূর্তির দিনকে শনিবার বিক্ষোভের জন্য বেছে নেন আয়োজকরা। তাদের মতে, এই অবৈধ ও বিপর্যয়কর যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রকে চরম বিপদে ফেলছে এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িয়ে দিচ্ছে।

মিনেসোটার রাজধানী সেন্ট পলের বাইরে আয়োজিত বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ছিল সবচেয়ে আলোচিত। এতে অনেকেই নানা ধরনের পোস্টার নিয়ে অংশ নিয়েছেন। কারও কারও পোস্টারে রেনি গুড ও অ্যালেক্স প্রেটির ছবি দেখা গেছে। ট্রাম্পের আগ্রাসী অবৈধ অভিবাসননীতির কারণে এ অঙ্গরাজ্যে আগে থেকেই উত্তেজনা বিরাজ করছে। কেননা, সেখানে বিক্ষোভ মিছিলে এ বছর মিনিয়াপলিসে ফেডারেল ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা রেনি গুড ও অ্যালেক্স প্রেটিকে গুলি করে হত্যা করেছেন।

বিক্ষোভে অংশ নেওয়া মিনেসোটার গভর্নর টিম ওয়ালজ তীব্র ভাষায় ট্রাম্প প্রশাসনের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, হোয়াইট হাউজের একনায়কতন্ত্রকামী ব্যক্তি যখন তার অপ্রশিক্ষিত, আক্রমণাত্মক দলকে মিনেসোটায় ক্ষতি করতে পাঠিয়েছিলেন, তখন আপনারাই প্রতিবেশীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আরও বলেন, ‘তারা আমাদের কট্টরপন্থি বলেন। আপনারা একদম ঠিক বলেন, আমরা কট্টরপন্থি, আমরা সত্যই প্রভাবিত হয়েছি-মানবিকতা দ্বারা প্রভাবিত, শালীনতা দ্বারা প্রভাবিত, ন্যায়বিচারের প্রক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত, গণতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যা কিছু করা সম্ভব, তা করতে আমরা প্রভাবিত হয়েছি।’ ভারমন্টের সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স মিনেসোটায় দেওয়া বক্তব্যে বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এটি একটি অভূতপূর্ব ও বিপজ্জনক মুহূর্ত।’ ভিয়েতনাম ও ইরাকের পর ইরান যুদ্ধকেও মিথ্যার ওপর দাঁড়ানো বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, ‘আজ আমরা শুধু ট্রাম্পের কর্তৃত্ববাদকে না বলছি না, আমরা না বলছি মাস্ক, বেজোস, জাকারবার্গ এবং সব কোটিপতিকে। আমরা এই দেশকে স্বৈরাচার বা অলিগার্কদের দিকে পতিত হতে দেব না। এ দেশে জনগণের শাসন থাকবে।’

পুলিশ জানিয়েছে, নিউইয়র্কে ম্যানহাটানে শনিবার প্রায় লাখো মানুষ বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নিয়েছেন। সেখানে বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজকদের অন্যতম ছিলেন বিখ্যাত হলিউড অভিনেতা রবার্ট ডি নিরো। তিনি বলেন, ‘ট্রাম্পের আগে আর কোনো প্রেসিডেন্ট আমাদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তাকে এতটা অস্তিত্বের সংকটে ফেলেননি।’ তার সঙ্গে বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিলেন নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেতিশিয়া জেমস, প্রবীণ রাজনীতিক আল শার্পটন প্রমুখ। ৫৪ বছরের হলি বেমিস বলেন, তিনি এবং নিউইয়র্কের মিছিলে অংশগ্রহণকারী অন্যরা সেই একই চেতনায় কাজ করছেন, যেভাবে তাদের পূর্বপুরুষরা আমেরিকান বিপ্লবে লড়াই করেছিলেন। তিনি বলেন, ‘আমরা রাজাদের শাসনের বিরুদ্ধে লড়েছি, আমরা স্বাধীনতার জন্য লড়েছি। এখন আমরা আবারও ঠিক সেই কাজই করছি।’ নিউইয়র্কে বিক্ষোভকারীদের হাতে এলজিবিটিকিউ+ প্রাইড ও ফিলিস্তিনি পতাকা দেখা গেছে। তবে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টি বারবার উঠে এসেছে, তা হলো যুদ্ধবিরোধী অবস্থান।

ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল মলে বিক্ষোভে জড়ো হওয়া লোকজন গণতন্ত্রের সমর্থনে স্লোগান দেন। তারা ট্রাম্পবিরোধী প্ল্যাকার্ড তুলে ধরেন। অনেকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কুশপুত্তলিকা হাতে ‘নো কিংস’ বিক্ষোভে অংশ নেন। মেরিল্যান্ডে একদল প্রবীণ হুইলচেয়ারে বসে হাতে প্ল্যাকার্ড ধরে প্রতিবাদ জানান। প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল ‘স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন’, ‘গণতন্ত্র চাইলে আওয়াজ তুলুন’ এবং ‘ট্রাম্পকে বিদায় দিন’।

ক্যানসাসের টোপেকায় স্টেট হাউজের সামনে আয়োজিত বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীদের ‘ব্যাঙ রাজা’ এবং ট্রাম্পকে ‘শিশু’ হিসাবে সাজতে দেখা গেছে। ওয়েন্ডি ওয়াট নামের একজন নারী ‘ক্যাটস অ্যাগেইনস্ট ট্রাম্প’ সাইন নিয়ে ২০ মাইল (৩২ কিলোমিটার) দূর থেকে গাড়ি চালিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন, ট্রাম্প প্রশাসনের অনেক কিছু তাকে ক্ষুব্ধ করে, কিন্তু এই বিক্ষোভ তাকে ‘খুবই আশাবাদী’ করে তুলেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান-সমর্থিত শহরগুলোতেও ট্রাম্প প্রশাসন ও ইরান যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে। পেনসিলভানিয়ার লেবানন, টেক্সাসের মিডল্যান্ড এবং আইডাহোর বোইসিতে শত শত মানুষ প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভে অংশ নেন। একই সময়ে টোকিও, প্যারিস, বার্লিন, রোম ও সিডনিসহ বিশ্বের বিভিন্ন শহরেও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। সিএনএন জানায়, ওয়েস্ট পাম বিচসহ কয়েকটি স্থানে পালটা বিক্ষোভকারীরাও উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ৫০ জন ট্রাম্প-সমর্থক মেগাফোন ও ‘প্রাউড বয়েজ’ লেখা টুপি পরে ‘নো কিংস’ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে তর্কে জড়ান।

ডালাসে অনুষ্ঠিত সমাবেশে কয়েক হাজার মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। সেখানে ‘নো কিংস’ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে এর বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া দলগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট জানিয়েছে, প্রায় এক হাজার ‘দাঙ্গাকারী’ একটি ফেডারেল ভবন ঘিরে রাখার সময় দুজনকে ফেডারেল আইন প্রয়োগকারীদের ওপর হামলার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশ বিভাগ জানিয়েছে, ফেডারেল কারাগারের আশপাশের এলাকা থেকে সরে না যাওয়ার কারণে একাধিক বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সেখানে বিক্ষোভকারীরা ইটপাটকেল ছুড়লে পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিতে কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ করেছে। এসব বিক্ষোভকে ট্রাম্প প্রশাসন এখন পর্যন্ত গুরুত্ব দিতে নারাজ। হোয়াইট হাউজের মুখপাত্র অ্যাবিগেল জ্যাকসন এ বিক্ষোভকে ‘বামপন্থি অর্থায়ন নেটওয়ার্কের’ ফসল হিসাবে বর্ণনা করেন এবং দাবি করেন যে, এতে সাধারণ জনগণের কোনো সমর্থন নেই। জ্যাকসন এক বিবৃতিতে বলেন, এই ‘ট্রাম্প ডিরেঞ্জমেন্ট থেরাপি সেশন’ নিয়ে কেবল তারাই মাথা ঘামায়, যেসব সাংবাদিককে এটি কভার করার জন্য টাকা দেওয়া হয়। ন্যাশনাল রিপাবলিকান কংগ্রেসনাল কমিটিও (এনআরসিসি) এর তীব্র সমালোচনা করেছে। কমিটির মুখপাত্র মরিন ও’টুল বলেন, এই আমেরিকাবিদ্বেষী র‍্যালিগুলো হলো সেই জায়গা, যেখানে কট্টর বামপন্থিদের সবচেয়ে হিংস্র এবং বিকৃত কল্পনাগুলো মাইক্রোফোন পায়। তবে আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন (এসিএলইউ) মনে করে, এই গণজোয়ারের মুখে ট্রাম্প প্রশাসন নতিস্বীকার করতে বাধ্য হবে।

নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটে ঝুলে আছে অভিবাসন বিল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কর্তৃক-ফেডারেল সংস্থাকে সহযোগিতা করা চুক্তি সীমিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে অনেক আইনপ্রণেতা ও অধিকারকর্মী ‘নিউইয়র্ক ফর অল’ আইন পাসের দাবি তুলছেন, যা স্থানীয় পুলিশ ও ফেডারেল অভিবাসন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতা আরও কঠোরভাবে সীমিত করবে।

গোথামিস্টের প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, অপরাধে দণ্ডিত অনথিভুক্ত অভিবাসীদের বিষয়ে স্থানীয় পুলিশ বিভাগ ফেডারেল ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট এর সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারবে কি না এমন অভিবাসন সংক্রান্ত নতুন আইন নিয়ে প্রশ্ন, মতবিরোধ ও বিতর্ক ওঠেছে নিউইয়র্কে আইন প্রণেতাদের মধ্যে। এই প্রস্তাবিত আইনে ঠিক কোন ধরনের অপরাধে তথ্য শেয়ার করা যাবে এবং কীভাবে সেই যোগাযোগ হবে এটাই এখন আলোচনার প্রধান ‘স্টিকিং পয়েন্ট’। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, নিউইয়র্ক সিটির বিদ্যমান স্যাংচুয়ারি নীতিকে মডেল হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

তবে বাস্তবে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং অভিবাসীদের অধিকার রক্ষা এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করা কঠিন হয়ে পড়েছে। অধিকারকর্মীরা আইসের সঙ্গে প্রায় সম্পূর্ণ সহযোগিতা বন্ধের দাবি জানালেও গভর্নর ক্যাথি হোকুল এবং মধ্যপন্থী আইনপ্রণেতারা এমন কোনো আইন চান না, যা গুরুতর অপরাধীদের সুরক্ষা দেয় বলে মনে হতে পারে।

এ কারণে নতুন অভিবাসন আইনটি এখন ২৬৩ বিলিয়ন ডলারের অঙ্গরাজ্য বাজেটের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে, যার সময়সীমা ৩১ মার্চ। এতে দ্রুত আইন পাস হওয়ার আশা অনেকটাই কমে গেছে।

বিশেষ করে মিনিয়াপোলিসে আইস কর্মকর্তাদের গুলিতে দুই আমেরিকান নাগরিক নিহত হওয়ার ঘটনার পর দ্রুত আইন আনার চাপ তৈরি হলেও, রাজনৈতিক মতবিরোধে তা আটকে গেছে।

গভর্নর ক্যাথি হোকুল ইতোমধ্যে আইসের কঠোর কার্যক্রমের সমালোচনা করেছেন এবং স্কুল, হাসপাতালের মতো সংবেদনশীল স্থানে অভিবাসন অভিযান সীমিত করার প্রস্তাব দিয়েছেন। পাশাপাশি, ফেডারেল এজেন্টদের বিরুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির জন্য মামলা করার সুযোগ রাখার কথাও বলেছেন।

অভিবাসন অধিকার সংগঠন নিউইয়র্ক ইমিগ্রেশন কোয়ালিশন এর সংগঠক ক্যাসান্দ্রা বোকানেগ্রা বলেন, অভিবাসন আইন প্রয়োগ ও ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা আলাদা রাখা উচিত। তার মতে, পুলিশ যদি আইসের সঙ্গে তথ্য শেয়ার না করে, তাহলে অভিবাসীরা অপরাধের শিকার হলেও নির্ভয়ে অভিযোগ জানাতে পারবেন।

অন্যদিকে রিপাবলিকান আইনপ্রণেতারা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছেন। অ্যাসেম্বলি সংখ্যালঘু নেতা উফ জধ বলেন, আইস ও স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বয়ই জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়ক।

এদিকে স্টেট সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা অ্যান্ড্রা স্টুয়ার্ট জানিয়েছেন, বাজেট ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর পাশাপাশি অভিবাসন আইন নিয়েও আলোচনা চলছে এবং দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।

সব মিলিয়ে, নিউইয়র্কে অভিবাসন আইন সংস্কার এখনো অনিশ্চয়তায় রয়েছে। রাজনৈতিক সমঝোতা না হলে এই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু আরও বিলম্বিত হতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

নিউইয়র্কসহ ২০টি স্টেটের মামলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মুখে পড়েছে।

রোববার দায়ের করা এই মামলায় এই মামলায় নিউইয়র্কের সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়া, নিউ জার্সি, ইলিনয়, ওয়াশিংটনসহ মোট ২০টি অঙ্গরাজ্য এবং ডিস্ট্রিক্ট অব কলম্বিয়া অংশ নিয়েছে।

তাদের দাবি, ইউএসডিএর নতুন “২০২৬ শর্ত” অনুযায়ী অঙ্গরাজ্যগুলোকে অস্পষ্ট ও বিতর্কিত ফেডারেল নীতিমালা মানতে বাধ্য করা হচ্ছে, নইলে খাদ্য সহায়তা, কৃষি এবং জননিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ তহবিল বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

লেটিশিয়া জেমস এক বিবৃতিতে বলেন, “ফেডারেল সরকার গুরুত্বপূর্ণ তহবিলকে জিম্মি করে অঙ্গরাজ্যগুলোকে অস্পষ্ট ও আদর্শগত নির্দেশনা মানতে বাধ্য করতে পারে না। এসব শর্ত সাধারণ মানুষের জন্য অত্যাবশ্যক কর্মসূচিগুলোকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলছে।”

ইউএসডিএ প্রতি বছর অঙ্গরাজ্যগুলোকে কয়েক দশ বিলিয়ন ডলার সহায়তা দিয়ে থাকে, যা কৃষি গবেষণা, কৃষক সহায়তা, বন ও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যবহৃত হয়। পাশাপাশি স্কুল লাঞ্চ প্রোগ্রাম, উইমেন-ইনফ্যান্ট-চাইল্ড (WIC), স্ন্যাপ (SNAP) এবং জরুরি খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির মতো গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি সহায়তাও এই তহবিলের আওতায় পরিচালিত হয়। তবে নতুন শর্তে বলা হয়েছে, কংগ্রেস অনুমোদিত অর্থ পেতে হলে অঙ্গরাজ্যগুলোকে বিস্তৃত ও অস্পষ্ট কিছু ফেডারেল নীতি মেনে চলতে হবে। এর মধ্যে “জেন্ডার আইডিওলজি”, অভিবাসন নীতি এবং ক্রীড়া ক্ষেত্রে সমতা সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। মামলায় বলা হয়েছে, এসব শর্তে কী ধরনের আচরণ নিষিদ্ধ তা স্পষ্ট নয়, ফলে অঙ্গরাজ্যগুলো অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ছে এবং বড় অঙ্কের আর্থিক জরিমানার ঝুঁকিতে রয়েছে।

এই শর্ত কার্যকর হলে নিউইয়র্কে গুরুতর প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। লাখো মানুষ যারা খাদ্য সহায়তার ওপর নির্ভরশীল, তাদের সুবিধা কমে যেতে পারে বা বিলম্বিত হতে পারে। গর্ভবতী নারী, শিশু ও নবজাতকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ WIC সহায়তাও ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।

একই সঙ্গে কৃষি খাতেও বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। কৃষকরা উৎপাদন, রোগবালাই নিয়ন্ত্রণ এবং টেকসই কৃষি চর্চার জন্য যে অনুদান পান, তা হারাতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোও অর্থায়ন হারিয়ে কৃষি উদ্ভাবনে পিছিয়ে পড়তে পারে।

মামলায় আরও বলা হয়েছে, এই শর্তগুলো অসাংবিধানিকভাবে অস্পষ্ট এবং ফেডারেল সরকারের নীতিমালা চাপিয়ে দেওয়ার একটি কৌশল। পাশাপাশি ইউএসডিএ তাদের আইনি ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করেছে এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করেই এসব শর্ত আরোপ করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

গোয়েন্দারা খুঁজছেন ২৫ প্রশ্নের উত্তর

৩-এর পৃষ্ঠার পর

করতে বাধ্য করা হয়েছিল। এ প্রশ্নের কৌশলী জবাব দেন মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী। তিনি জানান, পদত্যাগে রাজি করানোর ওই মুহূর্তে তিনি ছিলেন না। তখন তিন বাহিনীর প্রধান, ডিজিএফআই-এর মহাপরিচালক ও লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী ছিলেন। তবে ওইদিন সেখানে তিনি চা-চক্রে অংশ নেন। তৎকালীন সেনাবাহিনীর নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি হিসাবে সেখানে উপস্থিত থাকা অফিশিয়ালি বাধ্যতামূলক ছিল।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ওই সময় নির্যাতনের বিষয়ে মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীকে দফায় দফায় বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়। তার কাছে প্রশ্ন ছিল-কারা কর্তৃপক্ষ তারেক রহমানকে রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সুস্থ শরীরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল। কিন্তু রিমান্ড শেষে তিনি কারাগারে আসেন ভয়াবহ শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে। তাহলে কারা তাকে এভাবে নির্যাতন করেন, সেটি জানা দরকার। এ প্রশ্নের জবাবে বিতর্কিত এই সেনা কর্মকর্তা চাতুরতার আশ্রয় নিয়ে বলেন, 'তিনি এ বিষয়ে একেবারেই জানতেন না। পরদিন টিভিতে দেখে বিস্মিত হন। তখন তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন সাবেক সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদের নির্দেশে ডিজিএফআই-এর কিছু কর্মকর্তা ওই টর্চারে ভূমিকা রাখেন। এরপর তিনি মইন ইউ আহমেদকে ফোনে কল করে শাউট করে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।' এভাবে উত্তর দেওয়ার সময় গোয়েন্দা কর্মকর্তার তার এমন দাবি জোরালোভাবে নাকচ করে বলেন, 'এভাবে মিথ্যা বলে লাভ নেই, আসল সত্যটা বলেন।'

এদিকে সাবেক গভর্নর ড. ফখরুদ্দীন আহমেদকে ১/১১ সরকারের প্রধান হিসাবে কীভাবে মনোনীত করা হয়, কোন কোন দেশের রাষ্ট্রদূত এ প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত ছিলেন এবং ওই সময় ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কী ছিল-এমন প্রশ্নের জবাবে মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের বলেন, প্রথমে ড. ইউনূসকে সরকারপ্রধান হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। ওই প্রস্তাব নিয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে যান মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ও তৎকালীন ডিজিএফআই-এর মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) চৌধুরী ফজলুল বারী। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় তারা যান ফখরুদ্দীনের কাছে।

গিয়াস উদ্দিন আল মামুন, মোসাদ্দেক আলী ফালু, নাসিরউদ্দিন আহম্মেদ পিন্টু এবং হাজী সেলিমসহ আওয়ামী লীগ ও বিএনপির প্রভাবশালীদের গ্রেফতারে ২০০৭ সালের ১২ জানুয়ারি থেকে যৌথ অভিযান শুরু হয়। সেখানে তার ভূমিকা কী ছিল জানতে চাইলে মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী কৌশলী জবাব দিয়ে জানান, তিনি গুরুতর অপরাধ দমন সংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটির মুখ্য সমন্বয়ক ছিলেন। তবে গ্রেফতারের তালিকা তিনি করেননি। উচ্চপর্যায়ের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী গ্রেফতার অভিযান পরিচালিত হয়েছে।

সূত্র বলছে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমান ও আরাফাত রহমান কোকোসহ প্রধান দুদলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও শীর্ষ ব্যবসায়ীদের কেন গ্রেফতার করা হয়-এই গ্রেফতারে কোন কোন দেশের সবুজ সংকেত ছিল, গ্রেফতার অভিযান শুরুর আগে কখন কোথায় নীতিনির্ধারণী বৈঠক হয়, ওই বৈঠকে কারা ছিলেন, এমন প্রশ্নের জবাবে মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী দাবি করেন, তিনি আদেশ পালন করতে গিয়ে গ্রেফতার প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিলেন মাত্র।

মাসুদের কাছে গোয়েন্দাদের প্রশ্ন ছিল, গুরুতর অপরাধ দমনসংক্রান্ত জাতীয় সমন্বয় কমিটির সমন্বয়ক হিসাবে আপনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। গ্রেফতারের আগে আপনি অনুমোদন দিতেন বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমেও খবর প্রকাশ হয়েছে। এ প্রশ্নের জবাবে অনুমোদনের বিষয়টি তিনি এড়িয়ে যান। তিনি বলেন, প্রতিটি সেক্টর ধরে পৃথক টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। তবে গ্রেফতারের সময় পুলিশ ও সেনাবাহিনী মিলে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নিত।

মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীর কাছে গোয়েন্দা কর্মকর্তারা আরও জানতে চান, সংসদ ভবনের বিশেষ কারাগারে এসে আপনারা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার সঙ্গে সমঝোতার বিষয়ে দরকষাকষি করতেন। ওই বৈঠকে আর কারা থাকতেন। কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যান তিনি।

এ বিষয়ে দায়িত্বশীল এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা প্রতিনিধিকে বলেন, সাবজেল থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে একজন মেজর শেখ হাসিনাকে বের করে নিয়ে যেতেন এমন তথ্য রয়েছে গোয়েন্দাদের কাছে। তাকে নিয়ে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে করা গোপন বৈঠকে সেনাবাহিনীর সদস্য ছাড়াও এক-এগারো সরকারের বিভিন্ন উপদেষ্টা অংশ নিতেন। রাষ্ট্র ক্ষমতায় শেখ হাসিনাকে কিভাবে আনা হবে সেসব বিষয়ে দেনদরবার হতো ওইসব বৈঠকে।

ওই গোয়েন্দা কর্মকর্তা প্রতিনিধিকে আরও বলেন, শেখ হাসিনাকে কারাগার থেকে বাইরে বের করে এনে এক-এগারোর কুশীলবরা বৈঠক করলেও আরেক সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে কারাগার থেকে বের হতে দেওয়া হতো না।

এদিকে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি দেশে জরুরি অবস্থা জারির দুই দিন পর জরুরি ক্ষমতার অধ্যাদেশ জারি করা হয়। পরে বিধিমালা জারি করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীর কাছে গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের আরও প্রশ্ন ছিল-২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারির আগেই জরুরি ক্ষমতার অধ্যাদেশ ও বিধিমালা চূড়ান্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় কারা যুক্ত ছিলেন। জবাবে মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী বলেন, আইন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট যারা ছিলেন তারা অধ্যাদেশ ও বিধিমালা চূড়ান্ত করেছেন।

নতুন দল গঠন নিয়ে মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীর কাছে গোয়েন্দা কর্মকর্তার প্রশ্ন ছিল-ফেরদৌস আহমেদ কোরেশীর নেতৃত্বে নতুন রাজনৈতিক দল 'প্রগতিশীল রাজনৈতিক পার্টি' গঠনের নেপথ্যেও আপনার ভূমিকা ছিল। জবাবে মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী বলেন, ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী নিজেকে রক্ষার জন্য রাজনৈতিক দল করেন। এর সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা ছিল না।

জরুরি অবস্থা জারির পর দুর্নীতিবিরোধী টাস্কফোর্স গঠিত হয়-এই টাস্কফোর্সের সমন্বয় করতেন আপনি। তবে দুর্নীতি দমনের নামে কোটি কোটি টাকা চাঁদাবাজি করেন আপনারা-এমন প্রশ্নের জবাবে সাবেক এই সেনা কর্মকর্তা মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী বলেন, 'আমি সারা জীবন সৎপথে উপার্জন করে জীবন নির্বাহ করেছি।' তবে তার এ বক্তব্য সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেন গোয়েন্দা কর্মকর্তারা।

এছাড়া মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী কিছু প্রশ্নের উত্তর ঘুরিয়ে-প্যাঁচিয়ে দিলেও অনেক প্রশ্নের কোনো জবাব দেননি। তার কাছে গোয়েন্দাদের অন্যান্য প্রশ্নগুলো হলো-২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি ড. ইয়াজউদ্দিন সরকারের পদত্যাগের আগ পর্যন্ত কোন কোন দেশের রাষ্ট্রদূত ও রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আপনাদের বৈঠক হয়েছিল। মাইনাস টু ফর্মুলার মাধ্যমে জিয়া পরিবারকে শেষ করে দিতে আপনার পরিকল্পনা ছিল-কেন এই পরিকল্পনা করেছিলেন? এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে আর কে কে জড়িত ছিলেন।

এছাড়া গ্রেফতার থাকাকালে খালেদা জিয়াকে ১৩টি শর্ত দেওয়া হয়েছিল। সেই শর্তগুলো কি ছিল, শেখ হাসিনাকে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় বসাতে আপনার ভূমিকা কি ছিল, ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে আপনি সিরিজ বৈঠক করেছিলেন-সেই বৈঠকে আর কারা থাকত। কেন আপনারা শেখ হাসিনাকে মুক্তির মাধ্যমে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন। তারেক রহমান আর রাজনীতি করবেন না বলে মুচলেকা দিয়েছেন-তার মুক্তির দিনে এমন গুজব ছড়ানো হয়েছিল। এ বিষয়টি আপনার মাথা থেকে এসেছিল-এমন তথ্য মিলছে।

নির্বাচনের আগে শেখ হাসিনার সঙ্গে কোন কোন বিষয়ে আপনার সমঝোতা হয়েছিল, এক-এগারোর সরকারের সময় কেন আপনারা বিএনপির ওপর চড়াও হয়েছিলেন। জরুরি অবস্থা জারির পর জনকণ্ঠের সম্পাদক ও মালিক আতিকুল্লাহ খান মাসুদকে গ্রেফতার করে ছেড়ে দেওয়া হয়, দুই দিন পর তাকে ফের গ্রেফতার করা হয়-কেন প্রথমে গ্রেফতার করে ছেড়ে দিলেন, আবার কেনইবা পরবর্তীতে গ্রেফতার করলেন। আইজিপি পদ থেকে খোদা বক্স চৌধুরীকে অপসারণ করে কেন নূর মোহাম্মদকে নতুন আইজিপি বানানো হলো, গ্রেফতারের আগে তারেক রহমানকে কেন সেনানিবাসের বাড়িতে নজরদারি করা হয়েছিল। নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়নের সময় আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করতে আপনারা লাখ লাখ ভুয়া ভোটার তৈরি করেন। কারা এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ২০০৮ সালে যুবলীগ নেতা লিয়াকতকে আপনার নির্দেশে গুম করা হয়। কেন গুম করেন? এমন সব প্রশ্ন করা হয় সাবেক প্রভাবশালী সেনা কর্মকর্তা মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীকে।

জ্বালানি ব্যয় বেড়ে দ্বিগুণ, নজরদারি জোরদার

২-এর পৃষ্ঠার পর

সরকারি এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, অনিয়ম প্রতিরোধ এবং মাঠপর্যায়ে তদারকি জোরদার করা। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট সব দপ্তর ও সংস্থাকে দ্রুত এসব কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে তথ্য পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এদিকে জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে ডিপো থেকে তেল বিপণনের সময়সূচিও দুই ঘণ্টা এগিয়ে আনা হয়েছে। এখন সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত ডিলাররা তেল সংগ্রহ করতে পারবেন। এর আগে সময় ছিল সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা। বিপিসির অধীনস্ত পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা তেল কোম্পানিকে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে জ্বালানি খাতে অনিয়ম রোধে দেশ জুড়ে অভিযান জোরদার করা হয়েছে। শুক্রবার ছুটির দিনে ৬২ জেলায় ২৯৩টি অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। এতে ৭৮টি মামলা দায়ের করা ছাড়াও জরিমানা আদায় করা হয়েছে ৩ লাখ ১৫ হাজার ৫৫০ টাকা।

জ্বালানি তেলের মজুদদারদের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে গতকাল সরকারি দলের সংসদীয় সভায় আলোচনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিফ হুইপ নুরুল ইসলাম মনি।

বৈঠক শেষে বিকেলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, তেলের কোনো সংকট নেই। অবৈধ মজুদদারদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হবে। চোরাচালান রোধ করতে ব্যবস্থা নিতে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন।

আমদানি ব্যয় বেড়েছে : যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে সরকারের আমদানি ব্যয় বাড়ছে উদ্বেগজনক হারে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি মাসে অপরিশোধিত তেল আমদানিতে ব্যয় ৭৪৬ মিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের ৩৯৩ মিলিয়ন ডলার থেকে ৮৯ দশমিক ৬ শতাংশ বেড়েছে।

মাসিক ভিত্তিতে আমদানির পরিমাণও প্রায় ১৯ শতাংশ বেড়েছে। তবে জুলাই-ডিসেম্বর মাসে ৬২৭ দশমিক ১ মিলিয়ন ডলার থেকে জানুয়ারিতে ৭৪৬ মিলিয়ন ডলার হয়েছে।

পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানির জন্য ৪ হাজার ২২০ দশমিক ৮ মিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে, যা গত বছর ছিল ৩ হাজার ২০৬ দশমিক ৩ মিলিয়ন ডলার।

জ্বালানি তেল আমদানি করতে গিয়ে যুদ্ধের পর বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশনের (বিপিসি) প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা বাড়তি ব্যয় হয়েছে। ঘাটতি সামাল দিতে গিয়ে সরকারকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৬৭ কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হচ্ছে।

তেলের জন্য দীর্ঘ লাইন : প্রায় এক মাস ধরে দেশের বিভিন্ন স্থানে জ্বালানি তেলের জন্য চরম ভোগান্তি পোহাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। যদিও সরকারের তরফ থেকে বারবার বলা হচ্ছে হচ্ছে দেশে তেলের কোনো সংকট নেই। কিন্তু বাস্তবে ফিলিং স্টেশনগুলোতে লাইন ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে। অনেক পাম্পে তেল মিলছে না। আবার কোথাও কোথাও দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পরও চাহিদামতো তেল পাওয়া যাচ্ছে না।

শুক্রবার বাংলাদেশ পেট্রোল পাম্প ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের এক বিবৃতিতে শনিবার (আজ) থেকেই জ্বালানি পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার আশা করা হলেও সরেজমিনে ঘুরে তার কোনো প্রমাণ মেলেনি।

গতকাল দুপুর ১২টার দিকে কল্যাণপুরে খালেক পাম্পে গিয়ে দেখা যায় সেখানে তেল নেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন কয়েকশ মানুষ। আসাদগেট এলাকায় অবস্থিত তালুকদার ফিলিং স্টেশনে তখন তেল সরবরাহ বন্ধ ছিল। কিন্তু সরবরাহ শুরুর আশায় আগে থেকেই সেখানে অপেক্ষা করছিলেন মোটরসাইকেল ও ব্যক্তিগত গাড়ির চালকরা। এর ঠিক উল্টোপাশে সোনারবাংলা ফিলিং স্টেশনে তখন তেল সরবরাহ করা হচ্ছিল। কিন্তু চোখে পড়ে দীর্ঘ লাইন।

সেখানে দাঁড়িয়ে কথা হয় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মী সাইফুল আলমের সঙ্গে। তিনি দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'সরকারের কথায় আশ্বস্ত হয়ে এর আগে তেল নেননি। কিন্তু এখন আর কোনো উপায় নেই। তাই অফিস থেকে ছুটি নিয়ে তেলের লাইনে দাঁড়িয়েছি।'

ব্যক্তিগত গাড়িচালক লুৎফর রহমান জানান, 'দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে তেলের জন্য বিভিন্ন পাম্পে গিয়ে কোথাও তেল সরবরাহ বন্ধ আবার কোথাও বিরাট লম্বা লাইন দেখে তেল নিতে পারেননি। কিন্তু আজ (গতকাল) তেল না নিলে গাড়ি গ্যারেজে রেখে দিতে হবে।'

ঢাকার বাইরেও বিভিন্ন এলাকায় জ্বালানি সংকট আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। দিনাজপুরের ফুলবাড়ী ও হাকিমপুরসহ বিভিন্ন উপজেলায় অধিকাংশ ফিলিং স্টেশনে তেল সরবরাহ বন্ধ বা সীমিত থাকায় সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত মোটরসাইকেল ও অন্যান্য যানবাহনের দীর্ঘ লাইন দেখা যাচ্ছে। কোথাও কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করেও গ্রাহকরা তেল পাচ্ছেন না। হাকিমপুরে ছয় দিন পর ৩ হাজার লিটার পেট্রোল সরবরাহ পেলে তা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। অনেকেই রাতভর লাইনে দাঁড়িয়ে মাত্র ২০০ টাকার তেল পেয়েছেন, আবার অনেকে খালি হাতে ফিরেছেন। ফুলবাড়ীতেও কিছু পাম্পে ১০০ থেকে ২০০ টাকার সীমায় তেল দেওয়া হলেও অধিকাংশ পাম্পে সরবরাহ বন্ধ রয়েছে।

সাতক্ষীরা, রংপুর ও মেহেরপুরসহ বিভিন্ন জেলায় একই চিত্র দেখা গেছে। কোথাও কোথাও নির্ধারিত পাম্পে তেল না পেলেও খোলাবাজারে বেশি দামে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। মফস্বলের অনেক এলাকায় প্রতি লিটার পেট্রোল ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

অভিযানে ধরা পড়ছে মজুদ ও কারসাজি : মাঠপর্যায়ের অভিযানে মজুদ রেখে কৃত্রিম সংকট তৈরির একাধিক ঘটনা ধরা পড়ছে। জামালপুর সদর উপজেলার পিটিআই মোড়ে মেসার্স জুই এন্টারপ্রাইজে পেট্রোল নেই এমন ঘোষণা দেওয়ার পর জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বিএমএসআর আলিফ এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. সোহেল মাহমুদ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পাম্পটি পরিদর্শন করেন। এ সময় দেখা যায় পাম্পটির ১২টি ড্রামে প্রায় ২ হাজার ৫০০ লিটার পেট্রোল মজুদ রয়েছে।

মজুদ থাকা সত্ত্বেও গ্রাহকদের কাছে তেল বিক্রি না করে কৃত্রিম সংকট তৈরির অভিযোগে পাম্পটির ম্যানেজারকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী ৫০ হাজার টাকা অর্থদ- করা হয়।

ময়মনসিংহের ফুলপুর উপজেলায় 'মেসার্স পপি ট্রেডার্স' নামে পেট্রোল পাম্পে অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে মজুদ করা ২৪ হাজার লিটার জ্বালানি (পেট্রোল ও অকটেন) জব্দ করেছে প্রশাসন। এ ঘটনায় পাম্প মালিককে দুই লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

এর আগে শুক্রবার রাতে জেলার হালুয়াঘাটে অভিযান চালিয়ে ২৩০ লিটার জ্বালানি জব্দ করে উপজেলা প্রশাসন। গতকালও হালুয়াঘাট উপজেলার জামগড়া মোড় এলাকায় মুদি দোকানি শাহজালালের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৩৭০ লিটার জ্বালানি তেল জব্দ করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় শাহজালালকে পাওয়া যায়নি। মজুদ করা জ্বালানি তেল পরবর্তী সময়ে বিক্রি করে সরকারি কোষাগারে টাকা জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শুক্রবার সন্ধ্যায় নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার রামপুর বাজারে অভিযান চালিয়ে ৮০০ লিটার পেট্রোল জব্দ করা হয়েছে। একই সঙ্গে এসব তেল লাইসেন্স ছাড়া অতিরিক্ত মূল্যে খুচরা বিক্রি করার সত্যতা পাওয়ায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এনায়েতুর রহমান নামের এক ব্যবসায়ীকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

জব্দ করা এসব পেট্রোল গতকাল সকাল ১০টায় রামপুর বাজারে সরকার নির্ধারিত মূল্যে ও পরিমাণ অনুযায়ী প্রকাশ্যে বিক্রির জন্য কেন্দুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দেয় আদালত।

দিনাজপুরের বিরল উপজেলার ধর্মপুর নীরাবল এলাকায় রাতের আঁধারে অতিরিক্ত দামে জ্বালানি তেল বিক্রি করায় শাহিনুর ইসলাম (১৯) নামের এক তরুণকে দুই হাজার টাকা জরিমানা ও পাঁচ দিনের কারাদ- দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

একই সময়ে অবৈধভাবে পেট্রোল বিক্রির দায়ে ধর্মজৈন কাতুলিয়াপাড়া গ্রামের আতাউর রহমানের ছেলে জাহাঙ্গীর আলমকে (৩৫) দুই হাজার টাকা এবং পার্বতীপুর উপজেলার পশ্চিম বাজিতপুর গ্রামের ইয়ানুস সিয়াম (১৭) নামের এক কিশোরকে এক হাজার টাকা অর্থদ- দেওয়া হয়েছে।

অর্থদন্ড পাওয়া শাহীনুর কয়েক দিন আগেও একই অপরাধে জরিমানা গুনেছেন দুই হাজার। শুক্রবার রাতে ওই তিনজনকে অর্থদন্ড ও একজনকে ৫ দিনের জন্য জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

কুড়িগ্রামের রৌমারী উপজেলায় একটি গোয়ালঘর থেকে ড্রামভর্তি পেট্রোল জব্দ করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ ঘটনায় অবৈধ মজুদ ও অতিরিক্ত দামে বিক্রির অভিযোগে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে উপজেলার দাঁতভাঙা ইউনিয়নে অভিযানটি পরিচালনা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) রাফিউর রহমান।

এছাড়া সিরাজগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, গোপালগঞ্জ ও হালুয়াঘাটেও ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে অবৈধ মজুদ ও চড়া দামে বিক্রির প্রমাণ মিলেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই জব্দ করা তেল সরকার নির্ধারিত মূল্যে তাৎক্ষণিকভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিক্রি করা হয়েছে।

ডিপোতে বিজিবি মোতায়েন, নজরদারি জোরদার : মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংকটের প্রভাবে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে অবৈধ মজুদ ও কৃত্রিম সংকট তৈরির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ পরিস্থিতিতে জ্বালানি তেল বিপণনে শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে দেশের বিভিন্ন জেলায় ডিপোগুলোতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোতায়েন করা হয়েছে।

বিজিবির তথ্য অনুযায়ী, গত ২৫ মার্চ থেকে ঢাকাসহ ৯টি জেলার মোট ১৯টি ডিপোতে এই মোতায়েন কার্যক্রম শুরু হয়। এর মধ্যে কুড়িগ্রাম, রংপুর, রাজশাহী, সিলেট, মৌলভীবাজার, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও সুনামগঞ্জের ডিপোগুলো অন্তর্ভুক্ত। বিজিবি সদর দপ্তরের তত্ত্বাবধানে অস্থায়ী বেজ ক্যাম্প স্থাপন করে সদস্যরা নিয়মিত নিরাপত্তা ও তদারকি কার্যক্রম চালাচ্ছেন।

সংস্থাটি জানিয়েছে, অবৈধ মজুদ ও কালোবাজারি প্রতিরোধ, নাশকতা ঠেকানো এবং যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় টহল বাড়ানো, নৌ টহল জোরদার, চেকপোস্টে তল্লাশি এবং আমদানি-রপ্তানির যানবাহনে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

সব যেন তেলের ডিপো

১৭-এর পৃষ্ঠার পর

কোম্পানি এবং কিছু পাম্পমালিক জড়িত। তিনি বলেন, সরকার বিদেশ থেকে চাহিদা অনুযায়ী উচ্চমূল্যে তেল আমদানি করে জনগণকে সরবরাহ দিচ্ছে। এখন ব্যবসায়ী বা কিছু মানুষ তেল মজুতদারি করছে। এটা সরকার কোনোভাবেই বরদাশত করবে না। সব জায়গায় অভিযান চালানো হবে। তিনি বলেন, তেলের কোনো সংকট নেই। কিন্তু মজুতদারি করে একটি পক্ষ কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে। ভারতে পাচার রোধে বিজিবি ও সীমান্তবর্তী সব ডিসিকে চিঠি দিয়ে বলা হয়েছে। এদিকে জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা জানান, যেখানে-সেখানে তেল মজুত করলে যে কোনো সময় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড বা বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। এতে করে জীবন ও মালের ক্ষতি হতে পারে।

এদিকে ডিপোগুলো থেকে তেল সরবরাহের সময় বাড়িয়েছে সরকার। আজ থেকে সব ডিপো সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত তেল বিক্রি করবে। এর আগে সকাল ৯টা থেকে ডিপোতে তেল দেওয়া হতো।

নিরাপত্তা বাড়াতে ১৯টি ডিপোতে বিজিবি নিয়োগ করেছে সরকার। জ্বালানি বিভাগ বলছে, দেশের ডিপোগুলোতে যথেষ্ট পরিমাণে তেলের মজুত আছে। গত বছরের মার্চে যে পরিমাণে অকটেন, পেট্রোল ও ডিজেল নিয়েছে এবারও সেই পরিমাণে পাম্প ও ভিলারদের তেল দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং তেলের কোনো সংকট হওয়ার কথা নয়। কিন্তু মজুতদারি ও জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি হওয়ার কারণে তেলের সংকট প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে বাইকে ২-৩ লিটারের জায়গায় ৭-৮ লিটার তেল ভরে রাখছে। গাড়ির বেলায়ও তাই। জ্বালানি বিভাগ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত জ্বালানি তেল ক্রয়ের দরকার নেই। তেল দাহ্য পদার্থ। তেল মজুত করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। জ্বালানি তেলের অবৈধ মজুতের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রতিটি জেলায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে মোবাইল কোর্ট কাজ করছে। তেলের দাম বৃদ্ধির কোনো আশঙ্কা নেই। তাছাড়া চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেলের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে সরকার আন্তর্জাতিক বাজার থেকে প্রয়োজনীয় তেল ক্রয় করছে। তাই জ্বালানি তেলের সরবরাহ ঘাটতির কোনো আশঙ্কা নেই।

এদিকে জ্বালানি তেল সরবরাহে শৃঙ্খলা ফেরাতে মাঠে নেমেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি ও পাচার রোধে দেশের ১৯টি গুরুত্বপূর্ণ তেলের ডিপোতে মোতায়েন করা হয়েছে বিজিবি। বিজিবি সূত্র জানায়, ৯টি জেলার ১৯টি গুরুত্বপূর্ণ ডিপোতে অস্থায়ী বেইস ক্যাম্প স্থাপন করে দায়িত্ব পালন করছেন সদস্যরা। এর মধ্যে ঢাকা জেলায় ১টি, কুড়িগ্রামে ২টি, রংপুরে ৩টি, রাজশাহীতে ৩টি, সিলেটে ২টি, মৌলভীবাজারে ৩টি, কুমিল্লায় ৩টি, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১টি ও সুনামগঞ্জ জেলায় একটি ডিপোতে বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। ডিপোগুলোতে নিয়মিত তদারকি, মজুত যাচাই এবং তেল উত্তোলন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করছেন বিজিবি সদস্যরা। একই সঙ্গে সীমান্ত এলাকায় জোরদার করা হয়েছে টহল ও তল্লাশি। ট্রাক-লরি চলাচলও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। যাতে কোনোভাবেই তেল পাচার না হয়।

সারা দেশ থেকে নিজস্ব ব্যুরো প্রধান ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর–

রাজিবপুরে বিএনপি নেতার গোয়ালঘর থেকে ড্রামভর্তি পেট্রোল উদ্ধার : কুড়িগ্রামের রাজিবপুর উপজেলার দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের দাঁতভাঙ্গা গ্রামে বিএনপি নেতার গোয়ালঘর থেকে ড্রামভর্তি পেট্রোল উদ্ধার করেছে রৌমারীর ভ্রাম্যমাণ আদালত। ওই নেতার নাম আবু জাহান। তিনি দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি। তার ছেলে এরশাদুল হক ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা। খবর পেয়ে শুক্রবার বিকালে ভ্রাম্যমাণ আদালত আবু জাহানের বাড়িতে অভিযান চালায়। এ সময় গোয়ালঘর থেকে ড্রামভর্তি পেট্রোল জব্দ করা হয়। আদালত তাদের ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। অবৈধ মজুত ও বিক্রির অভিযোগ অস্বীকার করে বিএনপি নেতার ভাই হারুন অর রশিদ বলেন, আমাদের মোটরসাইকেলে ব্যবহারের জন্য ড্রামে কিছু পেট্রোল রাখা ছিল।

ফুলপুরে ভূগর্ভ থেকে ১৯৫০০ লিটার ডিজেল, ৪৫০০ লিটার পেট্রোল জব্দ : ময়মনসিংহের ফুলপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে বিপুল পরিমাণ মজুত তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। স্থানীয় পৌরসভার আমুয়াকান্দা রোডের পপি ট্রেডার্স নামের প্রতিষ্ঠানের ভূগর্ভ থেকে মজুত করা প্রায় ১৯ হাজার ৫০০ লিটার ডিজেল ও ৪ হাজার ৫০০ লিটার পেট্রোল উদ্ধার করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাদিয়া ইসলাম সীমা জানান, ওই প্রতিষ্ঠানকে ২ লাখ টাকা জরিমানা এবং মজুত তেল প্রকাশ্যে পাম্পের মাধ্যমে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কেন্দুয়ায় ৮০০ লিটার পেট্রোল জব্দ : নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার রামপুর বাজারে শুক্রবার রাতে অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে মজুত করা ৮০০ লিটার পেট্রোল জব্দ করা হয়েছে। জব্দকৃত পেট্রোল শনিবার উপজেলা প্রশাসন প্রকাশ্যে রামপুর বাজারে বিক্রি করেছে। ব্যবসায়ী এনায়েতুর রহমানকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

কুমিল্লায় মুদি দোকানে ২০০ টাকা লিটারে পেট্রোল : কুমিল্লায় জ্বালানি তেল সংকটের সুযোগ নিচ্ছে কালোবাজারি সিন্ডিকেট। জেলার অধিকাংশ পেট্রোলপাম্প এবং জ্বালানি তেলের দোকান থেকে খোলা মার্কেটে চলে যাচ্ছে পেট্রোল, অকটেন, ডিজেল। মুরাদনগর উপজেলার শ্রীকাইল, রামচন্দ্রপুর, বাখরাবাদ, যাত্রাপুর, বাঙ্গরা, চাপিতলা, টনকি, বাখরনগর বাজারের বিভিন্ন মুদি দোকানে অতিরিক্ত দামে জ্বালানি তেল বিক্রি হচ্ছে। দেবিদ্বার উপজেলার কালিকাপুর জাফরগঞ্জ এলাহাবাদ এলাকায় মুদি দোকানে জ্বালানি তেল বিক্রি হচ্ছে। জেলার অধিকাংশ এলাকা থেকে এমন খবর পাওয়া যাচ্ছে। শুক্রবার বিকালে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের চৌদ্দগ্রামের চিওড়া নতুন বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে খোলাবাজারে জ্বালানি তেল বিক্রি ও অতিরিক্ত মূল্য রাখার দায়ে দোকানি আবু রায়হান জুয়েলকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেন চৌদ্দগ্রাম উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নুরুল আমিন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. নুরুল আমিন জানান, গোপনে অভিযোগ পাওয়া যায় এই মুদি দোকানটিতে পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে ২০০ থেকে ২১০ টাকা লিটার দরে। একই সঙ্গে তারা মাপে কম দিচ্ছিল। হাতেনাতে প্রমাণ পাওয়ায় ওই মুদি দোকানিকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এদিকে কুমিল্লায় ৫টি ফিলিং স্টেশনে অভিযান পরিচালনা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। শনিবার বিকালে নগরী এবং শহরতলির বিভিন্ন ফিলিং স্টেশনে অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে জ্বালানি মজুতের অভিযোগে নগরীর তেলিকোনা এলাকার নুরুল হুদা ফিলিং স্টেশনকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া জান্নাত ফিলিং স্টেশন, নাইমুল ফিলিং স্টেশন, রহমান ফিলিং স্টেশন, ইস্টার্ন সিএনজি ফিলিং স্টেশনসহ মোট ৫টি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালানো হয়।

যশোরে ধানের গুদামে জ্বালানি তেলের মজুত : যশোরের মনিরামপুরে ধান ব্যবসায়ীর গুদাম থেকে ১৮০০ লিটার জ্বালানি তেল জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। শনিবার বিকালে মনিরামপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাহির দায়ান আমিন খেদাপাড়া বাজার থেকে এই তেল জব্দ করেন। ওই বাজারের ব্যবসায়ী তবিবর রহমান নিজের ও পাশের ধান ব্যবসায়ী গোবিন্দ দাসের ধানের গুদামে ৯০৫ লিটার ডিজেল ও পেট্রোল, ৮৫০ লিটার মবিল (লুব্রিকেন্ট), ২২ লিটার হাইড্রোলিক ওয়েল এবং ২০ লিটার গিয়ার ওয়েল লুকিয়ে রেখেছিলেন। এদিকে ভ্রাম্যমাণ আদালত আসার খবর পেয়ে সটকে পড়েন ব্যবসায়ী তবিবর রহমান। জব্দ তেল মনিরামপুর বাজারে ফিলিং স্টেশনে বিক্রি করে টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেওয়া হবে বলে ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানিয়েছেন।

সিংড়ায় লরি থেকেই ২০০০ লিটার পেট্রোল-ডিজেল উধাও : নাটোরের সিংড়ায় রাতের আঁধারে লরি থেকেই ২০০০ লিটার পেট্রোল-ডিজেল উধাও হওয়ায় আবু সাইদ নামের এক জ্বালানি তেলের লরির ম্যানেজারকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে এক মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেছেন ভ্রামম্যাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সিংড়ার ইউএনও আব্দুল্লাহ আল রিফাত। শনিবার রাত সাড়ে ৮টায় ঘটনাটি ঘটেছে নাটোরের সিংড়া উপজেলার জামতলি বাজারের আঁখি ফিলিং স্টেশনে। লরির ম্যানেজারের বাড়ি সিরাজগঞ্জের শাহজাতপুর বলে জানা গেছে।

সুজানগরে দোকান থেকে পেট্রোল-অকটেন জব্দ : পাবনার সুজানগরে অবৈধভাবে পেট্রোল ও অকটেন মজুত করে অতিরিক্ত দামে বিক্রি করায় এক দোকান মালিককে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। অভিযান চলাকালে দোকানটি থেকে ১৯০৪ লিটার পেট্রোল ও ৫৪৫ লিটার অকটেন জব্দ করা হয়। পরে জব্দ করা পেট্রোল মোটরসাইকেলপ্রতি সর্বোচ্চ পাঁচ লিটার করে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করা হয়।

বড়াইগ্রামে সংঘর্ষে আহত ৫ : নাটোরের বড়াইগ্রামে ফিলিং স্টেশনে তেল নেওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে পাঁচজন আহত হয়েছেন। শুক্রবার রাতে উপজেলার বনপাড়া বাইপাস এলাকার মদিনা ফিলিং স্টেশনে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানান, রাতে তারা মদিনা ফিলিং স্টেশনে তেল নিতে যান। সেখানে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর তেল নেওয়ার সিরিয়াল নিয়ে বিতর্ক হয়। পরে কথা কাটাকাটির একপর্যায়ে সেখানে উপস্থিত মোটরসাইকেলচালকসহ তেল ক্রেতাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে।

যমুনা অয়েল ডিলারের লাইসেন্স স্থগিত : শনিবার যমুনা অয়েলের ডিলার মেসার্স সততা পেট্রোলিয়াম পরিবহণ ভৈরববাজার ডিপো থেকে ১৮ হাজার লিটার ডিজেল কৃষকদের দেওয়ার নামে উত্তোলন করে। কিন্তু সততা কৃষকদের না দিয়ে ভৈরবের মেসার্স মোল্লা ফিলিং স্টেশনে বিক্রি করে দেয়। তাই তাদের লাইসেন্স আপাতত স্থগিত করে দেয় যমুনা অয়েল কোম্পানি।

চট্টগ্রামে মনিটরিং কমিটি গঠন : চট্টগ্রামে অবৈধভাবে জ্বালানি তেল মজুতকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে জেলা প্রশাসন। সরকারের উচ্চপর্যায়ের নির্দেশে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। পুরো জেলায় অবৈধভাবে জ্বালানি তেল মজুতকারীদের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে ফিলিং স্টেশনগুলোর সংগ্রহ ও বিক্রির তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। সরকারের এমন উদ্যোগে জ্বালানি তেল মজুত, পাচার ও চোরা কারবারের সঙ্গে জড়িতরা আতঙ্কে রয়েছে।

এদিকে চট্টগ্রামে শুক্রবার ৬ হাজার লিটার ডিজেল জব্দের ঘটনায় তোলপাড় চলছে। এসব ডিজেল বিপিসির অধীন রাষ্ট্রায়ত্ত বিভিন্ন জ্বালানি তেল বিপণন কোম্পানির ডিপো থেকে নানা কৌশলে চুরি করা হয়েছে বলে জানতে পেরেছে আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা।

বরিশালে বাড়তি দামে মিলছে তেল : বরিশাল জেলার বিভিন্ন উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে জ্বালানি তেল। লিটারপ্রতি ৪০-৫০ টাকা বাড়তি দিলে মিলছে এই তেল। উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ড্রাম ডিলারদের তেল দিচ্ছে না ডিপোগুলো। যে কারণে ওইসব তেল ব্যবসায়ীরা কালোবাজার থেকে তেল সংগ্রহ করে বাড়তি দামে বিক্রি করছেন।

রংপুরে তীব্র সংকটে চরম ভোগান্তি : রংপুরে জ্বালানি তেলের তীব্র সংকটে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ ও যানবাহনচালকরা। তেলের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে অনেককে। কেউ আবার বাধ্য হয়ে বেশি দামে খোলাবাজার থেকে জ্বালানি কিনে চলাচল করছেন। শনিবার পীরগঞ্জ, তারাগঞ্জ কাউনিয়া ও পীরগাছা উপজেলায় গিয়ে দেখা যায়, পেট্রোল ও অকটেনের সংকটে বেশ কয়েকটি পাম্প বন্ধ রয়েছে। পরিবহণচালকরা পড়েছেন বিপাকে।

সিলেটে বিজিবির টহল : সিলেটে জ্বালানি তেলের ডিপোগুলোতে নাশকতা ও সরবরাহে বিঘ্ন এড়াতে বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। সিলেট ও পাশের মৌলভীবাজারসহ দেশের ১৯টি জ্বালানি ডিপোতে বিজিবি মোতায়েন রয়েছে। প্রতিটি স্থানে একজন কর্মকর্তার নেতৃত্বে সদস্যরা টহল ও সার্বিক তদারকি করছেন। পাশাপাশি যে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবিলায় গোয়েন্দা নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে।

রাজশাহীর ৪৪ পাম্পের অধিকাংশ বন্ধ : রাজশাহীতে জ্বালানি তেলের চরম সংকট দেখা দিয়েছে। পাম্পগুলোতে ডিজেল, পেট্রোল এবং অকটেনের সরবরাহ কমে যাওয়ায় যানবাহন চালক ও সাধারণ গ্রাহকরা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও অনেকেই তেল না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন। তবে কিছু পাম্পের বিরুদ্ধে তেল মজুত রাখারও অভিযোগ উঠেছে। রাজশাহীর ৪৪টি ফিলিং স্টেশনের মধ্যে অর্ধেকের বেশি ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। চালু থাকা স্টেশনগুলোর তেলের মজুতও প্রায় শেষের দিকে। ফলে গ্রাহকরা তেল না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। বিশেষ করে মোটরসাইকেলচালকদের ভিড় ও ক্ষোভ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বেশকিছু পাম্পে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

নেত্রকোনায় ৩৫০০ লিটার পেট্রোল জব্দ : নেত্রকোনা সদর উপজেলার হাটখলা বাজারে অভিযান চালিয়ে ৩৫০০ লিটার পেট্রোল জব্দ করা হয়েছে। একই সঙ্গে এসব জ্বালানি তেল লাইসেন্স ছাড়া অতিরিক্ত মূল্যে খুচরা বিক্রি করার সত্যতা পাওয়ায় মেসার্স চৌধুরী এন্টারপ্রাইজে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। শনিবার সন্ধ্যার পর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. ইকবাল হোসেন এই অভিযান পরিচালনা করে অবৈধ তেল জব্দসহ জরিমানা করেন। অর্থদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী হলেন মেসার্স চৌধুরী এন্টারপ্রাইজের মালিক জহিরুল হক বকুল।

বীরগঞ্জে একজনের জেল-জরিমানা : দিনাজপুরে বীরগঞ্জে শনিবার শিবরামপুর ইউনিয়নের ধনগাঁও বাজার এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায় প্রশাসন। এ সময় বিপুল পরিমাণ তেল জব্দ করা হয়েছে। অভিযানে জগদীশ কুমার রায়ের ছেলে পরিতোষ কুমার রায়ের বাড়ি থেকে ৩৮০ লিটার ডিজেল ও ৩৪ লিটার অকটেন উদ্ধার করা হয়। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুমা খাতুন জানান, ভ্রাম্যমাণ আদালতে অভিযুক্তকে ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫,০০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

উল্লাপাড়ায় তেল মজুত রেখে বিক্রি বন্ধ : সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় তেল মজুত থাকা সত্ত্বেও বিক্রি বন্ধ রাখার অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালিয়ে লুকিয়ে রাখা তেল উদ্ধার করেছে প্রশাসন। শনিবার দুপুরে উপজেলার রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় অবস্থিত দি ইস্টার্ন লিমিটেডের তেলপাম্পে এ অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এটিএম আরিফ।

সুদপুরে খোলাবাজারে জ্বালানি তেল বিক্রির দায়ে তিন ব্যবসায়ীকে জরিমানা

মুকসুদপুরে তিন ব্যবসায়ীকে জরিমানা : গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে অবৈধভাবে খোলাবাজারে জ্বালানি তেল ও এলপিজি বিক্রির দায়ে তিন ব্যবসায়ীকে ১৬ হাজার টাকা জরিমানা এবং দুটি মিনি পাম্প মেশিন জব্দ করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। শনিবার উপজেলা সদর বাজারসহ বিভিন্ন বাজারে অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহমুদ আশিক কবির।

পাকুন্দিয়া (কিশোরগঞ্জ) : পাকুন্দিয়ায় অতিরিক্ত দামে ডিজেল বিক্রির দায়ে বুলবুল নামে এক ব্যবসায়ীকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে উপজেলার কলাদিয়া বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে তাকে এ জরিমানা করা হয়।

জামালপুরে সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ: দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও তেল না পেয়ে জামালপুর-টাঙ্গাইল মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন মোটরসাইকেলচালকরা। শনিবার সকালে শহরের পিটিআই মোড়ে জুঁই এন্টারপ্রাইজ নামে তেলের দোকানের সামনে এ ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা এসে দোকান মালিককে জরিমানা করে মজুত তেল বিক্রির ব্যবস্থা করেন।

ব্রুকলিনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এবং জ্যামাইকাতে বাংলাদেশী ডাক্তার

INAMULHAQUE M SABOOR,MD

USCIS Designated Civil Surgeon
Board Certified Internal Medicine

সেবাসমূহ
- জেনারেল চেক আপ
- ডায়াবেটিস
- হাইপারটেনশন
- হাই কোলেষ্টরল, এজমা
- ইকেজি
- বয়স্ক ভেক্সিনেশান
- হজ্ব ভেক্সিনেশান
- ব্লাড টেষ্ট
- TLC EYE EXAM

আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন



Saboor Waizun Medical PC

আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
Sat, Tues and Thursday: 12:00PM- 7:00PM

JAMAICA
87-12 167TH ST
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

নাগরিকত্ব হারালেন ৫ জন তদন্তাধীন একাধিক ব্যক্তি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

২০২৫ সালের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত অন্তত ৬৪টি নতুন মামলা ইতিমধ্যেই দায়ের হয়েছে বলে জানা গেছে। দীর্ঘমেয়াদী চিত্রে দেখা যায়, ১৯৯০ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত মোট ৩০৫টি ডিন্যাচারালাইজেশন মামলা হয়েছিল, যেখানে বছরে গড় ছিল মাত্র ১১টি যা বর্তমান প্রবণতার তুলনায় অনেক কম।

এছাড়া প্রায় ২,৫০০ সম্ভাব্য মামলা শনাক্ত করা হয়, যেগুলো পরবর্তীতে তদন্তের জন্য বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল। এই তথ্য তুলে ধরেছেন হফস্ট্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ইরিনা ম্যাঙ্কা।

ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিসের বিবৃতিতে বলা হয়, অপরাধী ও জালিয়াতির মাধ্যমে আমেরিকান নাগরিকত্ব গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কঠোর আইন প্রয়োগ চালাচ্ছে। কোভিড-১৯ মহামারির সময় চালু হওয়া ত্রাণ তহবিলকে কেন্দ্র করে জালিয়াতির ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রে একাধিক ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। একই সঙ্গে প্রতারণা করে নাগরিকত্ব নেওয়ার অভিযোগে কয়েকজনের নাগরিকত্ব বাতিল করেছে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস বা বিচার বিভাগ।

আইন বিশেষজ্ঞদের মতে, এসব রায়ের মাধ্যমে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে সরকারি তহবিল জালিয়াতি বা প্রতারণার মাধ্যমে নাগরিকত্ব অর্জন করলে কঠোর শাস্তি অনিবার্য।

ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস আরো জানায়, ফ্লোরিডার ফোর্ট লডারডেলের বাসিন্দা জফ স্টেন ওয়ারয় ফিলোসাঁ প্রায় ৩.৮ মিলিয়ন ডলার আত্মসাৎ এবং নাগরিকত্ব নেওয়ার সময় মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন। আদালত তার নাগরিকত্ব বাতিলের নির্দেশ দেয় এবং তাকে ৫০ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করে।

তদন্তে দেখা যায়, ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে ২০২১ সালের মে পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন ভুয়া প্রতিষ্ঠানের নামে প্রায় ৪০টি ঋণ আবেদন জমা দেন। এসব আবেদন থেকে তিনি ও তার সহযোগীরা বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেন।

এই মামলায় তদন্তে অংশ নেয় ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই) এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনসহ একাধিক সংস্থা।

অন্যদিকে, শিকাগোর বাসিন্দা ফ্রানচেস্কো ডিস্তেফানোও একই ধরনের জালিয়াতির মাধ্যমে ৩.৩ মিলিয়ন ডলারের বেশি আত্মসাতের অভিযোগে দোষ স্বীকার করেন। ফেডারেল আদালত তাকে ৭৮ মাস, অর্থাৎ সাড়ে ছয় বছরের কারাদণ্ড দেয়।

ডিস্তেফানো ভুয়া কোম্পানি, কর্মচারীর সংখ্যা এবং আয়ের তথ্য দেখিয়ে ঋণ ও অনুদান নেন। এছাড়া তিনি অবৈধভাবে বেকার ভাতাও গ্রহণ করেন। এই অর্থ দিয়ে তিনি ল্যাম্বরগিনি, মাসেরাতি, ল্যান্ড রোভার ও পোর্শের মতো বিলাসবহুল গাড়ি কিনেছিলেন, যা পরে জব্দ করা হয়।

এদিকে প্রতারণার মাধ্যমে নাগরিকত্ব নেওয়ার অভিযোগে আরও দুই ব্যক্তির নাগরিকত্ব বাতিল করেছে বিচার বিভাগ। ইউক্রেনের নাগরিক ভ্লাদিমির ভলগায়েভ অস্ত্রের যন্ত্রাংশ পাচার ও আর্থিক তথ্য গোপনের অভিযোগে নাগরিকত্ব হারিয়েছেন।

একইভাবে, কিউবার নাগরিক মিরেলিস ক্যাব্রেরা দিয়াজ এক নারী স্বাস্থ্যসেবা খাতে ৬ মিলিয়ন ডলারের বেশি জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে নাগরিকত্ব হারান। আদালত জানায়, এসব অপরাধ তার 'সৎ চরিত্র'-এর শর্ত ভঙ্গ করেছে।

এছাড়া লেবাননের নাগরিক অ্যালেক নাসরেদ্দিন কাসিরের বিরুদ্ধে নাগরিকত্ব বাতিলের মামলা দায়ের করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে বিয়ের মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাওয়ার সময় মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

ইউএস অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি বিবৃতিতে বলেন, "আমেরিকার নাগরিকত্ব একটি বিশেষ অধিকার এটি প্রতারণার মাধ্যমে অর্জনের কোনো সুযোগ নেই।" তিনি আরও জানান, এই ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।

প্রসিকিউটররা বলছেন, মহামারির সময় জনগণের জন্য বরাদ্দ সহায়তা কর্মসূচিকে ব্যক্তিগত লাভের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, যা গুরুতর অপরাধ।

মেডিকেইড হারাচ্ছেন সাড়ে ৪ লক্ষাধিক নিউইর্য়কার!

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এর আওতায় আসার যোগ্যতার শর্ত শিথিল করার মাধ্যমে স্টেট কর্তৃপক্ষ এই তহবিল কর্তনের প্রভাব সামাল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পরিকল্পনাটির মাধ্যমে ১৭ লক্ষ নিউ ইয়র্কবাসীকে কোনো প্রিমিয়াম বা কিস্তি ছাড়াই এবং নামমাত্র কো-পে (চিকিৎসা ব্যয়ের আংশিক নিজস্ব বহন)-এর বিনিময়ে স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা প্রদান করা হতো। ২০২৪ সালে রাজ্য কর্মকর্তারা এই পরিকল্পনার আওতায় আসার জন্য আয়ের সর্বোচ্চ সীমা বাড়িয়ে দেওয়ার পর এতে তালিকাভুক্তির হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এখন কর্তৃপক্ষ সেই আয়ের সর্বোচ্চ সীমাটি পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনছে। ফলে যাদের আয় এই নির্ধারিত সীমার চেয়ে বেশি, তারা সবাই এই স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা পাওয়ার অযোগ্য বলে গণ্য হবেন।

গোথামিস্টের প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যমতে, 'এসেনশিয়াল প্ল্যান'-এর আওতায় আসার যোগ্যতার শর্ত শিথিল করার জন্য নিউইয়র্ক রাজ্য পূর্ববর্তী বাইডেন প্রশাসনের কাছ থেকে অনুমোদন লাভ করেছিল। এই পরিকল্পনাটি মূলত সেইসব কর্মজীবী নিউইয়র্কবাসীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে, যাদের মাসিক আয় মেডিকেইড সুবিধা পাওয়ার জন্য নির্ধারিত সীমার চেয়ে কিছুটা বেশি এবং যারা তাঁদের নিয়োগকর্তার মাধ্যমে কোনো স্বাস্থ্য বীমা সুবিধা পান না। এসেনশিয়াল প্ল্যান এর আওতায় আসার জন্য আয়ের সর্বোচ্চ সীমাটি কেন্দ্রীয় দারিদ্র্যসীমার ২০০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৫০ শতাংশ করা হয়েছিল। গত বছরের হিসাব অনুযায়ী, এই ২৫০ শতাংশের সীমাটি একজন একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৩৯,০০০ ডলার এবং তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিবারের ক্ষেত্রে ৬৭,০০০ ডলারের সমান ছিল। এর ফলে তালিকাভুক্তি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়; রাজ্যের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ সেই বর্ধিত আয়ের সীমার অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৩ লক্ষ ৮০ হাজার মানুষ এই তালিকায় যুক্ত হন। ১ মার্চ পর্যন্ত এই সংখ্যা বেড়ে ৪ লক্ষ ৬০ হাজারের কিছু বেশি হয়েছে।

হোকুল বলেছেন, "ওয়াশিংটন যখন ব্যর্থ হয়, আমি সবসময় চেষ্টা করব পরিবারদের রক্ষা করতে, স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে এবং নিশ্চিত করতে যে প্রতিটি নিউইয়র্কবাসী তার প্রয়োজনীয় যত্ন পায়।"

স্টেট স্বাস্থ্য দফতরের মুখপাত্র ক্যাডেন্স আক্কাভিভা বলেছেন, "আমরা বিকল্প কভারেজের বিষয় নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি তাদের জন্য যারা জুলাই থেকে 'এসেনশিয়াল প্ল্যান'-এ যোগ্য হবেন না।"

কমিউনিটি সার্ভিস সোসাইটি বলেছে, সব স্বাস্থ্য বীমা কভারেজ রাখার জন্য স্টেটের প্রায় ৮২.৩ বিলিয়ন প্রয়োজন।

জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব ইতিহাস কি বলছে?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বনাম ওং কিম আর্ক মামলায় সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট রায় দেয় যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া একজন চীনা বংশোদ্ভূতের এদেশে জন্ম নেয়া শিশুও নাগরিক হিসেবে গণ্য হবেন। সেই সময় দালত সংবিধানের ১৪ তম অ্যামেন্ডমেন্টে সংবিধানের ভিত্তিতে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বকে অক্ষুন্ন রাখে। এর আগে এই সংশোধনীটি ১৮৬৮ সালে গৃহযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে পাস হয়। যা মূলত ১৮৫৭ সালের ড্রেড স্কট বনাম স্যানফোর্ড রায়কে কার্যত বাতিল করে দেয়। ওই রায়ে আফ্রিকান-আমেরিকানদের নাগরিকত্ব অস্বীকার করা হয়েছিল। ১৪তম সংশোধনী সেই সিদ্ধান্ত উল্টে দিয়ে ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্রে জন্ম নেওয়া প্রত্যেক ব্যক্তি নাগরিক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও এই নীতি নতুন করে পরীক্ষার মুখে পড়ে। জাপানের অ্যাটাক অন পার্ল হার্বার হামলার পর জাপানি বংশোদ্ভূত অনেককে আটক করা হলেও তাদের জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বাতিলের প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। আদালত তখনও সাংবিধানিক সুরক্ষা বজায় রাখে।

বর্তমান সময়ে সেই পুরনো বিতর্কই নতুন রূপ নিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্প এর নীতিগত পদক্ষেপকে ঘিরে। তার প্রশাসনের দাবি, ১৪তম সংশোধনীর 'subject to the jurisdiction thereof' ধারা দীর্ঘদিন ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই যুক্তিতে তিনি নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে প্রস্তাব দেন– যেসব শিশুর বাবা-মা অবৈধভাবে দেশে অবস্থান করছেন বা অস্থায়ী ভিসাধারী, তাদের স্বয়ংক্রিয় নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না।

এই নীতির বিরুদ্ধে একাধিক অভিবাসন অধিকার সংগঠন মামলা করেছে। আমেরিকান সিভিল লিবার্টিস ইউনিয়ন-এর আইনজীবীরা বলছেন, জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব যুক্তরাষ্ট্রকে একটি অভিবাসী-নির্ভর সমাজ হিসেবে গড়ে তুলেছে। এই অধিকার সীমিত করা মানে শুধু আইনের ব্যাখ্যা পরিবর্তন নয়, বরং দেশের মৌলিক পরিচয়কে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা।

নিম্ন আদালতগুলো ইতোমধ্যে এই নীতিকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট এর হাতে। আগামী ১ এপ্রিল থেকে শুরু হতে যাওয়া শুনানি তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এই মামলার আরেকটি বিশেষ দিক হলো বিচারপতিদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ইতিহাস, যা অভিবাসনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস এর পূর্বপুরুষ ইউরোপ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। আরেক বিচারক এলেনা ক্যাগান-এর পরিবার ছিল রুশ ইহুদি অভিবাসী। বিচারক স্যামুয়েল এলিটো এর শিকড় ইতালিতে, অন্যজন সোনিয়া স্যাটমায়ার-এর পরিবার পুয়ের্তো রিকো থেকে আগত। অন্যদিকে ক্লারেন্স থমাস, কেতানজি ব্রাউন জ্যাকসন এর পূর্বপুরুষদের আফ্রিকা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আনা হয়েছিল।

তথ্যসূত্র : দ্য নিউইয়র্ক টাইমস

৯০ হাজার আইবুপ্রোফেন বাজার থেকে তুলে নেয়ার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিশুদের আইবুপ্রোফেন ইতোমধ্যে বাজারে বিতরণ করা হয়েছিল।

রিকল হওয়া পণ্যটি হলো "চিলড্রেনস আইবুপ্রোফেন ওরাল সাসপেনশন" যার মাত্রা ১০০ মিলিগ্রাম প্রতি ৫ মিলিলিটার এবং বোতলের পরিমাণ ১২০ মিলিলিটার। রিকল হওয়া পণ্যের লট নম্বর ৭২৬১৯৭৩এ এবং ৭২৬১৯৭৪এ, যার মেয়াদ শেষ হবে ৩১ জানুয়ারি ২০২৭। এটি উৎপাদন করা হয়েছিল টারো ফার্মাসিউটিক্যালস ইউএসএ ইনকএর জন্য।

অভিযোগ অনুযায়ী, কিছু বোতলে জেলির মতো জমাট পদার্থ এবং কালো কণার উপস্থিতি দেখা গেছে, যা স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হতে পারে।

এফডিএ এই রিকলকে "ক্লাস টু" হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অর্থাৎ, এই ওষুধ ব্যবহারে সাময়িক বা চিকিৎসার মাধ্যমে ঠিক করা সম্ভব এমন স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যাদের কাছে এই নির্দিষ্ট লটের ওষুধ রয়েছে, তারা তা ব্যবহার না করে দ্রুত বিক্রেতা বা ফার্মেসিতে ফেরত দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন।

বর্তমানে বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে এবং ভবিষ্যতে আরও পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

এক স্লিপ

শেষ পৃষ্ঠার পর

হতাহত হয়েছে। এই হামলা নিয়ে বিশ্ববাসী উদ্বিগ্ন। আশঙ্কা তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের। ইরানে হামলার ঘটনা এখন 'টপ অব দ্যা ওয়ার্ল্ড'-এ পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের মতো নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্রই এখন আলোচিত হচ্ছে হামলার ঘটনা। চলছে পক্ষে-বিপক্ষে বাদানুবাদ। সোস্যাল মিডিয়াতেও চলছে নানা কথা। 'আমেরিকার মাটিতে বসে 'আমেরিকা-ইরান' যুদ্ধ নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় 'আবেগঘন' পোস্ট দেওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা শ্রেয়'-এমন মন্তব্য করেছেন কেউ কেউ। কিন্তু কেন? এমন প্রশ্নও অনেকেরও। এসব নানা প্রশ্নের মধ্যে বড় প্রশ্ন হচ্ছে আসলেই কি 'তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ' আসন্ন?

০১ মার্চ ২০২৬



ভদ্র-মার্জিত ও রুচিশীল ব্যক্তিত্ব

জাফর আহমাদ

সমাজ সংসারে যারা ভদ্র-মার্জিত ও রুচিশীল ব্যক্তি তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা অহংকার করে না,সমাজে বুক ফুলিয়ে চলে না। গর্বিত স্বৈরাচারী ও বিপর্যয়কারীর মতো নিজের চলার মাধ্যমে নিজের শক্তি প্রকাশ করার চেষ্টা করে না। বরং তাদের চালচলন হয় একজন ভদ্র, মার্জিত ও সৎস্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তির মতো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"রহমানের (আসল) বান্দা তারাই যারা পৃথিবীর বুকে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং মূর্খরা তাদের কথা বলতে থাকলে বলে দেয় তোমাদের সালাম।"(সুরা ফুরকান:৬৩) নম্রভাবে চলার মানে দুর্বল ও রুগীর মতো চলা নয় এবং একজন প্রদর্শন অভিলাষী নিজের বিনয় প্রদর্শন করার বা নিজের আল্লাহ ভীতি দেখাবার জন্য যে ধরনের কৃত্রিম চলার ভংগী প্রদর্শন করে সে ধরনের কোন চলাও নয়। নবী সা: নিজে চলার সময় এমন শক্তভাবে পা ফেলতেন যেন মনে হতো উপর থেকে ঢালুর দিকে নেমে যাচ্ছেন। উমার রা: সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, তিনি এক যুবককে দুর্বলভাবে হেঁটে যেতে দেখে তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি অসুস্থ। সে বলল, না। তিনি ছড়ি উঠিয়ে তাকে ধমক দিয়ে বলেন, শক্ত হয়ে সবল ব্যক্তির মতো চলো। এ থেকে জানা যায়, নম্রভাবে চলা মানে, একজন ভালো মানুষের স্বাভাবিকভাবে চলা। কৃত্রিম বিনয়ের সাহায্যে যে চলার ভংগী সৃষ্টি করা হয় অথবা যে চলার মধ্যে দিয়ে বানোয়াট দীনতা ও দুর্বলতার প্রকাশ ঘটানো হয় তাকে নম্রভাবে চলা বলে না।

মানুষের চলার মধ্যে এমন কি গুরুত্ব আছে যে কারণে আল্লাহর সৎ বান্দাদের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ প্রসংগে সর্বপ্রথম এর কথা বলা হয়েছে। এ প্রশ্নটিকে যদি একটু গভীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে বুঝা যায় যে, মানুষের চলা শুধুমাত্র তার হাঁটার একটি ভংগীর নাম নয় বরং এটি হয় তার মন-মানস, চরিত্র ও নৈতিক কার্যাবলীর প্রত্যক্ষ প্রতিফলন। একজন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির চলা, একজন গুণ্ডা ও বদমায়েশের চলা, একজন স্বৈরাচারী ও জালেমের চলা, একজন অত্মম্ভরী অহংকারীর চলা, একজন সভ্য-ভব্য ব্যক্তির চলা, একজন দরিদ্র-দীনহীনের চলা এবং এভাবে অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের লোকদের চলা পরস্পর থেকে এত বেশী বিভিন্ন হয় যে, তাদের প্রত্যেককে দেখে কোন ধরনের চলার পেছনে কোন ধরনের ব্যক্তিত্ব কাজ করছে তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। কাজেই আয়াতের মূল বক্তব্য হচ্ছে, রহমানের বান্দাদের তোমরা সাধারণ লোকদের মধ্যে চলাফেরা করতে দেখেই তারা কোন ধরনের লোক পুর্ব পরিচিত ছাড়াই আলাদাভাবে তা চিহ্নিত করতে পারবে।

এতজন ভদ্র-মার্জিত ও সৎ স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব আল্লাহর আনুগত্য তাদের মানসিকতা ও চরিত্র যেভাবে তৈরী করে দিয়েছে তার প্রভাব তাদের চালচলনেও সুস্পষ্ট হয়। একজন ব্যক্তি তাদের দেখে প্রথম দৃষ্টিতে জানতে পারে, তারা ভদ্র, ধৈর্যশীল ও সহানুভূতিশীল হৃদয়বৃত্তির অধিকারী, তাদের দিক থেকে কোন প্রকার অনিষ্টের আশংকা করা যেতে পারে না। তারা ক্ষমতাবান হয়েও তারা ক্ষমতাগর্বী ও অহংকারীর মতো আচরণ করে না। কারণ আল্লাহ এমনটি করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন," যমীনে দম্ভভরে চলো না। তুমি না যমীনকে চিরে ফেলতে পারবে, না পাহাড়ের উচ্চতায় পৌছে যেতে পারবে।" (সুরা বনী ইসরাইল:৩৭) কুরআনের এই ঘোষনার ফলে মদীনা তাইয়্যেবার ইসলামী রাষ্ট্রের সাধারণ প্রজাবৃন্দ থেকে সকল শাসক, গভর্ণর ও সিপাহসালার জীবনধারা বদলে গিয়েছিল। তাঁদের জীবনে ক্ষমতাগর্ব ও অহংকারের ছিটেফোটাও ছিল না। এমনকি যুদ্ধরত অবস্থায়ও কখনো তাদের মুখ থেকে দম্ভ ও অহংকারের কোন কথাই বের হতো না। তাদের ওঠা বসা, চাল চলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর বাড়ী, সওয়ারী ও সাধারণ আচার-আচরণের নম্রতা ও কোমলতা দেখা যেতো। যখন তারা বিজয়ীর বেশে কোন শহরে প্রবেশ করতেন তখনও দর্প ও অহংকার সহকারে নিজেদের ভীতি মানুষের মনে বসিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতেন না।

সমাজের যারা ভদ্র, মার্জিত ও রুচিশীল তারা নিজেদের চাল-চলনে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেন। অতি নম্রতা ও অতি উগ্রতার মাঝে তারা মধ্যম পন্থার অনুসরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"নিজেদের চলনে ভারসাম্য আনো এবং নিজের আওয়াজ নীচু করো। সব আওয়াজের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ আওয়াজ হচ্ছে গাধার আওয়াজ।"(সুরা লোকমান:১৯) এখানে দ্রুত চলা বা ধীরে চলার মধ্যে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের কথা বলা হয়নি। অর্থাৎ এ কথা বলা হয়নি যে,"দ্রুতও চলো না এবং ধীরেও চলো না বরং মাঝারি চলো।" সত্যিকারার্থে ধীরে বা দ্রুত চলার মধ্যে কোন নৈতিক গুণ বা দোষ নেই এবং এ জন্য কোন নিয়মও বেঁধে দেয়া যায় না। কাউকে দ্রুত কাজ করতে হলে সে দ্রুত ও জোরে চলবে না কেন। আর যদি নিছক বেড়াবার জন্য চলতে থাকে তাহলে এ ক্ষেত্রে ধীরে চলায় ক্ষতি কি। মাঝারি চালে চলার যদি কোন মানদণ্ড থেকে থাকে, তাহলে প্রত্যেক অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাকে একটি সাধারণ নিয়মে পরিণত করা যায় কেমন করে। আসলে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রবৃত্তির এমন অবস্থার সংশোধন যার প্রভাবে চলার মধ্যে দম্ভ অথবা দীনতার প্রকাশ ঘটে। বড়াই করার অহমিকা যদি ভেতরে থেকে যায় তাহলে অনিবার্যভাবে তা একটি বিশেষ ধরনের চাল-চলনের মাধ্যমে বের হয়ে আসে। এ অবস্থা দেখে লোকটি যে কেবল অহংকারে মত্ত হয়েছে, এ কথাই জানা যায় না, বরং তার চাল-চলনের রং ঢং তার অহংকারের স্বরূপটিও তুলে ধরে। ধন-দৌলত, ক্ষমতা-কর্তৃত্ব, সৌন্দর্য, জ্ঞান, শক্তি এবং এ ধরনের অন্যান্য যতো জিনিসই মানুষের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি করে তার প্রত্যেকটির দম্ভ তার চাল-চলনে একটি বিশেষ ভঙ্গি ফুটিয়ে তোলে। পক্ষান্তরে চাল-চলনে দীনতার প্রকাশ ও কোন না কোন দূষণীয় মানসিক অবস্থার প্রভাবজাত হয়ে থাকে। কখনো মানুষের মনের সুপ্ত অহংকার একটি লোক দেখানো বিনয় এবং কৃত্রিম দরবেশী ও আল্লাহ প্রেমিকের রূপ লাভ করে এবং এ জিনিসটি তার চাল-চলনে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। আবার কখনো মানুষ যথার্থই দুনিয়া ও তার অবস্থার মোকাবেলায় পরাজিত হয় এবং নিজের চোখে নিজেই হেয় হয়ে দুর্বল চালে চলতে থাকে। হযরত লোকমান আ: এর উপদেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে, নিজের মনের এসব অবস্থার পরিবর্তন করো এবং একজন সোজা-সরল-যুক্তসঙ্গত ভদ্রলোকের মতো চলো যেখানে নেই কোন অহংকার ও দম্ভ এবং কোন দুর্বলতা, লোক দেখানো বিনয় ও ত্যাগ।

আল্লাহর রাসুল সা: এর সাথীগণ ছিলেন পৃথিবী বিখ্যাত ভদ্র, মার্জিত ও রুচিশীল ব্যক্তিত্ব। তাঁদের রুচি কোন পর্যায়ে গড়ে উঠেছিল তা এ ঘটনাটি থেকে অনুমান করা যেতে পারে। হযরত উমর রা: একবার এক ব্যক্তিকে মাথা হেঁট করে চলতে দেখলেন। তিনি তাকে ডেকে বললেন,"মাথা উঁচু করে চলো। ইসলাম রোগী নয়।" আর একজনকে তিনি দেখলেন যে কুঁকড়ে চলছে। তিনি বললেন," ওহে জালেম! আমাদের দীনকে মেরে ফেলছো কেন।' এ দু'টি ঘটনা থেকে জানা যায় হযরত উমর রা: এর কাছে দীনদারীর অর্থ মোটেই এটা ছিল না যে, পথ চলার সময় রোগীর মতো আচরণ করবে এবং অযথা নিজেকে দীনহীন করে মানুষের সামনে পেশ করবে। কোন মুসলমানকে এভাবে চলতে দেখে তাঁর ভয় হতো, এভাবে চললে অন্যদের সামনে ইসলামের ভুল প্রতিনিধিত্ব করা হবে এবং মুসলমানদের মধ্যেই নিস্তেজ ভাব সৃষ্টি হয়ে যাবে।

এমনি ঘটনা হযরত আয়েশা রা: এর ব্যাপারে একবার ঘটে। তিনি দেখলেন একজন লোক কুঁকড়ে মুকড়ে রোগীর মতো চলছে। জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? বলা হলো একজন কারী অর্থাৎ কুরআন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন এবং শিক্ষাদান ও ইবাদাত করার মধ্যে মশগুল থাকেন। এ কথা শুনে হযরত আয়েশা রা: বললেন, উমর রা: ছিলেন কারীদের নেতা। কিন্তু তার অবস্থা ছিল, পথে চলার সময় জোরে জোরে হাঁটতেন। যখন কথা বলতেন, জোরে জোরে বলতেন। যখন মারধর করতেন খুব জোরেশোরে মারধর করতেন।" চাল-চলন ভঙ্গী ও আওয়াজের এক ধরনের নিম্নগামিতা ও উচ্চগামিতা এবং কঠোরতা ও কোমলতা হয়ে থাকে স্বাভাবিক ও প্রকৃত প্রয়োজনের খাতিরে। হযরত লোকমানের নসীহাতের অর্থ এ নয় যে, এ পার্থক্যটা উঠিয়ে দিয়ে মানুষ সবসময় একই ধরনের নীচু স্বরে ও কোমল ভঙ্গীমায় কথা বলবে আসলে আপত্তিকর বিষয়টি হচ্ছে অহংকার প্রকাশ, ভীতি প্রদর্শন এবং অন্যকে অপমানিত ও সন্ত্রস্ত করার জন্য উদ্ধত ভাব ও গলা ফাটিয়ে কথা বলা। যারা ভদ্র, মার্জিত ও রুচিশীল তাদেরকে ইসলাম তাদের মানসিকতা ও চরিত্র এমনভাবে তৈরী করে দেয় যে, তার প্রভাব তাদের চালচলনেও সুস্পষ্ট হয়। এক ব্যক্তি তাদের দেখে প্রথম দৃষ্টিতে জানতে পারে, তারা ভদ্র, ধৈর্যশীল ও সহানুভূতিশীল হৃদয়বৃত্তির অধিকারী, তাদের দিক থেকে কোন প্রকার অনিষ্টের আশংকা করা যেতে পারে না। তারা নিরেট ভদ্র ও মার্জিত স্বভাবের লোক।



লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় তিন সাংবাদিক নিহত



অনলাইন ডেস্ক : দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি বিমান হামলায় তিন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। স্থানীয় সময় শনিবার (২৮ মার্চ) জিজাইন হাইওয়েতে সংবাদকর্মীদের বহনকারী একটি গাড়ি লক্ষ্য করে হামলায় তাদের মৃত্যু হয়।

নিহতদের মধ্যে রয়েছেন হিজবুল্লাহর আল-মানার টেলিভিশনের প্রবীণ প্রতিনিধি আলী শোয়েব ও আল-মায়াদিন টিভির প্রতিনিধি ফাতিমা ফতুনি। এই হামলায় ফাতিমা ফতুনির ভাই ফ্রিল্যান্স ভিডিও সাংবাদিক মোহাম্মদ ফতুনিও প্রাণ হারিয়েছেন।

আল-মায়াদিন টিভি জানিয়েছে, দক্ষিণ লেবাননে তাদের দীর্ঘদিনের সংবাদদাতা আলী শোয়েব নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী কোনো প্রমাণ ছাড়াই শোয়েবকে হিজবুল্লাহর গোয়েন্দা সংস্থার সদস্য হিসেবে অভিযুক্ত করে হামলা চালিয়েছে।

অন্যদিকে বৈরুতভিত্তিক প্যান-আরব আল-মায়াদিন টিভি জানিয়েছে, একই বিমান হামলায় দক্ষিণাঞ্চলীয় জেজিন জেলায় সাংবাদিক ফাতিমা ফতুনি এবং তার ভাই মোহাম্মদ যিনি একজন ভিডিও সাংবাদিক নিহত হয়েছেন। হামলার ঠিক আগে তিনি একটি সরাসরি প্রতিবেদন নিয়ে সম্প্রচারে ছিলেন।

এদিকে লেবাননের শীর্ষ কর্মকর্তারা এই হামলার নিন্দা জানিয়েছেন। দেশটির প্রেসিডেন্ট জোসেফ আউন এই ঘটনাকে একটি 'সুস্পষ্ট অপরাধ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি এক বিবৃতিতে জানান, এই আক্রমণ আন্তর্জাতিক মানবিক আইন ও যুদ্ধের নিয়মাবলির চরম লঙ্ঘন।

সাংবাদিকদের সুরক্ষা নিশ্চিতকারী জেনেভা কনভেনশন এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ১৭৩৮ নম্বর রেজোল্যুশনের কথা উল্লেখ করে জোসেফ আউন বলেন, সংবাদকর্মীরা যুদ্ধের ময়দানে বেসামরিক নাগরিক হিসেবে আন্তর্জাতিক সুরক্ষা পাওয়ার অধিকারী। লেবাননের তথ্যমন্ত্রী পল মরকোসও এই হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানিয়ে আন্তর্জাতিক মহলের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) এই হামলার দায় স্বীকার করে জানিয়েছে, তাদের মূল লক্ষ্য ছিল আলী শোয়েব।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর দাবি, শোয়েব সাংবাদিকতার আড়ালে হিজবুল্লাহর অভিজাত রেদওয়ান ফোর্সের গোয়েন্দা ইউনিটের সদস্য হিসেবে কাজ করতেন। একই সঙ্গে ইসরায়েলি সেনাদের অবস্থান শনাক্ত করে তথ্য পাচার করতেন। তবে আইডিএফ এই দাবির পক্ষে এখন পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করেনি।

হিজবুল্লাহ এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, সাংবাদিকদের আক্রমণ করার দায় এড়াতে এটি ইসরায়েলের অজুহাত মাত্র।

ব্রঙ্কসে এবিএম মাল্টি মিডিয়ার ঈদ পুনর্মিলনী

শেখ শফিকুর রহমান, *নিউইয়র্ক* : নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান করেছে এবিএম মাল্টি মিডিয়া।অনুষ্ঠানের আয়োজনে ছিল ঈদ ম্যাগাজিন আনন্দ মেলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গত ২৮শে মার্চ শনিবার ব্রঙ্কসের স্ট্রালিন বাংলাবাজারে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের।

সংগঠনের নির্বাহী জামাল আহমেদ মাসুদের সভাপতিত্বে ও রেজা আব্দুল্লাহ এর সঞ্চালনায় শুরুতেই লাল ফিতা কেটে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ খালেক ও বিশিষ্ট লিয়েলস্টিট ব্যবসায়ী সালেহ উদ্দিন সালে।শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন আব্দুল মুহিত, জহিরুল ইসলাম, সাদিকুর রহমান, গোলাম রব্বানী, আজাদ খান, কলি চৌধুরী, সালমা জাহান, শেখ শফিকুর রহমান, কবি আবু তাহের চৌধুরী, মনির উদ্দিন, রেজাউল করিম।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপিএ জাকির হোসেন চৌধুরী, ইমরান শাহ রন, শেখ জামাল হোসেন, নুরুল ইসলাম মিলন, শ্যামল চন্দ্র চন্দ, মোশাহিদ চৌধুরী, বীরমুক্তিযোদ্ধা এমএ নাসির, বীরমুক্তিযোদ্ধা জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ। ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে কৌতুক পরিবেশন করেন জহিরুল ইসলাম দম্পতি। উপস্থিত দর্শকদের নিয়ে ছিল কুইজ প্রতিযোগিতা।প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন প্রথম রওশন আরা কাজল দ্বিতীয় হন শেখ শফিকুর রহমান এবং তৃতীয় হন আরিফ হোসেন।বিশিষ্ট লিয়েলস্টিট ব্যবসায়ী সালেহ উদ্দিন সালে কে এবিএম মাল্টি মিডিয়ার পক্ষ থেকে বিশেষ এওয়ার্ড প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সংগীত পরিবেশন করেন টিভি চ্যানেলের শিল্পী সালমা জাহান, রওশন আরা কাজল, রুমা, মেহজাবীন মেহা, আসাদ, নাসির। সন্ধ্যা থেকে মধ্য রাত পর্যন্ত চলে এক ঢানা সংগীত পরিবেশনা।সেই সাথে বিখ্যাত ঢোল বাদক সফিকের ঢোলের তালে দর্শককে নাচিয়ে রাখেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।বিপুল সংখ্যক হল ভর্তি প্রবাসী পুরুষ মহিলা বাংলাদেশি দর্শকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে ছিল আনন্দের বন্যা। সবশেষে সংগঠনের সিইও জামাল আহমেদ মাসুদ অনুষ্ঠানের সকল স্পন্সর ও উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দেশে হামের প্রাদুর্ভাব, মার্চে ২১ শিশুর মৃত্যু, টিকায় ঘাটতি নিয়ে প্রশ্ন



ডেমরা থেকে আসা হামে আক্রান্ত ৯ মাস বয়সী ইমতিয়াজ আকন্দকে ২৬ মার্চ মহাখালীর সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গতকাল হাসপাতালে শয্যাপাশে শিশুটির মা

বিশেষ প্রতিনিধি : দেশে হামের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। কমপক্ষে সাত জেলায় রোগটি বড় আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। শুধু চলতি মাসেই হামে ২১ শিশুর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, হামের ব্যাপারে যথাযথ মনোযোগ না দেওয়ায় পরিস্থিতি এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। শিশুদের হামের টিকা দেওয়ায় ঘাটতি আছে। হাম খুবই সংক্রামক, অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। একজন আক্রান্ত হলে তার থেকে ১৫১৮ জন সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে এই রোগ আরও ছড়িয়ে পড়তে পারে, শিশুমৃত্যু বাড়তে পারে।

গতকাল শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিক) মঈনুল আহসান আমাদের প্রতিনিধিকে বলেন, 'সারা দেশেই কমবেশি হাম আছে। তবে আমরা ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, পাবনা, চট্টগ্রাম, যশোর ও নাটোরে বেশি রোগী দেখতে পাচ্ছি।'

তবে সরকারের সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, ভোলা ও পটুয়াখালীর রোগীরা রাজধানীর এই হাসপাতালে এসে চিকিৎসা নিচ্ছে। আমাদের প্রতিনিধি খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাতেও রোগী আছে।

সংশ্লিষ্ট হাসপাতালগুলোয় যোগাযোগ করে জানা গেছে, ইতিমধ্যে হামে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১২টি, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৩টি, রাজধানীর সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে ৩টি ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হাসপাতালে ৩টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

টিকা সংগ্রহ ও বিতরণের আন্তর্জাতিক উদ্যোগ গ্যাভির স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ার নিজাম উদ্দিন আহমেদ প্রতিনিধিকে বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় হামের সংক্রমণ দেখা যাচ্ছে, যা জনস্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্য মারাত্মক উদ্বেগজনক। সংক্রমণ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লে, তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ অবস্থায় দ্রুত টিকাদান, শক্তিশালী নজরদারি, সরবরাহ নিশ্চিতকরণ ও মাঠপর্যায়ে নজরদারি বাড়ানো গেলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব।

সরেজমিনে হাসপাতাল : গতকাল দুপুরে রাজধানীর সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, রোগীর ভিড় ও লম্বা লাইন। অনেকের কোলে শিশু। কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, কেউ এসেছেন হাম কি না, তা নিশ্চিত হতে; কেউ এসেছেন বসন্ত কি না, তা জানতে। ১০০ শয্যার এই হাসপাতালে হাম, বসন্ত, এইচআইভি/এইডস, ধনুষ্টংকার, কালাজ্বর ও জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসা হয়।

হাসপাতালের দ্বিতীয় তলায় হামের রোগীর জন্য শয্যা আছে আটটি; কিন্তু গতকাল দুপুর পর্যন্ত শুধু হাম ও হাম সন্দেহে রোগী ভর্তি ছিল ১১৭ জন। বিভিন্ন তলায় বারান্দা ও মেঝেতে হামে আক্রান্ত শিশুদের নিয়ে মায়েদের শুয়ে থাকতে দেখা যায়।

নরসিংদীর বাগহাটা গ্রাম থেকে আসা মুন্নি আখতারকে দেখা যায়, চারতলার বারান্দায় তাঁর এক বছরের ছেলে আহমদুল্লার জন্য জায়গা করে নিয়েছেন। মুন্নি আখতার প্রতিনিধিকে বলেন, ১৫ দিন আগে ছেলের জ্বর হয়, পরে গায়ে র‍্যাশ ওঠে। স্থানীয় একটি বেসরকারি ক্লিনিকে ছেলেকে দেখান। তারপর ওই ক্লিনিক থেকে জানায় ছেলের হাম, এই হাসপাতালে আনতে পরামর্শ দেয়।

রাজধানীর বছিলা এলাকা থেকে আসা এক নারী বলেন, এক বছরের ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালের বারান্দায় থাকতে সমস্যা হচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও কোনো ওয়ার্ডে শয্যা পাননি।

হাসপাতালের কনসালট্যান্ট (শিশু স্বাস্থ্য) এ আর এম সাখাওয়াত হোসেন প্রতিনিধিকে বলেন, এ বছরের ১ জানুয়ারি থেকে গতকাল পর্যন্ত ৪৫০ জন রোগী হাম সন্দেহে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এর মধ্যে ৭০ শতাংশের হাম শনাক্ত হয়েছে। গতকাল যে ১১৭ জন ভর্তি ছিল, তাদেরও ৭০ ভাগ হামের রোগী। চলতি মার্চে তিনটি শিশু মারা গেছে। রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও আজিমপুর থেকে বেশি রোগী আসছে। তিনি আরও বলেন, হামে আক্রান্ত অনেক শিশুর টিকা নেওয়া নেই।

উল্লেখ্য, গত বছর এই হাসপাতালে হামের রোগী সন্দেহে ৬৯ জন ভর্তি হয়েছিলেন। তার মধ্যে ২৩ জনের হাম শনাক্ত হয়।

হামের রোগীদের চিকিৎসা দিতে হিমশিম খাচ্ছে সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক তানজিনা জাহান প্রতিনিধিকে বলেন, কোনো রোগী না থাকায় কালাজ্বরের ওয়ার্ডে হামের রোগী রাখা হচ্ছে। এইডসের কিছু রোগীকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। বাকি অংশ হামের রোগীদের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

তবে নতুন সমস্যাও দেখা দিয়েছে বলে তত্ত্বাবধায়ক জানান। তিনি বলেন, এখন বসন্ত রোগের মৌসুম। গতকাল ১০ জন বসন্তের রোগী ভর্তি ছিল। বসন্তের রোগী বাড়লে তাঁদের সমস্যায় পড়তে হবে। বসন্ত রোগও সংক্রামক।

এই হাসপাতালে নিয়মিত চিকিৎসক আছেন ২২ জন। হামের রোগী বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার ছয়জন বাড়তি চিকিৎসক এই হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

রাজশাহী ও ময়মনসিংহের পরিস্থিতি : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় ১৮ মার্চ রাজশাহী বিভাগের ১৫৩ জন সন্দেহজনক রোগীর নমুনা পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষায় ৪৪ জন রোগী শনাক্ত হয়। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গতকাল ৭০ জন রোগী ভর্তি ছিল। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হাসপাতালে গতকাল বিকেলে ৭০ জন রোগী ভর্তি ছিল। পাবনা সদর হাসপাতালে ভর্তি ছিল ২৬ জন। এ বছর রাজশাহী মেডিকেলে ১২ জন ও চাঁপাইনবাবগঞ্জে তিনজন শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত ১১ দিনে ১০৫ জন হামের রোগী ভর্তি হয়। গতকাল বিকেল পর্যন্ত ভর্তি ছিল ৬৯ জন। এ পর্যন্ত ময়মনসিংহ মেডিকেলে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

কেন এই প্রাদুর্ভাব : দাতা সংস্থাগুলোর একটি সূত্র বলছে, এ বছরের ৪ জানুয়ারি কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রথম হাম শনাক্ত হয়। ১০ জানুয়ারি ক্যাম্প এলাকায় সতর্কতা জারি করা হয়। একই সময় রাজধানীর বস্তি এলাকায় হামের রোগী বৃদ্ধি পেতে থাকে।

বাংলাদেশ হামমুক্ত দেশ নয়। তবে টিকা কর্মসূচির কারণে হামের প্রকোপ কমে এসেছিল। জনস্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, শিশুরা নিয়মিত টিকা পাচ্ছে না। দেশে বেশ কয়েক বছর হাম ও রুবেলা টিকার ক্যাম্পেইনও হয় না।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, শিশুদের ৯ মাস বয়সে হামের টিকার প্রথম ডোজ এবং ১৫ মাস বয়সে দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়। অন্যদিকে ক্যাম্পেইনের সময় ৯ মাস বয়স থেকে ১০ বছরের সব শিশুকে টিকা দেওয়া হয়। সর্বশেষ জাতীয় ক্যাম্পেইন হয়েছে ২০২০ সালে। তখন ৩ কোটি ৪০ লাখ শিশুকে এই টিকা দেওয়ার কথা ছিল। তার আগে ক্যাম্পেইন হয়েছিল ২০১৪ সালে।

টিকাদান পরিস্থিতির বিষয়ে জানতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক প্রভাত চন্দ্র বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। মুঠোফোনে বার্তা পাঠিয়েও তাঁর সাড়া পাওয়া যায়নি। তবে নাম প্রকাশ না করার শর্তে সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) এক কর্মকর্তা প্রতিনিধিকে বলেন, কেন্দ্রীয় গুদামে হামরুবেলার টিকার মজুত শূন্য। কোন জেলা বা কোন উপজেলায় টিকার মজুত ফুরিয়ে গেছে, তা তাঁর জানা নেই।

সরকারি একাধিক কর্মকর্তা ও একাধিক জনস্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিকে বলেন, সব শিশু ঠিক সময়ে টিকা পাচ্ছে না। কিছু জায়গায় মাঠপর্যায়ে স্বাস্থ্যকর্মী নেই। কিছু ক্ষেত্রে টিকার সরবরাহ নেই।

জনস্বাস্থ্যবিদ ও হামরুবেলা নির্মূলবিষয়ক ন্যাশনাল ভেরিফিকেশন কমিটি ফর মিসেলস অ্যান্ড রুবেলা এলিমিনেশন কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান বলেন, হামের প্রাদুর্ভাবের কারণ হতে পারে টিকার সরবরাহের সংকট, কিছু ক্ষেত্রে জনবল স্বল্পতার কারণে শিশুরা টিকার বাইরে থেকে যাচ্ছে।

তবে সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালের চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, ৯ মাসের কম বয়সী শিশুদের হাম হতে দেখা যাচ্ছে। অথচ টিকা দেওয়া হচ্ছে ৯ মাস ও ৯ মাসের পর থেকে। এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে অধ্যাপক মাহমুদুর রহমান বলেন, 'আমরা আগেই বিষয়টি লক্ষ করেছি। এর বৈজ্ঞানিক কারণ খোঁজা দরকার। বিষয়টি দেড় বছর আগে মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে।'

এখন করণীয় : চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, হাম সাধারণত শিশুদেরই হয়। প্রথমে জ্বর হয়। জ্বর তীব্র হতে থাকে। এরপর প্রথমে মুখমণ্ডলে র‍্যাশ উঠতে থাকে। তারপর তা সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। শিশুদের এ সময় নিউমোনিয়া ও ডায়রিয়া দেখা দিতে পারে। শিশুদের এসব লক্ষণ দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে বা হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিক) মঈনুল আহসান প্রতিনিধিকে বলেন, দেশের সব সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও জেলা হাসপাতালকে হাম রোগীর চিকিৎসার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। রাজধানীতে শিশু হাসপাতাল, সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল ও ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন মার্কেট হাসপাতালে হামে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসায় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া হাম বেশি ছড়িয়েছে এমন এলাকাগুলোতে গণটিকাকরণের (মাস ক্যাম্পেইন) ব্যবস্থা করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে গণটিকাকরণের জন্য পর্যাপ্ত টিকা নেই।

[প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন আমাদের প্রতিনিধিগণ]

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নি শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।



ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইল বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোনো প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে হাসান হাবিবের প্রশ্ন ঃ
আমি একজন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে অনেক বছর যাবত এদেশে বাস করছি। আমি উর্ধ বয়সী। আমি সিটিজেনশীপেরজন্য আবেদন করতে চাচ্ছি। আমি শুনেছি যে বয়স্ক এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য কিছু সুবিধা আছে। এ ব্যাপারে আমি তেমন অভিজ্ঞ নই বরে আপনার পরার্ম কামনা করছি। আপনার পরামর্শ পেরে উপকৃত হব এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

হাসান হাবিবের প্রশ্নের উত্তর ঃ
আপনার প্রশ্নের মতো প্রশ্ন আমরা প্রায়ই পেয়ে থাকি। এ ব্যাপারে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে আপনারা আমাদের এই বিভাগ নিয়মিত পড়ুন এবং আপনার প্রশ্ন সম্পর্কে ধারণা লাভ করুন।

ন্যাচারালাইজেশন ইন্টারভিউ এর সময় ইউএসসিআইএস কর্মকর্তা আবেদনপত্র এবং ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে প্রশ্ন করবেন। এছাড়াও ইংরেজি এবং সিভিক জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়।

ইংরেজি পরীক্ষার সময় অবশ্যই পড়া, লেখা এবং কথাবলাসহ ইংরেজি ভাষা বোঝার মতো দক্ষতা আছে এটার প্রমাণ করতে হবে। সিভিক টেস্টের সময় ইউএস গভর্নমেন্ট সম্পর্কে এবং ইতিহাস সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। ন্যাচারালাইজেশন আবেদনকারীকে দুটি পরীক্ষাই দিতে হয়। তবে কোনো কোনো আবেদনকারীর বয়স এবং শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় তাদের পরীক্ষা মওকুফ হতে পারে। শারীরিক অক্ষমতা ব্যতিক্রমের জন্য এন-৬৪৮।

এন-৬৪৮ বা অক্ষমতার জন্য মওকুফ কী?
শারীরিক অক্ষমতার কারণে ব্যতিক্রম প্রমানের জন্য বা ফরম এন-৬৪৮ কিংবা ইংরেজি পড়তে লিখতে, বলতে না পারার অর্থ ইউএস'র ইতিহাস এবং সিভিক জ্ঞানে পাস করার অযোগ্য। এরকম কিছু আবেদনকারীর জন্য শারীরিক অবস্থা বিবেচনায় মেডিকেল টেস্ট রহিত করার অনুমোদন মঞ্জুর হলে আবেদনকারী নিজ ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন কিংবা তাকে পরীক্ষা দিতে হবে না। এন-৬৪৮ এর জন্য ৩টি মৌলিক বিষয় লাগবে ঃ

১) ব্যক্তির শারীরিক অক্ষমতা কিংবা অসুবিধা,

২) শারীরিক অবস্থা কমপক্ষে ১২ মাস একই রকম থাকা এবং

৩) অক্ষমতা অথবা অপারগতার জন্য ইংরেজি বা সিভিক জ্ঞান অর্জন করতে না পারা।

আবেদনকারীকে চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রমাণ করতে হবে তার অপারগতা সম্পর্কে। এই ফরম ডাক্তার দ্বারা পূরণ করতে হবে।

ভিসা বুলেটিলে দ্বৈত চার্ট :
ভিসা বুলেটিলে দ্বৈত চার্ট সম্পর্কে জানতে চেয়ে আপনাদের কাছ থেকে কিছু চিঠি পেয়েছি। আপনাদের জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে পুনরায় ভিসা বুলেটিলে দ্বৈত চার্ট সম্পর্কে কিছু লেখা হলো।

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট পরিবার ভিত্তিক এবং চাকুরিভিত্তিক ক্যাটাগরিতে পৃথক দুটি চার্ট প্রকাশ করে থাকে। একটি চার্ট ফাইনাল অ্যাকশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই চার্টটিকে চার্ট 'এ' বলা হয়। এই ক্যাটাগরিতে একজন আবেদনকারী গ্রিনকার্ড অথবা ভিসা প্রকৃতপক্ষে যখন অনুমোদন লাভ করতে পারে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

আর দ্বিতীয় চার্টটি হচ্ছে ন্যাশনাল ভিসা সেন্টারের সাক্ষাৎকারের জন্য চূড়ান্তভাবে ফাইল করার ব্যাপারে এই চার্টটিকে সাধারণত চার্ট 'বি' বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে এটাই আসল তারিখ।

চার্ট 'বি' ভিসা হচ্ছে ভিসা আবেদনের ফাইল ফাইনাল করার ইঙ্গিত দেয়। ইউএস ডিপার্টমেন্টের ওয়েব সাইটে প্রতি মাসে পারিবারিক ভিত্তিক এবং চাকুরিভিত্তিক অগ্রাধিকারের উভয় চার্টই প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

এই বিভাগের মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহে ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করা হয়ে থাকে। যা আপনাদের জানার ব্যাপারে সহায়ক হয়।

এপ্রিল ২০২৬ ভিসা বুলেটিন
ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) এপ্রিল ২০২৬'র ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিম্নে মার্চ ২০২৬'র পরিবারভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো। উল্লেখ্য যে, 'ফাইনাল এ্যাকশন ডেট' বলতে সেই তারিখকে বোঝায় যখন ইউএসসিআইএস/ডিওএস জমাকৃত আবেদনের উপর তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে। আর এতে করে প্রায়োরিটি তারিখ নির্ণয় হয় এর পূর্বে।

এপ্রিল ২০২৬'র সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, পরিবার ভিত্তিক ভিসা ক্যাটাগরিতে কিছু অগ্রগতি হয়েছে।

ফ্যামিলি স্পন্সরড প্রেফারেন্সেস
প্রথম: (এফ-১): ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা : মে ০১, ২০১৭।

দ্বিতীয়: পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউসে (স্বামী/স্ত্রী), সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র-কন্যা।

এ. (এফ-২এ) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) এবং ২১ নিম্ন বয়সী সন্তান ঃ ফেব্রুয়ারি ০১, ২০২৪।

বি. (এফ ২বি) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা (২১ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সী)। মে ২২, ২০১৭।

তৃতীয় (এফ-৩) ঃ ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র-কন্যা।

ডিসেম্বর ২২, ২০১১।

চতুর্থ (এফ-৪) ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই-বোন।

জুন ০৮, ২০০৮।

পারিবারিকভিত্তিক এবং চাকুরিভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা সম্পর্কে জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

সবশেষে আপনাদের অবগতির জন্য উল্লেখ করা হচ্ছে যে, ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে সাক্ষাতে পরামর্শ গ্রহণ করা ভালো। প্রয়োজনে আমাদের অফিসের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা:
২২৫ ব্রডওয়ে (১৬ তলা),
নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল:
kazmiandreeves@gmail.com
[Law office of Kazmi & Reeves]
225 Broadway, (16th floor)

এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (16th floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases * Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300 OFF
* Minimum $10000 cash purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel


Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

সাহিত্য সাময়িকী

মিউট
নাজনীন খলিল

একটা ঝাপসা রাতের ভেতর জুড়ে বসে আছে
আরেকটা কুয়াশামোড়া রাত।
মর্মরের ঘুঙুর বাজার অপেক্ষায় খোলা ছিল একটি জানালা।

তখন।
যখন আমরা শিখে নিয়েছিলাম
অন্ধকারের স্যাঁতসেঁতে আলোয়ানের ভেতর থেকে কিভাবে
সবুজ পায়রা
ওড়াতে হয়,
প্রবল হিমের ভেতরে বেড়ালের ওম মাখা পশমী আমেজ।

ঘোর মহুয়া আর মাদলের মাতাল তালে বেজে যাচ্ছে কেউ।
আমিতো সব মিউটেই দিয়ে রেখেছিলাম!

আমাদের ইদ
নয়ন আহমেদ

লঞ্চের ডেকে
ট্রেনের প্রতিটি কামরায়
বাদুরঝোলা হয়ে বাসে বাসে
এবং কাঁধে তল্পিতল্পা নিয়ে এসে থেমেছে উঠোনে।
তারপর গোলাকার চোখগুচ্ছ উপশম খুঁজছে
শাশ্বত ঘরবাড়ির ভেতর।
মায়ের সান্নিধ্য নামিয়ে এনেছে পূর্ণদৈর্ঘ্য স্থিরতা।
ভাইবোনের কলতান জন্ম দিচ্ছে অন্যকোনও রূপকথা।
বউঝিরা উপন্যাসের চরিত্র থেকে নেমে এসেছে ধবল সন্ধ্যাবেলা।
আর বুড়ো হয়ে যাওয়া বাবা প্রত্যেকের কাছ থেকে রোদ ধার নিয়ে
বসেছেন সবার মাঝে।
ইদ ইদ করছে জলেস্থলে।

আমার চোখজোড়া অশেষ সূর্যের স্বপ্ন দেখছে অবিরত।

আসমানের ওপারে ঈশ্বরের কোন ঘর নেই
মাসুম আহমদ

ঈশ্বর কোথায় সেটা খুঁজে বের করতে গিয়ে
আমি আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখি,
এক অদৃশ্য হাত মেঘগুলোকে সাজিয়ে রেখেছে।
আসমানকে জিজ্ঞেস করলাম,
এটা কি ঈশ্বরের হাত?
তার কাছ থেকে কোন উত্তর পেলাম না,
কিন্তু আসমানের নীরবতাটা আমার খুব পরিচিত লাগল।

জলের ভিতর কিংবা ঢেউয়ের ভিতর ঢুকে বুঝলাম,
তারা আমাকে কিছু একটা বলতে চাচ্ছে
কিন্তু তাদের ভাষাটা আমি এখনো শিখিনি।

মানুষের ভিড়ে কিংবা মানুষের হাসির মাঝে
কিংবা মানুষের কান্নার পাশে,
আকস্মিক হাত ধরা কোনো ভালবাসার মুহূর্তে
কে যেন চুপ করে বসে আছে
কে যেন চুপ করে লুকিয়ে থাকে
কিন্তু আমি তাকে দেখতে পাই না।

ঈশ্বর কোথায় সেটা খুঁজে বের করতে গিয়ে
আমি পৃথিবীর সব আসমান ঘুরে ফেললাম,
কোথাও কাউকে পেলাম না।
শুধুমাত্র ফিলস্তিনের আসমানে
এক মুমূর্ষু ঈশ্বরকে পেয়েছিলাম,
যে আমাকে বলেছিলো,
'আমাকে খুঁজ তুমি তোমার বুকের আসমানে'!

এরপর থেকে আমি অনুভব করি
আমার বুকের ভিতর
কে যেন নিঃশব্দে উড়ে বেড়ায়
কে যেন আমার ভাঙা স্বপ্নগুলো জোড়া লাগিয়ে দেয়,
প্রার্থনায় বা ভালবাসায় জন্ম নেয়া মুহূর্তে
কে যেন চুপচাপ বসে থাকে,
তাকে আমি চিনি না কিংবা

ফুল ফুটুক গুচ্ছ গুচ্ছ
মাহমুদ নজির

দিন দিন ছোট হয়ে আসছে পৃথিবী
সেই সাথে মানুষজনও ছোট হয়ে যাচ্ছে খুব।

অথচ কথাছিলো পৃথিবী ছোট হলেও
মানুষ সব হয়ে উঠবে
ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর সমান।

কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে
সারিবদ্ধ গড়ে তুলবে সমতার লাইন,
ধর্ম, বর্ণ, জাতপাত, শ্রেণী, বৈষম্য ভুলে
মানুষ সব হয়ে উঠবে মহৎ মানুষ।

দ্বন্দ্ব, কলহ, লড়াই, ঝগড়া
খুন, হত্যা, ধর্ষণ, যুদ্ধ-বিগ্রহ
সবকিছু থামিয়ে দিয়ে
জোরেশোরে গাইবে সাম্যের গান।

আমি কেবল প্রতীক্ষায় গুনছি দিন
সেই ক্ষণ, সেই স্নিগ্ধ ভোরের,
ফুল ফুটুক গুচ্ছ গুচ্ছ চৈত্রে হৃদয় বাগানে।

দেখি, পারো কি এড়াতে
ডা. মো. মাশুকুর রহমান

হায়রে মাটির টান, এভাবে, কবিরে রাখে বেঁধে
কুশিয়ারা, সুরমার স্রোত- তার দুই চোখে নদী
জমে থাকা অশ্রু জল, বিভূঁয়ে, হাড়সন অবধি
কঠিন বরফ রূপে, মেটাফোরে, রূপ খানি দেখে!
যতো দূর যাও তুমি, কঠিনের বিদ্যে রূপ শেখে
প্রকৌশলী কভু নও, মাথিউরা- এ গাঁয়ের ছেলে
অন্তরের তলদেশে, কঠিন বরফ নয়, মেলে
খয়েরি মাটির সোঁদা, ভিজায়ে রাখে অন্তর, কেঁদে!

এ কবির আত্মাখানি, নরম পলিতে জানি গড়া
সাগরের নোনা জল, দূরে ঠেলে, মিঠে পানি চায়
পাটিসাপটায় ঘন পূর, গোহালের ননীর মায়ায়
সে-ই মাঠ, সে-ই নদী, স্মৃতি জাগা, ভেতরের নড়া!
কে বলে সে দূর দেশে, পোড়া মনে- স্মৃতির লোবান
এ কবি তো বাংলার, জাগরুক, আমৃত্যু অম্লান!

এই জীবন
আলী আকবর বাবুল

ছিন্নপালে চলছে সময়
গোধূলিও ডুবছে
আমি কেবল দেখে যাই- চলে যাওয়ার ঘোর
পেছনে রয়েছে- কত মুখ!

বারেবারে ডেকে যায় ওই সব মুখ- মাঠের ছায়ায়
চলছি একা, শুনি কত প্রতিধ্বনি
জীবনের বাঁক ঘুরে- ফিরে আসে
মহামায়ায় কত মুখ!
এই জীবন বারেবারে পেছনে ডাকে।

নিউইয়র্ক এসেম্বলিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তাব উত্থাপন







শেষ পৃষ্ঠার পর

রহমান সেলিম, সেক্রেটারি মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ মহিউদ্দীন দেওয়ান, কাজী আজম, নাঈম টুটুল সহ বিভিন্ন কমিউনিটির নেতৃবৃন্দকে হাউসের স্বাগত জানান অ্যাসেম্বলিওম্যান জেনিফার রাজকুমার।

এই সময় বাংলাদেশী কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন অ্যাসেম্বলিওম্যান কারিনেস রেয়েস, অ্যাসেম্বলিম্যান ডেভিড ওয়েপ্রিন, অ্যাসেম্বলিওম্যান গ্রেস লি, অ্যাসেম্বলিম্যান নাদের সায়েগ সিনেটর জন লিউ, সিনেটর নাথালিয়া ফার্নান্দেজ।

ঐতিহাসিক বিল পাসের পর বাংলাদেশ সোসাইটির পক্ষ থেকে নিউইয়র্ক স্টেট সিনেট এবং এসেম্বলি হাউসের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বাংলাদেশ সোসাইটি আমেরিকার মুল ধারায় আরো এগিয়ে যাবে বলে সবাই আশা প্রকাশ করেন।











জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনে স্বাধীনতা দিবস পালন



শেষ পৃষ্ঠার পর

২৬ মার্চ নিউইয়র্কে দিবসটি উপলক্ষে সিটির একটি স্থানীয় হোটেলে এ আয়োজনে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক অঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানে বিশেষ মাত্রা যোগ করে।

অনুষ্ঠানে জাতিসংঘে নিযুক্ত প্রায় ১৫০টি দেশের স্থায়ী প্রতিনিধি, সংস্থাটির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি এবং কূটনীতিকরা অংশ নেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান বক্তব্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের অগ্রযাত্রার কথা তুলে ধরেন। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের পর থেকে বাংলাদেশ বহুপাক্ষিক কূটনীতিকে তার পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের দৃঢ় অবস্থানের কথা পুনর্ব্যক্ত করে তিনি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অবদান এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রতি অব্যাহত মানবিক সহায়তার বিষয়টি বিশেষভাবে তুলে ধরেন।

তিনি আরও বলেন, নানা চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে গত পাঁচ দশকে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে, যা জাতিসংঘ সনদের নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি গঠনমূলক অংশীদারিত্বের ফল।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সালাহ উদ্দিন নোমান চৌধুরী। তিনি বলেন, ২৬ মার্চ শুধু একটি রাষ্ট্রের জন্মদিন নয়, এটি বাঙালি জাতির অদম্য সাহস, আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতার চূড়ান্ত বিজয়ের প্রতীক।

এর আগে সকালে মিশনের অডিটোরিয়ামে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মহান স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরা হয়, বিশিষ্টজনদের বাণী পাঠ করা হয় এবং একটি বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।-- প্রেস রিলিজ

ইরানে স্থল অভিযানের পরিকল্পনার খবরে কড়া প্রতিক্রিয়া মার্কিন আইনপ্রণেতাদের

দ্য গার্ডিয়ান : ইরানে কয়েক সপ্তাহব্যাপী স্থল অভিযানের পরিকল্পনা করছে পেন্টাগন–এ খবর প্রকাশ্যে আসার পর কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মার্কিন আইনপ্রণেতারা। এমন এক সময়ে পরিকল্পনাটির কথা জানা গেল, যখন মধ্যপ্রাচ্যে হাজারো মার্কিন সেনা জড়ো করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে চলমান যুদ্ধ একটি নতুন ও আরও বিপজ্জনক পর্যায়ে প্রবেশের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

বিষয়টির সঙ্গে জানাশোনা আছে এমন মার্কিন কর্মকর্তারা ওয়াশিংটন পোস্টকে জানান, সম্ভাব্য কোনো স্থল অভিযান পূর্ণমাত্রার হবে না। বিশেষ বাহিনী ও পদাতিক সেনাদের সমন্বয়ে সীমিত অভিযানের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। যদিও পেন্টাগনের এমন কোনো পরিকল্পনা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কবে নাগাদ অনুমোদন দেবেন, সেটা স্পষ্ট নয়।

ট্রাম্পের নিজ দল রিপাবলিকান পার্টির সিনেটর জেমস ল্যাঙ্কফোর্ড এনবিসি চ্যানেলের 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ইরানে সম্ভাব্য স্থল অভিযানের সেনা সমাবেশে সমর্থন দেওয়ার বিষয়টি সরাসরি নাকচ করেননি। তবে তিনি বলেন, 'এই সেনাদের উদ্দেশ্য কী এবং তারা আসলে কী করছে, সেসব আমাদের জানতে হবে।'

যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের গোয়েন্দাবিষয়ক কমিটিতে রয়েছেন জেমস ল্যাঙ্কফোর্ড। সম্ভাব্য স্থল অভিযানের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য হলো, 'কাজটি শেষ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে আমরা কেন সেনা পাঠাচ্ছি, সেটা জানাও জরুরি।'

'যদি বিশেষ বাহিনীর কাজ হয় কোনো নির্দিষ্ট অভিযান চালানো–কোথাও প্রবেশ করা ও বেরিয়ে আসা, তবে দীর্ঘস্থায়ী দখলদারির চেয়ে সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন'–বলেন জেমস ল্যাঙ্কফোর্ড। তাঁর মতে, এ পরিস্থিতিতে সবচেয়ে খারাপ যা হতে পারে তা হলো, সংঘাত শেষ না করে অসমাপ্ত রেখে দেওয়া। জেমস বলেন, 'আমাদের এটা শেষ করতেই হবে।'

এ বিষয়ে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যারোলিন লেভিট বলেন, 'সর্বাধিনায়ককে (কমান্ডার ইন চিফ) যেকোনো সর্বোচ্চ বিকল্পের সুযোগের জন্য প্রস্তুত করাই পেন্টাগনের কাজ। এর মানে এটা নয় যে প্রেসিডেন্ট কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন।'

এর মাঝেই রোববার মার্কিন রণতরি ইউএসএস ত্রিপোলির নেতৃত্বাধীন একটি ইউনিটের অংশ হিসেবে আরও ৩ হাজার ৫০০ মার্কিন সেনা (মেরিন সেনাও রয়েছে) মধ্যপ্রাচ্যে পৌঁছেছেন। এ বহরে আক্রমণ পরিচালনাকারী ও পরিবহন সরঞ্জাম রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সচরাচর এ অঞ্চলে প্রায় ৫০ হাজার সেনা মোতায়েন করে রাখে।

এভাবে সামরিক শক্তি বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিকল্প কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে–হরমুজ প্রণালি সুরক্ষিত রাখার পরিকল্পনা এগিয়ে নেওয়া, ইরানের সমৃদ্ধ করা ইউরেনিয়াম জব্দ করা, ইরানের তেল স্থাপনাগুলো দখল করা।

যাত্রা শুরু করল সানম্যান এক্সপ্রেস গ্লোবালের ফুলটন স্ট্রিট ব্রাঞ্চ







নিউইয়র্ক: ২৮ বছর ধরে বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ এশিয়ার হাজার হাজার মানুষকে মানি ট্রান্সফারের মাধ্যমে সেবা দিয়ে যাচ্ছে নিউইয়র্কের ঐতিহ্যেবাহী

বাংলাদেশি মালিকানাধীন মানি ট্রান্সফার প্রতিষ্ঠিত সানম্যান এক্সপ্রেস গ্লোবাল কর্পোরেশন। শুক্রবার ২৭ মার্চ বাদ জুমা ব্রুকলিনের ১৩০৪ ফুলটন স্ট্রিটের নিউ লোকেশনে গ্র্যান্ড ওপেনিং এর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানটি হয়।

মিলাদ মাহফিল, দোয়া ও কেক কাটার মধ্য দিয়ে গ্র্যান্ড ওপেনিং এ কার্যক্রমে আয়োজন চলে।

এই সময় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সানম্যান এক্সপ্রেস গ্লোবাল কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট ও সিইও মাসুদ রানা তপন, নোয়াখালী সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক এএসএম মাইন উদ্দিন পিন্টু, আইটি বিশেষজ্ঞ আব্বাস উদ্দিন, কাজি এম আর খান সেলিম,মাহফুজুল





ইসলামসহ আরো অনেক।

১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানের ৮৫ টি এজেন্ট ও ব্রাঞ্চে প্রায় দেড়শ শতাধিক বাংলাদেশীদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশের জিডিপি সহ আমেরিকার অর্থনীতিতে সানম্যান এক্সপ্রেস গ্লোবাল সহ বিভিন্ন মানি ট্রান্সফারের প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক অবদান রয়েছে। ফুলটন স্ট্রিটের এই ব্রাঞ্চে মানি এক্সচেঞ্জ ছাড়াও স্বল্প মূল্যে এয়ার টিকিট, মোবাইল এক্সেসরিজ সহ বিভিন্ন পণ্যের ওয়ান স্টপ সার্ভিস রয়েছে বলে মাসুদ রানা তপন জানান।

শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের স্বাধীনতা দিবস পালন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): একাত্তুরের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আলোচনা সভার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের ৫৫তম মহান স্বাধীতা দিবস পালন করেছে কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন নর্থ আমেরিকা ইনক। এ উপলক্ষ্যে ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকার একটি রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এবাদুল হক এবাদ। খবর ইউএনএ'র।

সভার শুরুতে একাত্তুরের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। আলোচনায় অংশ নেন এসোসিয়েশনের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবিএম ওসমান গণি, ভাইস চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান দুলাল, উপদেষ্টা ছাইদুর খান ডিউক, উপদেষ্টা আজিজুর নাহার মুকুল, এক্সিকিউটিভ কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান জুবায়ের আহম্মেদ রানা, ট্রেজারার বিশ্বজিত পাল, মাহবুবুর রহমান মনু প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনির। সভায় প্রবাসী কিশোরগঞ্জবাসীরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় এবিএম ওসমান গণি স্বাধীনতার ছুপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সহ একাত্তুরের শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়তে হবে, আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তা নাহলে শহীদদের আত্মা শান্তি পাবে না এবং আমরা স্বাধীন দেশের স্বাদও পাবো না। তিনি বলেন, দেশের মানুষ ভালো না হলে দেশের উন্নয়ন হবে না। দু:খজনক হলেও সত্য দেশের রাজনীতিবীদরা নিজের আর দলের স্বার্থ ছাড়া কিছু বুঝে না।

মফিজুর রহমান দুলাল একাত্তুরের শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে কিশোরগঞ্জের মানুষও অবদান রেখেছে। আগে আমাদের ইতিহাস জানতে হবে। সবার মনে রাখতে হবে একাত্তুরে আমাদের বিজয়, গৌরবের বিজয়। আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রের প্রেরণা হচ্ছে স্বাধীনতা।

সভাপতির বক্তব্যে এবাদুল হক এবাদ তার বক্তব্যে স্বাধীনতার ছুপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ কিশোরগঞ্জের কৃতি সন্তান ও দেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জাতীয় চার নেতা এবং শহীদদের স্মরণ করে তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান এবং সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ গড়ার আহ্বান জানান।











টিএসএ কর্মী সংকট: দীর্ঘ লাইনে ভোগান্তিতে বিমান যাত্রীরা

শেষ পৃষ্ঠার পর

এটি কি সাময়িক সমাধান, নাকি টিএসএ পুরোপুরি অর্থায়ন পেয়েছে?

সিএনএন জানায়, শাটডাউনের ধাক্কায় ইতোমধ্যে প্রায় ৫০০ টিএসএ কর্মী চাকরি ছেড়েছেন, আর হাজার হাজার কর্মী আর্থিক সংকটে পড়ে কাজে অনুপস্থিত থাকছেন। প্রায় ৬১ হাজার কর্মী টানা কয়েক সপ্তাহ ধরে বেতন ছাড়াই কাজ করছেন। গড়ে বছরে প্রায় ৩৫ হাজার ডলার আয় করা এই কর্মীদের অনেকেই পরিবার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন কেউ খাবার কমিয়ে দিচ্ছেন, কেউ সন্তানদের জন্য সঞ্চয় ভাঙছেন, আবার কেউ দ্বিতীয় চাকরি নিতে বাধ্য হচ্ছেন।

এর সরাসরি প্রভাব পড়েছে নিউইয়র্ক, আটলান্টা, হিউস্টন ও বাল্টিমোরসহ বড় বড় শহরের বিমানবন্দরে যাত্রীদের উপর। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। বাল্টিমোর/ওয়াশিংটন ইন্টারন্যাশনাল থারগুড মার্শাল এয়ারপোর্ট -এ কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের ফ্লাইটের অন্তত চার ঘণ্টা আগে পৌঁছানোর পরামর্শ দিয়েছে।

কিছু ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়েছে যে, যাত্রীদের বিমানবন্দরের বাইরে ঠান্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। একজন যাত্রী জানান, শিশু, বয়স্ক ও হুইলচেয়ার ব্যবহারকারীরাও দীর্ঘ সময় ঠান্ডায় অপেক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছেন। কেউ কেউ লাইনে দাঁড়িয়েই ঘুমানোর চেষ্টা করছেন, আবার অনেকেই ফ্লাইট মিস করছেন।

সংকট সামাল দিতে বিভিন্ন বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস) সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে। তারা মূলত পরিচয় যাচাই, প্রবেশ ও বহির্গমন নিয়ন্ত্রণ এবং ভিড় ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করছেন, যাতে টিএসএ কর্মকর্তারা নিরাপত্তা তল্লাশিতে মনোযোগ দিতে পারেন। তবে এই পদক্ষেপ নিয়েও বিতর্ক রয়েছে।

মেরিল্যান্ডের গভর্নর ওয়েস ম্যুর স্পষ্ট করে বলেছেন, আইস সদস্যরা অভিবাসন আইন প্রয়োগের জন্য নয়, বরং সহায়ক কাজের জন্য সেখানে রয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি ফেডারেল সরকারের প্রতি আহ্বান জানান দ্রুত টিএসএ কর্মীদের বেতন পরিশোধ এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য।

এদিকে কংগ্রেসে অচলাবস্থা কাটেনি। হাউস রিপাবলিকানরা স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের একটি বিল পাস করলেও ডেমোক্র্যাটদের বিরোধিতার কারণে সেটি সিনেটে অনিশ্চিত। ফলে শাটডাউন দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এমনকি শাটডাউন শেষ হলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে। কারণ, কর্মী ঘাটতি পূরণ এবং পূর্ণ সক্ষমতায় নিরাপত্তা কার্যক্রম ফিরিয়ে আনতে কয়েক দিন থেকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

নিউইয়র্ক সিটিতে আইন পাস

শেষ পৃষ্ঠার পর

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল সম্প্রতি একটি বিল প্রস্তাব পাস করেছে, যার মাধ্যমে শহরের বিভিন্ন উপাসনালয়ের সামনে বিক্ষোভকারীদের জন্য নির্দিষ্ট সীমারেখা বা 'বাফার জোন' তৈরি করা হবে। সমর্থকদের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে ঘৃণাজনিত অপরাধ বেড়ে যাওয়ায় এই উদ্যোগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

আইনটি পাস হওয়ার পর আপার ইস্ট সাইডের একটি সিনাগগে সমর্থকদের মধ্যে উদযাপনও দেখা গেছে। প্রস্তাব অনুযায়ী, নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে নির্দেশ দেওয়া হবে যেন তারা উপাসনালয়ের বাইরে নির্দিষ্ট বিক্ষোভ এলাকা নির্ধারণ করে, যাতে ধর্মপ্রাণ মানুষদের প্রবেশের সময় কোনো ধরনের হয়রানি বা ভয়ভীতি সৃষ্টি না হয়।

সিটি কাউন্সিলে এই বিলটি ৪৪-৫ ভোটে পাস হয়, একজন সদস্য ভোটদানে বিরত থাকেন। কাউন্সিলের স্পিকার জুলী ম্যানিন বলেন, মানুষ আগের মতোই শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ করতে পারবে, তবে কাউকে উপাসনার সময় ভয় দেখানো বা বিরক্ত করার অধিকার কারও নেই।

তবে বিষয়টি এতটা সরল নয়। শহরের মেয়র Zohran Mamdani ইতিমধ্যেই এই আইনের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার– বিশেষ করে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হচ্ছে কি না, তা তিনি গভীরভাবে বিবেচনা করবেন। তার হাতে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ৩০ দিন সময় রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, বিলটি ভেটো-প্রতিরোধী সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস হওয়ায় মেয়র ভেটো দিলেও পরে কাউন্সিল তা অগ্রাহ্য করতে পারে।

ধর্মীয় নেতারাও এ বিষয়ে মত দিয়েছেন। নিউইয়র্ক বোর্ড অব র‍্যাবাইসের এক নেতা বলেন, বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একসঙ্গে দাঁড়ালে অনেক কিছু অর্জন করা সম্ভব। তার মতে, এই আইন বিক্ষোভ বন্ধ করার জন্য নয়, বরং উপাসনালয়ে আসা মানুষদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য।

অন্যদিকে, আইন প্রয়োগের বাস্তবতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ কমিশনার জেশিকা টিশ ইঙ্গিত দিয়েছেন, এই ধরনের বিক্ষোভ-নিয়ন্ত্রণ এলাকা আইনগতভাবে কার্যকর করা কতটা সম্ভব, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

সব মিলিয়ে, উপাসনার অধিকার ও বিক্ষোভের অধিকার এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য কীভাবে বজায় রাখা হবে, সেই প্রশ্নই এখন নিউইয়র্কের রাজনীতি ও জনমনে সবচেয়ে বড় আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।









অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো

Micro Credit ও Micro Finance



- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

FSR

Multiservices Inc

মাল্টিসার্ভিস অফিস



বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পূর্ণ মুদ্রণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।
- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- ওয়ার্ক পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- ক্রেটাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক পৌর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

GRAND OPENING! JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন



Naresh Gehi, Esq.

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট
অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।



Suryia Rahman, Esq

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য



আপনাদের সেবায়

ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং প্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : **347-657-0530, 917-561-1090**

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : **718-507-2113, 917-561-1090**

Quality Education Is Our Priority!

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকা তে কোন নতুন ব্যবসা শুরুসহ বিনিয়োগ মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হয়ে পড়েন।

মাত্রাত্র ১ মিলিয়ন বা তদুর্ধ্ব ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

ইচ্ছামতে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ অনায়াসে অন্যদেশে সাথে পাঠাতে পারেন।

দেশে কোন জোশপতীয় মালিক/পরিচালক দ্বারা আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিয়ে পরবর্তীতে ৫বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এমাইলাসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্টনারশিপ ইনভেস্টমেন্ট, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্রাসাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplic@gmail.com, Web: www.k-lplic.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit
2021
For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩,৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, *EA*
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

Member : naea



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিয়াইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * অন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

এমটিএ'র নতুন অ্যাপে যাত্রীরা পাবেন 'রিয়েল-টাইম তথ্য'

শেষ পৃষ্ঠার পর

সংস্করণে চালু করেছে। যেখানে মিলবে তাৎক্ষণিক বা রিয়েল টাইম তথ্য'র মাধ্যমে যাত্রা হবে আরও পরিকল্পিত ও ঝামেলাহীন। এছাড়াও ভবিষ্যতে এটি দিয়ে ট্রেন-বাস এর ভাড়াও পেমেন্ট করতে পারবেন যাত্রীরা।

মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্টেশন অথরিটি (এমটিএ) জানিয়েছে, তাদের সম্পূর্ণ আপডেট নতুন মোবাইল অ্যাপ চালু করেছে। যা সিটির সাবওয়ে ও বাস যাত্রীদের জন্য রিয়েল-টাইম এবং ব্যক্তিগতকৃত তথ্য সরবরাহ করবে। অ্যাপটি একেবারে নতুনভাবে তৈরি করা হয়েছেগতি, ব্যবহারযোগ্যতা এবং নির্ভুল তথ্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে।

এমটিএর সার্ভিস কমিউনিকেশনের ডেপুটি প্রধান কেভিন কল জানিয়েছেন, নতুন অ্যাপটি এত দ্রুত কাজ করে যে যাত্রীরা স্টেশনে ঢোকার সময়ই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন লোকাল ট্রেনে থাকবেন, নাকি এক্সপ্রেস ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করবেন।

এমটিএ জানায়, এই অ্যাপ মূলত দৈনন্দিন যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে। যারা নিয়মিত সাবওয়ে বা বাস ব্যবহার করেন, তাদের জন্য এতে যুক্ত করা হয়েছে এমন সব ফিচার, যা যাত্রাপথকে আরও সহজ করে তুলবে। উদাহরণস্বরূপ, অ্যাপটি জানিয়ে দেবে প্ল্যাটফর্মে ঠিক কোথায় দাঁড়ালে দ্রুত নামা বা ট্রান্সফার করা সুবিধাজনক হবে।

নতুন সংস্করণে যুক্ত হয়েছে স্টেশনভিত্তিক দিকনির্দেশনার সুবিধাও। কোনো যাত্রী যদি একটি লাইন থেকে অন্য লাইনে যেতে চান, অ্যাপটি তাকে স্টেশনের ভেতরের পথ দেখিয়ে দেবে কোথায় দিয়ে হাঁটতে হবে, কতটা দূরত্ব, এমনকি কোন এক্সিট সবচেয়ে কাছাকাছি।

এছাড়া ট্রান্সফার ব্যবস্থাকেও আরও নিখুঁত করা হয়েছে। যাত্রীরা জানতে পারবেন, পরবর্তী ট্রেন কখন আসবে এবং কীভাবে সময়মতো ট্রান্সফার করা সম্ভব। এতে যাত্রার সময় বাঁচবে এবং অপ্রয়োজনীয় অপেক্ষা কমবে।

অ্যাপটিতে রয়েছে একটি বিশেষ অ্যাক্সেসিবিলিটি মোড, যেখানে লিফট সুবিধাসম্পন্ন স্টেশনগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। লিফটের অবস্থানও দেখানো হবে, যা শারীরিকভাবে চ্যালেঞ্জের মুখে থাকা যাত্রীদের জন্য বড় সহায়তা হবে।

বাস যাত্রীদের জন্যও রয়েছে উন্নত সুবিধা। তারা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী একটি মানচিত্র সেট করতে পারবেন, যেখানে লাইভ বাসের অবস্থান দেখা যাবে। প্রতি পাঁচ সেকেন্ডে আপডেট হওয়া এই তথ্য যাত্রীদের আরও নির্ভুলভাবে সময় পরিকল্পনা করতে সাহায্য করবে।

এমটিএ জানিয়েছে, ভবিষ্যতে এই অ্যাপে যুক্ত করা হবে ওমনি পেমেন্ট ব্যবস্থা। তখন যাত্রীরা সরাসরি অ্যাপ থেকেই ভাড়া পরিশোধ করতে পারবেন এবং তাদের ব্যালান্সও চেক করতে পারবেন।

কর্তৃপক্ষের ভাষ্যমতে, প্রযুক্তিনির্ভর এই উদ্যোগের মাধ্যমে নিউইয়র্কের গণপরিবহন ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও ব্যবহারবান্ধব করার চেষ্টা করছে এমটিএ। প্রতিদিনের ব্যস্ত শহরে সময়ই যেখানে সবচেয়ে বড় সম্পদ, সেখানে এই নতুন অ্যাপ যাত্রীদের যাত্রা অভিজ্ঞতায় নতুন মাত্রা যোগ করবে বলেই আশা করা হচ্ছে।

আয় থাকতে হবে ১ লাখ ৫৮ হাজার ডলার!

শেষ পৃষ্ঠার পর

গড়ে দেড় লাখ ডলারের বেশি আয় প্রয়োজন এমন তথ্য উঠে এসেছে নতুন এক গবেষণায়। শহর বা সিটি ভেদে এই আয়ের ব্যবধানও বেশ পার্থক্য। যা জীবনযাত্রার ব্যয়ের পার্থক্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। এরমধ্যে নিউইয়র্কে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাসের জন্য একজন ব্যক্তির জন্য বাৎসরিক আয় ১ লাখ ৫৮ হাজার ডলার প্রয়োজন। যা যুক্তরাষ্ট্রের সবকটি সিটি থেকে সর্বোচ্চ। গবেষণা সংস্থা স্মার্ট অ্যাসেট তাদের গবেষণায় এ তথ্য প্রকাশ করেছে।

গবেষণার তালিকায় আবারো সবচেয়ে ব্যয়বহুল সিটি হিসেবে উঠে এসেছে নিউইয়র্ক এর নাম। নিউইয়র্কে একজন একক প্রাপ্তবয়স্কের স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে বছরে প্রয়োজন প্রায় ১ লাখ ৫৮ হাজার ৯৫৪ ডলার, আর চার সদস্যের একটি পরিবারের জন্য দরকার ৩ লাখ ৩৭ হাজার ৮৭৫ ডলার।

গবেষণাটিতে আমেরিকায় ১০০টি বড় সিটির জীবনযাত্রার ব্যয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

স্মার্ট অ্যাসেট তাদের গবেষণার প্রতিবেদনে জানায়, ২০২৬ সালের এক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্রের বড় সিটিগুলোতে "স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন" নিশ্চিত করতে আয়ের একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড রয়েছে, যা মূলত ৫০/৩০/২০ বাজেট নীতির ওপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই নিয়ম অনুযায়ী আয়ের ৫০ শতাংশ প্রয়োজনীয় খরচ, ৩০ শতাংশ ব্যক্তিগত চাহিদা এবং ২০ শতাংশ সঞ্চয়ের জন্য বরাদ্দ থাকে।

গবেষণামতে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে স্যান জোশ সিটি, যেখানে একজনের জন্য প্রয়োজন প্রায় ১ লাখ ৫৮ হাজার ডলার এবং পরিবারের জন্য ৪ লাখ ডলারেরও বেশি।

ক্যালিফোর্নিয়ার আরও কয়েকটি সিটি আরভিন, আনাহাইম সান্টা আনা তালিকার শীর্ষে রয়েছে, যেখানে একজনের জন্য প্রায় ১ লাখ ৫১ হাজার ডলারের মতো আয় প্রয়োজন।

এছাড়া বস্টন, সান দিয়াগো, সান ফ্র্যান্সিসকো, ফ্রেমোন্ট ও অকল্যান্ড এর মতো শহরগুলোতেও উচ্চ আয়ের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে চার সদস্যের পরিবারের ক্ষেত্রে সানফ্রান্সিস্কোতে বছরে প্রয়োজন প্রায় ৪ লাখ ৭ হাজার ডলার যা দেশজুড়ে সর্বোচ্চ। অন্যদিকে, তুলনামূলকভাবে কম খরচের সিটিগুলোর মধ্যে শীর্ষে রয়েছে সান অ্যান্টোনিয়ো, যেখানে একজনের জন্য বছরে প্রয়োজন প্রায় ৮৩ হাজার ডলার। এরপর রয়েছে নিউ অরলিন্স, মেমফিস। গবেষণায় আরও দেখা যায়, কিছু শহরে গড় আয় স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় আয়ের কাছাকাছি পৌঁছালেও অনেক শহরে এই ব্যবধান এখনও বড়। উদাহরণ হিসেবে টেক্সাসের ফ্রিসকো ও ম্যাককিনি শহরে গড় পারিবারিক আয় তুলনামূলকভাবে বেশি হলেও তা এখনও পূর্ণ "কমফোর্টেবল" মানদণ্ডে পৌঁছায়নি।

বিশ্লেষকরা বলছেন, আবাসন, খাদ্য, পরিবহন এবং কর এই চারটি প্রধান খাতই ব্যয়ের বড় অংশ দখল করে। ফলে শহরভেদে জীবনযাত্রার খরচের পার্থক্য সরাসরি আয়ের প্রয়োজনীয়তাকে প্রভাবিত করছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই গবেষণা দেখায় যুক্তরাষ্ট্রে "স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা" এখন অনেকাংশেই নির্ভর করছে আপনি কোন শহরে বাস করছেন তার ওপর।

নিউইয়র্ক প্রেসব্যাটেরিয়ান হাসপাতালের বিরুদ্ধে মামলা

শেষ পৃষ্ঠার পর

ক্ষমতা ব্যবহার করে স্বাস্থ্যবীমা কোম্পানিগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।

ফেডারেল অভিযোগ অনুযায়ী, নিউইয়র্ক প্রেসব্যাটেরিয়ান ডাউনস্টেট এলাকায় আটটি হাসপাতাল পরিচালনা করে এবং শুধুমাত্র ম্যানহাটনেই রোগী ছাড়পত্রের ৩০ শতাংশের বেশি নিয়ন্ত্রণ করে। বছরে প্রায় ২০ লাখ রোগী সেবা নেয় এই নেটওয়ার্কে, যেখানে ১০ হাজারের বেশি চিকিৎসক এবং ৫০ হাজারের বেশি কর্মী যুক্ত।

বিচার বিভাগের দাবি, এত বড় বাজার নিয়ন্ত্রণের কারণে বীমা কোম্পানিগুলো এই হাসপাতাল নেটওয়ার্ককে এড়িয়ে ব্যবসা করতে পারে না। ফলে হাসপাতালটি তাদের চুক্তিতে এমন শর্ত আরোপ করে, যাতে তার উচ্চমূল্যের সেবাগুলো বীমা পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার পায়।

অভিযোগে বলা হয়েছে, এই ধরনের চুক্তি বীমা কোম্পানিগুলোকে কম খরচের বিকল্প পরিকল্পনা চালু করতে বাধা দেয়। এতে মাউন্ট সিনাই হেলথ সিস্টেম, এনওয়াইইউ ল্যাঙ্গন হেলথ এন্ড নর্থওয়েল হেলথ এর মতো তুলনামূলক সাশ্রয়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কমে যায়।

ফলে স্বাস্থ্যবীমার প্রিমিয়াম এবং রোগীদের নিজস্ব খরচ বেড়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে সরকার।

মামলাটি শেরম্যান এন্টিট্রাস্ট অ্যাক্ট এর ধারা ১ লঙ্ঘনের অভিযোগে নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট আদালতে দায়ের করা হয়েছে, যেখানে বাজার প্রতিযোগিতা সীমিত করে এমন চুক্তিকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে।

এ বিষয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি বলেন, "এই ধরনের প্রতিযোগিতাবিরোধী আচরণের কারণে লাখো নিউইয়র্কবাসীকে বেশি খরচে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে।"

তবে নিউইয়র্ক প্রেসব্যাটেরিয়ান হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ অভিযোগ অস্বীকার করে জানিয়েছে, তারা কোনো প্রতিষ্ঠানকে বীমা নেটওয়ার্ক থেকে বাদ দিতে চায় না এবং সবসময় উচ্চমানের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করাই তাদের লক্ষ্য।

এদিকে, মামলাটি বর্তমানে নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ এর পর্যবেক্ষণেও রয়েছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, তারা স্বাস্থ্যসেবায় প্রতিযোগিতা বজায় রাখতে এবং রোগীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

উল্লেখ্য, এই মামলার পাশাপাশি হাসপাতালটি সাম্প্রতিক সময়ে নার্সদের ধর্মঘটসহ শ্রমবিরোধের মুখেও রয়েছে, যেখানে কর্মীরা অভিযোগ করেছেন প্রশাসন রোগীসেবার চেয়ে আর্থিক লাভকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

PROFESSIONAL JOB TRAINING

Are you ready to build a high-demand career in international trade?

We can train you to become a qualified candidate for a white-collar job

Job description
- Customs Entry Writer
- Import Compliance Manager
- Accounting Jobs

Program Details
- Duration: 1-Year Online Course
- Total: 48 Classes (2 Hours Each)
- Format: Live Online Training

Eligibility Requirements:
- Minimum 4-year bachelor's degree (or currently completing one) from a U.S. college/university or overseas must be needed.
- Applicants must qualify before enrolling in this professional training program.
- Training fee for a one-year program: $7500.00

Please contact:
Swati: 281-701-7457, FIRST97DAYS LLC
25325 Borough Park Dr. Suite 238, The Woodlands TX 77380

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী
Moin Choudhury, Esq.
Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY
মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।
সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.
917-282-9256
Email: moinlaw@gmail.com
Moin Choudhury, Esq
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(ফোন অফিস ফি নেয়া হয় না)
Immigration
(To Schedule Appointment Only)
Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com



Timothy Bompart
Attorney at Law
Moin Choudhury
Attorney at Law
Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076
Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA AGENCY 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

এক-এগারোর বিতর্কিত কুশীলবরা আতঙ্কে

৫-এর পৃষ্ঠার পর

ও বিএনপির শীর্ষ নেতাদের মাইনাস করে নতুন এক রাজনৈতিক মেরুকরণের চেষ্টা করেছিল এক-এগারোর সরকার। ওই সরকারের নেপথ্যে ভূমিকা পালনকারী কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষী সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তার মূল লক্ষ্য ছিল রাজনীতিবিদদের অপদস্থ করে তাদের সম্পর্কে দেশবাসীর কাছে 'নেগেটিভ পারসেপশন' তৈরি করা। আর এর মধ্য দিয়ে এক-এগারোর সরকারকে দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় রাখার অপচেষ্টা ছিল তাদের। কিন্তু দেশের জনগণ অগণতান্ত্রিক ওই সরকারকে বেশি দিন মেনে নেয়নি। ফলে তাদের সব ষড়যন্ত্র ভেস্তে যায়। এক-এগারোর ওই সরকার শেষ মুহূর্তে এসে আওয়ামী লীগের সঙ্গে এক সমঝোতা চুক্তি করে তাদের রাষ্ট্রক্ষমতায় বসিয়ে 'সেফ এক্সিট' নেয়। ফলে পরে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে বিতর্কিত ওই সরকারের কুশীলবদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়। বিতর্কিত ওইসব সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তার কেউ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদ বাগিয়ে নেন, আবার কেউ দেশ ছেড়ে প্রবাসে আয়েশি জীবনযাপন করছেন। আওয়ামী লীগ প্রায় ১৬ বছর টানা রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকলেও ওইসব বিতর্কিত কর্মকর্তাদের অপকর্মের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। বরং সব অপকর্মের দায়মুক্তি দিয়ে গেছে শেখ হাসিনার সরকার।

২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারও এক-এগারোর কুশীলবদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। তবে জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার দেড় মাসের মাথায় এক-এগারোর কুশীলব হিসাবে পরিচিত লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী ও প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সাবেক মহাপরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) শেখ মামুন খালেদকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) মানব পাচার ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হত্যার পৃথক দুটি মামলায় তাদের গ্রেফতার করে। সাবেক প্রভাবশালী এই দুই সেনা কর্মকর্তাকে গ্রেফতারের পর রিমান্ডে নিয়ে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে। এরপর থেকেই আতঙ্কে আছেন এক-এগারোর কুশীলবরা।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, উচ্চপর্যায় থেকে নির্দেশনা পাওয়া গেলে আরও বেশ কয়েকজন কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করা হবে। তবে ঢালাওভাবে কাউকে গ্রেফতার করা হবে না। তিনি জানান, সে সময় ব্যবসায়ী ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে জোর করে অর্থ আদায় এবং তাদের ওপর জুলুম-নির্যাতনের সঙ্গে সরাসরি দায়ী ছিলেন এমন অপরাধ নিশ্চিত হওয়া গেলেই শুধু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের গ্রেফতার করা হবে। এছাড়া প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে জোর করে বাড়ি থেকে উচ্ছেদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের ভূমিকাও পর্যালোচনা করা হচ্ছে। ওই সময় যারা বাড়াবাড়ি করেছেন তাদের ছাড় না দেওয়া হতে পারে বলেও জানান তিনি।

এদিকে আওয়ামী লীগ সরকার এক-এগারোর কুশীলবদের দায়মুক্তি দিলেও তাদের ফৌজদারি অপরাদের বিচারে বাধা নেই বলে মনে করছেন আইনজ্ঞরা। সুপ্রিমকোর্টের সিনিয়র আইনজীবী মনজিল মোরসেদ যুগান্তরকে বলেন, 'এক-এগারোর সরকার সেনা সমর্থিত। সংবিধানে সেনা সমর্থিত সরকার বলতে কিছু নেই। কিন্তু ওই সরকারের সব কর্মকাণ্ড পরে পার্লামেন্টে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। তবে দায়িত্ব পালনে কেউ যদি প্রচলিত আইনভঙ্গ করে, যেমন নির্যাতন করে তাহলে সুনির্দিষ্টভাবে সেই নির্যাতনের অভিযোগ আনা যেতে পারে।'

তিনি আরও বলেন, আমাদের আইনের বিধানই হলো গ্রেফতার করতে পারবেন, তদন্ত করতে পারবেন, রিমান্ডে নিতে পাররেন-কিন্তু নির্যাতন করা যাবে না। তবে নির্যাতন অহরহ হয়ে আসছে। আইনভঙ্গ করে নির্যাতন করার ক্ষেত্রে অভিযোগ আনা যাবে।

অপরাধ বিশ্লেষকরা বলছেন, এক-এগারোর সরকারের সময় যারা নির্যাতন ও দুর্নীতি করেছে তাদের বিরুদ্ধে ওইসব অপরাধে এখনো কোনো মামলা হয়নি। তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা করে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে বলে বিশেষজ্ঞরা মতামত দিয়েছেন। তাদের মতে, এক্ষেত্রে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। ভুক্তভোগীরা যেন সুবিচার পান সে বিষয়ে আশ্বস্ত সরকারকেই করতে হবে। এজন্য একটি কমিশনও গঠন করতে পারে বর্তমান সরকার। তবে পুরো বিষয়টিই নির্ভর করছে সরকারের পলিসির ওপর।

জানতে চাইলে পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) আব্দুল কাইয়ুম যুগান্তরকে বলেন, এক-এগারোর সময় অবৈধ গ্রেফতার, নির্যাতন, দুর্নীতি, জিম্মি করে অর্থ আদায়সহ বেশকিছু গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে নির্যাতন ও দুর্নীতি সবচেয়ে বেশি হয়েছে। অনেক ব্যবসায়ীকে ধরে নিয়ে নির্যাতন করেছে। বিনা বিচারে হাজতে আটকে রেখে তাদের থেকে টাকা আদায় করে ছেড়েছে। বিরাজনীতিকরণেরও চেষ্টা করেছে ওই সরকার। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার তাদের বৈধতাই দিয়েছে। তবে অনেকে এখনো পলাতক আছে। যেমন সাবেক সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদ, এক-এগারোর সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীনসহ অনেকে বিদেশে আছেন।

তিনি আরও বলেন, ক্রিমিনাল অফেন্স কখনো তামাদি হয় না। কেউ যদি অভিযোগ করে সেক্ষেত্রে অভিযোগ আমলে নিয়ে তদন্ত এবং বিচার হতে পারে। এক-এগারোর সময় কী কী অন্যায়-অবিচার হয়েছিল তা নিরূপণে সরকার একটি কমিশনও গঠন করতে পারে। ভুক্তভোগীরা সুনির্দিষ্ট অভিযোগও করতে পারেন। এছাড়া সরকার ইচ্ছা করলে অভিযোগ আহ্বানও করতে পারে।

এক প্রশ্নের জবাবে পুলিশের সাবেক এই শীর্ষ কর্মকর্তা বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এক-এগারোর সময় সবচেয়ে নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন। ওনার চেয়ে বেশি ভুক্তভোগী কেউ নেই। তবে আমার জানামতে, এক-এগারোর সময়কার ঘটনা নিয়ে এখনো কেউ কোনো মামলা করেনি। বর্তমান সরকার যদি চায় তাহলে অনেকে অভিযোগ দেবেন।

মূলহোতা যারা : ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে গঠিত হয় এক-এগারোর সরকার। সেনাবাহিনীর একটি অংশের সমর্থনে ওই সময় গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হয়েছিলেন ফখরুদ্দীন আহমদ। তবে ক্ষমতার মূল কেন্দ্রে ছিলেন তৎকালীন সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদ। পরবর্তী সময়ে তদন্তসহ সব ঝামেলা এড়াতেই আওয়ামী লীগের সহায়তায় নির্বাসিত জীবন বেছে নিয়েছেন এক-এগারোর অনেক কুশীলব। ড. ফখরুদ্দীন আহমদ নাগরিকত্ব নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন যুক্তরাষ্ট্রে। সাবেক সেনাপ্রধান মইন ইউ আহমেদও আছেন যুক্তরাষ্ট্রে। গ্রেফতার মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী অবশ্য দেশে অবস্থান করছিলেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শেষ সময়ে তড়িঘড়ি করে সামরিক অ্যাটাশে হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছিলেন সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার আরেক আলোচিত কর্মকর্তা ব্রি. জে. (অব.) চৌধুরী ফজলুল বারী। গণতান্ত্রিক সরকারের জমানায় এক-এগারোর ঘটনাবলির তদন্তের প্রয়োজনে তাকে ডাকা হলেও আর দেশে ফেরেননি। এরপর থেকেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসে। এক-এগারোর সময়ে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন ব্রি. জেনারেল (অব.) এটিএম আমিন। বর্তমানে তিনি দুবাইয়ে অবস্থান করছেন। সূত্র বলছে, গোয়েন্দা চ্যানেলে তাকে দেশে ফেরানোর চেষ্টা চলছে।

তৎকালীন ডিজিএফআইয়ের আরেক ক্ষমতাধর কর্মকর্তা মেজর জেনারেল (অব.) সাঈদ জোয়ার্দার দুবাই-কানাডা যাওয়া-আসার মধ্যে আছেন। লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) হাসান মশহুদ চৌধুরী এক-এগারোর সরকারের সময়ে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। ওই সময়ে রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে ঢালাও অভিযোগ এবং একের পর এক মামলা করে আলোচনায় ছিল দুর্নীতি দমন কমিশন। তিনি এখন কোথায় আছেন তার কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। এছাড়া ওই সময়ের আলোচিত ও বিতর্কিত আরও কয়েকজন কর্মকর্তা ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিলেন; যাদের মধ্যে অনেকেই এখন দেশে আছেন বলে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ধারণা করছেন। সূত্রের দাবি, তাদের কেউ কেউ ইতোমধ্যে গোয়েন্দা নজরদারিতে আছেন। সরকারের শীর্ষ মহল থেকে সংকেত পাওয়া গেলে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।

এক-এগারোর সরকারের নানা ঘটনার সূত্র ধরে সাবেক আরও কয়েকজন কর্মকর্তার ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এদের মধ্যে মধ্যম পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা বর্তমানে দেশে একটি বড় কোম্পানিতে চাকরি করছেন। ওই সময় ডিজিএফআইয়ের অ্যান্টি টেরোরিজম ইউনিটে কর্মরত ছিলেন তিনি। এই ইউনিটের মূল ক্ষমতাধর ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এটিএম আমিন। এই আমিনের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট ওই কর্মকর্তা গ্রেফতার, নির্যাতনসহ নানা অপকর্মে জড়িত ছিলেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানসহ বিএনপির কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে ওই সময় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের মুখে পড়তে হয়েছিল। সূত্র বলছে, এসব ঘটনার বর্ণনায় বারবার এসেছে সংশ্লিষ্ট ওই কর্মকর্তার নাম। তিনি বৈষম্যবিরোধী হত্যা মামলার আসামিও।

MATRIMONIAL SERVICE
(NYC REGISTERED)



নিউইয়র্ক সিটির রেজিষ্টার্ড কাজী
নিউইয়র্ক যে কোন ব্যুরোতে
* শরীয়ত সম্মত বিবাহ পড়ানো হয়।
* প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের জন্য ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
Contact
QAZI ASHRAF HASAN
Phone: (929) 705 2645

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services
Tax
Accounting
Immigration
*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant
167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

আবশ্যক

দোভাষী আবশ্যকঃ ম্যাডিকেল অফিসে দোভাষী আবশ্যক। ৩৫ ডলার ঘন্টা দুই ঘন্টা মিনিমাম। বাংলা- ইংরেজী।

Ebt Associates. Text করুন ৯১৭ ৫৭৫ ৬১২৫

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ
Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (Over night) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ
ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ
এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০
southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই: ফ্যামিলি-ওরিয়েন্টেড, ভদ্র, সায়েন্টিস্ট (পিএইচডি অধ্যায়নরত-**CS**), বয়স: ২৭, উচ্চতা: ৫'৮", কমপ্লেক্সশন: উজ্জ্বল শ্যামলা, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাত্রের জন্যে কমপ্যাটিবল পাত্রী চাই। পাত্র ব্রিফলি ডিভোর্সড।
যোগাযোগ:
abdurrahman.bd144@gmail.com (পাত্র নিজে)

পাত্র চাইঃ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ইউএসএ সুন্দরী, শিক্ষিত পাত্রীর জন্য শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যাদের স্টুডেন্ট ভিসা আছে তাদের কে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কল করুন-৩৪৭-৪০০-৮৮০১.

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯ অথবা ৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

রুমমেট

রুম ভাড়াঃ
জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৭ সাবওয়ের সন্নিকটে এলমহার্স্ট এভিনিউতে ফার্নিচারসহ দোতলায় ১টি রুম কর্মজীবী পুরুষের নিকট ১লা এপ্রিল হতে ভাড়া হবে। কিচেন, বাথ শেয়ারে। ফোনঃ ৩৪৭-৬২৬-৯০১৮.

রুম ভাড়াঃ
জ্যামাইকায় হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৯ স্ট্রীট এফ ট্রেন সাবওয়ে এবং সিটি ব্যাংকের নিকটে আলাদা একটি বড় রুম ভাড়া হবে অধূমপায়ী ব্যাচেলর এর নিকট এখনই। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৩০২-৩২২০

রুম ভাড়া :
হিলসাইড ২৪১ স্ট্রিট ও ৮৭ এভিনিউ বেলরোজে সেমিবেসমেন্টে ১টি বেডরুম একজন ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন, বাথরুম শেয়ার করতে হবে। বাসার নিকট কিউ-৪৩ বাস। যোগাযোগঃ ৭১৮-৯০৯- ৭৫৩৩, ৩৪৭-৬৬৪-৩৭৭৬.

রুম ভাড়াঃ
১লা এপ্রিল থেকে জ্যামাইকায় ১৭৩ স্ট্রীটে একজন অধূমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারের নিকট একটি রুম ভাড়া হবে। বাথরুম ও কিচেন শেয়ার। ভাড়া ৬৫০ ডলার। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৩০৬- ৮৬৬৩.

রুম ভাড়াঃ
১লা মে থেকে কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ৮৮-২১ ১৭০তম স্ট্রিট ১ম তলা, জ্যামাই-কার রুম ভাড়া। যোগাযোগ: ৯২৯-৬২৩-৮২৭৫, ৩৪৭-৫৯৩-৬৬১২

রুম ভাড়াঃ
৩৪-১০, ৮৪ স্ট্রীট, ৭ ট্রেন, কিউ-৩২/৩৩ বাস দুই ব্লকের মধ্যে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের প্রথম তলায় একটি
বড় রুম, দুই জন কর্মজীবী মুসলিম বা স্বামী-স্ত্রীর নিকট এপ্রিল মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৭৩৮-৭৬৬৬.

রুম ভাড়াঃ
ইস্টএলমহার্স্ট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে ৮১ স্ট্রিট এর উপরে এক তলায় ছেলেদের জন্য একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৩০১-২০৬৩

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়াঃ
ব্রঙ্কসের ৬ ট্রেন এর জেরেগা সাবওয়ের নিকটে মসজিদ, স্কুল ও মেডিকেল সেন্টার এর পাশে একটি ৩ বেডরুমের বাসা লিভিংরুম, ডাইনিং রুম, কিচেন ও বাথরুম সহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭- ৭৪৮-৮৭৪৫। সময়- সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা।

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: **917 863-9002.**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ
নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : **917-495-1391**
917-495-3908.

বাসা ভাড়া

রুম ভাড়া:
প্রাইম লোকেশনে ১লা মার্চ থেকে সম্পুর্ন নিরাপদ ও ভালো পরিবেশে ফ্যামিলির সাথে থাকার জন্য। ১জন স্টুডেন্ট অথবা কর্মজীবী বাঙালি নারীর জন্য এক রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ:
105-10 217th Lane Queens village NY-11429 Subway E/F to Bus Q110 Q2 LIRR
Mobile. 646-934-3056

বাড়ি ভাড়াঃ
উডহ্যাভেনে দুই বেডরুমের একটি বড় বাসা সাবওয়ের কাছে ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯০৭-৪০০৮, ৯২৯-৩৯৩-১৪৬৪.

বাসা ভাড়াঃ
১৬৪-৪ th Street, Hicksvill, NY 11108, সুন্দর মনোরম পরিবেশে (ব্রান্ডনিউ) হার্ট অফ হিক্সবিল মিডিল স্কুল এবং হাই স্কুল সাথে, হিক্সভিল সাবওয়ের কাছে। তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ৬৪৬-৯৮৩-৫৭৪৯.

বাসা ভাড়াঃ
৮১-১৫, ১৩৮ স্ট্রীট, ব্রায়ারউড (কিউ গার্ডেন সাবওয়ের সন্নিকটে) দোতলা (৩ বেডরুম, ১.৫ বাথরুম, ১ বেলকনি)র জন্য ভাড়াটিয়া আবশ্যক। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৮৬-৬৪০৮, ৬৪৬-৬৬৪-৬৮৮৯.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা,হিলসাইড এভিনিউ এবং ২০৮ স্ট্রীট এর সন্নিকটে ২য় তলা ২ বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুমসহ বাসা ভাড়া হবে। বাসার নিকটে মসজিদ, স্কুল, বাস ইত্যাদি।
যোগাযোগঃ ৯২৯-৩০৯-৮৫৯৬.

বাসা ভাড়াঃ
ইস্ট এলমহার্স্ট জামে মসজিদ সংলগ্ন ২৫ এভিনিউ এবং ৯৮ স্ট্রীটে ২ বেডরুমের বাসা, ১ বেড রুমের বেসমেন্ট ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। নিউলি রিনোভেটেড।
ফোনঃ ৭১৬- ৬৩৮-৩০৪২.

বাসা ভাড়াঃ
২ বেডরুমের বাসা ভাড়া। জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজ সন্নিকটে ২ বেডরুমের ১টি ২য় তলা বাসা ১লা এপ্রিল থেকে ফ্যামিলির নিকট ভাড়া দেয়া হবে। ই ট্রেন এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ১০ মিনিট দূরত্ব।
ফোনঃ ৩৪৭-৪৮৪-৫২৮৩.

বাসা ভাড়াঃ
ওজনপার্ক লিবার্টি এভিনিউ এ ট্রেন বাইতুন নূর মসজিদের সংলগ্ন দ্বিতীয় তলা ৫টি রুম- দুটি বাথ, বড় কিচেন, ২টি চুলা, ২টি ফ্রিজ আছে। দুই পরিবার শেয়ার করতে পারবে।
৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪/৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬

ডাক্তার পাত্রীর পাত্র চাই

নিউ ইয়র্কে কর্মরত ডাক্তার পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। পাত্রীর বয়সঃ ৩৩ বছর, উচ্চতা: ৫'.২"
ডাক্তার পাত্র অগ্রগণ্য
যোগাযোগ
+১ (৩৪৭) ৭৪৪-২৩১০

banglapatrikausa@gmail.com
বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

ডাক্তার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য সরাসরি অথবা ঘটক যোগাযোগ করুন।
Email: hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850 866 9012

HOUSE FOR SALE

Humboldt Pkwy
Buffalo, NY-14208
Asking Price # $300,000
Single Family Home
4 Bedroom & 2.5 Bathroom
Lot Size # 5280 Sq ft
Finished Basement

Contact:
Jayashree P
c2cdestiny@gmail.com
(646) 236-7391

HOUSE FOR RENT

New Hyde Park, NY-11040
3 Bedroom & 2 Bathroom
Rent Price # $3,900

Jamaica Estates, NY-11432
3 Bed, 2 Bath & 2 Balcony
Rent Price # $3,500

Contact:
Jayashree P
c2cdestiny@gmail.com
(718) 502-5583

বাসা ভাড়াঃ
রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জজিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-
স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার। ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫

House for rent: (1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

Semi-Basement For Rent

We are urgently seeking tenants at a new house in Woodhaven Blvd, near a mosque and public transit, including bus stops and a train station. It is a two bedroom semi basement, with a separate living and kitchen space. The floors are tiled, and there are two windows.
Queens Center Mall is nearby, via bus or car.
Please call at 718-849-3035
from 10:00 AM to 10:30 PM.

গ্যাস স্টেশনে লোক আবশ্যক

আলাবামা স্টেটে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত গ্যাস স্টেশনে আকর্ষণীয় বেতন ও সুযোগ সুবিধাসহ সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনে একজন বিশ্বস্ত ক্যাশিয়ার আবশ্যক। গ্যাস স্টেশনের ৫ মিনিট দুরত্বে থাকার সুবিধা রয়েছে। বেতন আলোচনা স্বাপেক্ষে।
কল করুন: 561 827 3966

House For Rent

3 bedroom / 2 bathroom available for rent in 2nd floor of private house in Jamaica.
Please call or text (347) 234-8295 for more information.

Semi basement Bedroom Rent

1 Bedroom Rent for Semi basement. 8 feets celling. Brand New construction. Fully renovated. WiFi Utility included. Has laundry and dryer. 8 minutes drive from JFK Airport. Great location for TLC drivers.
Contact number (917)935-1790
Location: 145-49 110th Ave
Jamaica, NY 11435

টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহীগণ যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩

বেসমেন্ট ভাড়া

ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে জুলাই-আগস্ট থেকে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে ছোট পরিবারের জন্য বা ছাত্রদের জন্য।
ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে বাস স্ট্যান্ড থেকে ১ ব্লক দূরে। ভাড়া: ১৪০০ ডলার, আরও বিস্তারিত জানার জন্য কল করুন: ৯২৯৩১৩৪৫৩৬

‘ট্যারিফ রিফান্ড’ : নতুন কৌশলে সক্রিয় স্ক্যামাররা !

শেষ পৃষ্ঠায় পর দিন দিন উন্নত হচ্ছে। এবার তারা পাঠাচ্ছে নকল ট্যারিফ রিফান্ড চেক এবং টেক্সট, যেগুলো দেখতেও একেবারে সরকারি মনে হয়।

আইআরএস জানিয়েছে, শুধু ২০২৫ অর্থবছরেই প্রায় ৬০০ ভুয়া সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট শনাক্ত করা হয়েছে, যারা নিজেদের সরকারি সংস্থা হিসেবে পরিচয় দিচ্ছিল। এসব প্রতারণায় কিউআর কোড ব্যবহার করে ভুয়া ওয়েবসাইটে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাও বাড়ছে। অনলাইনে এসব বিষয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে আইআরএস।

ইউএস পির্গ-এর কনজিউমার ওয়াচডগ অফিসের পরিচালক ট্যারেসা ম্যুরে বলেন, স্ক্যামাররা নানা কৌশল ব্যবহার করছে। কখনও তারা চেক পাঠানোর জন্য ঠিকানা চাইবে, কখনও লিংকে ক্লিক করতে বলে নকল ওয়েবসাইটে ব্যক্তিগত তথ্য চেয়ে।

বিশেষ করে আইআরএস-এর নাম ভাঙিয়ে ফোনকল, টেক্সট বা ইমেইল পাঠানো হচ্ছে। এসব বার্তায় বলা হচ্ছে, গ্রাহকরা “ট্যারিফ রিফান্ড” পাবেন কখনও ৬০০ ডলার, কখনও ২,০০০ ডলার বা তারও বেশি। কিন্তু বাস্তবে এমন কোনো অর্থ ফেরতের কর্মসূচি এখনো চালু হয়নি।

নীতিগতভাবে যেমন “ট্যারিফ রিফান্ডস ফর ওয়ার্কিং ফ্যামিলিস অ্যাক্ট” প্রস্তাব থাকলেও তা এখনো আইন হিসেবে কার্যকর হয়নি। বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমান আর্থিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এমন কোনো অর্থ ফেরত বাস্তবায়নের সম্ভাবনাও অনিশ্চিত।

এদিকে প্রতারকরা এই অনিশ্চয়তাকেই সুযোগ হিসেবে নিচ্ছে। ভোক্তা অধিকার সংগঠনগুলোর সতর্কবার্তা অনুযায়ী, প্রতারণার কৌশলগুলো বেশ চতুর:

প্রথমে টেক্সট বা ইমেইলের মাধ্যমে জানানো হয়, আপনি একটি “ট্যারিফ রিফান্ড” পাওয়ার যোগ্য। এরপর আপনাকে একটি লিংকে ক্লিক করতে বলা হয় বা ব্যক্তিগত তথ্য দিতে বলা হয়। কখনও ভুয়া চেক পাঠিয়ে পরে “প্রসেসিং ফি” চাওয়া হয়। আবার কখনও সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তথ্য সংগ্রহ করে অর্থ চুরি করা হয়।

অনেক ক্ষেত্রে প্রতারকরা ভুয়া চেক পাঠিয়ে পরে কিছু টাকা ফেরত দিতে বলে। ভুক্তভোগী টাকা পাঠানোর পর দেখা যায়, চেকটি বাউন্স করেছে ফলে ক্ষতির মুখে পড়েন তিনি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখতে হবে: ফেডারেল সরকার সাধারণত হঠাৎ করে টেক্সট, ইমেইল বা সোশ্যাল মিডিয়ায় যোগাযোগ করে না। বিশেষ করে আইআরএস কখনোই এভাবে ব্যক্তিগত তথ্য বা অর্থ দাবি করে না।

এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে সোশ্যাল মিডিয়াভিত্তিক প্রতারণাও বেড়েছে। আকর্ষণীয় পণ্যের বিজ্ঞাপন দেখিয়ে ভুয়া ওয়েবসাইটে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে পণ্য না পৌঁছানোর অজুহাত হিসেবে “ট্যারিফ” বা কাস্টমস সমস্যার কথা বলা হয় এবং অতিরিক্ত অর্থ দাবি করা হয়।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অচেনা নম্বর বা ইমেইল থেকে আসা লিংকে ক্লিক করবেন না। কোনো সন্দেহজনক ডিপোজিট চেক জমা দেবেন না। “প্রসেসিং ফি” বা অগ্রিম অর্থ কখনোই পরিশোধ করবেন না। ব্যক্তিগত বা ব্যাংক তথ্য শেয়ার করা থেকে বিরত থাকুন।

নিউইয়র্ক সিটিতে রেকর্ড অভিবাসী হ্রাস

শেষ পৃষ্ঠায় পর প্রায় ১২ হাজার কম। যদিও এটি বড় কোনো পতন নয়, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারায় থাকা সিটির জন্য এটি একটি স্পষ্ট সংকেত হিসেবে দেখা হচ্ছে। ২০২০ সালের শুরুর দিকে নিউইয়র্কের জনসংখ্যা প্রায় ৮৮ লাখের কাছাকাছি পৌঁছেছিল, যা এখন আর সেই গতিতে নেই।

নিউইয়র্কের জনসংখ্যা কাঠামো সবসময়ই এক ধরনের ভারসাম্যের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। একদিকে স্থানীয়দের সিটি ছেড়ে যাওয়া, অন্যদিকে নতুন অভিবাসীদের আগমন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে সেই ভারসাম্য ভেঙে পড়েছে। বিদেশ থেকে আগত নতুন বাসিন্দাদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় শহরের স্বাভাবিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পতনের পেছনে রয়েছে জাতীয় পর্যায়ের অভিবাসন নীতির পরিবর্তন ও সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ কঠোর হওয়া। অভিবাসন প্রবাহে যে শিথিলতা একসময় শহরের জনবৃদ্ধিকে জোর দিত, তা এখন অনেকটাই সংকুচিত হয়েছে। এর প্রভাব শুধু জনসংখ্যায় নয়, বরং শ্রমবাজার, ভাড়া বাসস্থান এবং সিটির সামগ্রিক অর্থনৈতিক গতিতেও পড়তে শুরু করেছে।

একই সময়ে সিটির থেকে অন্য রাজ্যে চলে যাওয়ার প্রবণতাও অব্যাহত থাকায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। ফলে নতুন মানুষ আসার সংখ্যা যেমন কমেছে, তেমনি পুরোনো বাসিন্দাদের প্রস্থান শহরের সামগ্রিক ভারসাম্যকে আরও নাজুক করে তুলছে।

অর্থনীতিবিদদের মতে, নিউইয়র্কের মতো সিটির প্রাণশক্তি অনেকটাই নির্ভর করে নতুন মানুষের আগমনের ওপর। এই প্রবাহ দীর্ঘ সময় ধরে কমে গেলে শুধু জনসংখ্যা নয়, সিটির সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও অর্থনৈতিক গতিশীলতাও প্রভাবিত হতে পারে।

সব মিলিয়ে, একসময় যে সিটির ছিল বিশ্বের অভিবাসীদের স্বপ্নের গন্তব্য, সেই নিউইয়র্ক এখন এক পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে– যেখানে ভবিষ্যতের চিত্র নির্ভর করছে অভিবাসন নীতি ও বৈশ্বিক চলাচলের গতিপথ কোন দিকে মোড় নেয় তার ওপর।

NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052
OPEN 24 HOURS

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেস্ট রেট কম ● ইনভেস্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাস্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain



এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম

হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি করে থাকি

Barnali Hasan MD
Internal Medicine

ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন

Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign

ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস

We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি

WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES

Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park

CALL 917 930 1170

» Primary Care » Annual Exam » Physical Checkup » TLC Test » Diabetes » Immigration » Cholesterol » EKG » » Spiro » PAP Smear » Pregnancy Test » Allergies » TB Test » Vaccinations » Telemedicine & all kind of Medical Services.

Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services

We accept most Insurances & Medicaid

EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710

গান শিখুন

বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ

সবিতা দাস

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি



বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগ: (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, (৭১৮) ৮১০-৬৮৫৮

ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER

718-475-5686

87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET



Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates | السعودية SAUDIA | الإتحاد ETIHAD | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health.









FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT

MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER

SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416



শিক্ষার্থী ঋণ মুক্তির সহায়তা যা কোনো প্রতারণা নয়।

শিক্ষার্থী মাসিক কিস্তি কমানো, ফেডারেল প্রোগ্রামের জন্য আবেদন জমা দেওয়া এবং পলিসির পরিবর্তন বোঝার **জন্য বিনামূল্যে, গোপনীয় ও ব্যক্তিগত** নির্দেশনা পান।

আরও জানুন: 311 | nyc.gov/StudentLoans

NYC Consumer and Worker Protection

Delivering for you.
Every day. Everywhere.

The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা
www.banglapatrikausa.com
বর্ষ ৩০ : সংখ্যা ২৭ : সোমবার, মার্চ ৩০, ২০২৬
চৈত্র ১৬, ১৪৩২, শাওয়াল ১০, ১৪৪৭
Vol. 30 : Issue 27 : March 30, 2026 USA
Free in NY, Other State $1

এমটিএ'র নতুন অ্যাপে যাত্রীরা পাবেন 'রিয়েল-টাইম তথ্য'

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির সাবওয়ে ও বাসে যাতায়াত ব্যবস্থা আরো সহজ এবং নির্ভরযোগ্য যাত্রীসেবার মানোন্নয়নে বাস-ট্রেনের রিয়েল টাইম তথ্য প্রদানে মোবাইল অ্যাপ নতুনভাবে চালু করলো এমটিএ। অ্যান্ড্রোয়েড ও আইফোনে ব্যবহার উপযোগী করে মোবাইল এমটিএ অ্যাপ নতুন ২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্কে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস

আয় থাকতে হবে ১ লাখ ৫৮ হাজার ডলার!

স্মার্ট অ্যাসেট'র গবেষণায় চমকপ্রদ তথ্য



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের বড় সিটিগুলোতে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে একজন প্রাপ্তবয়স্কের বছরে ২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রভাব পড়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে

নিউইয়র্ক সিটিতে রেকর্ড অভিবাসী হ্রাস



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত 'ইমিগ্র্যান্টদের সিটি' খ্যাত নিউইয়র্ক সিটি এখন এক নীরব পরিবর্তনের মুখে। একসময় যে সিটি নতুন অভিবাসীদের আগমনে প্রতিনিয়ত উজ্জ্বল হয়ে উঠত, সেই প্রবাহ এখন হঠাৎ করেই অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, গত এক বছরে আন্তর্জাতিক অভিবাসনের মাধ্যমে প্রায় ৬৬ হাজার মানুষ নিউইয়র্কে এসেছে। কিন্তু এর আগের বছরেই এই সংখ্যা ছিল প্রায় ২ লাখ ২০ হাজার যা কয়েক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রবাহ হিসেবে ধরা হয়। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে সিটিতে নতুন আগমনের গতি নাটকীয়ভাবে কমে গেছে।

নতুন পরিসংখ্যান বলছে, বিদেশ থেকে আসা মানুষের সংখ্যা ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ায় সিটির জনসংখ্যা আর আগের মতো বাড়ছে না বরং স্থবির অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। এমনটি প্রতিবেদনে জানিয়েছে দ্য নিউইয়র্ক টাইমস।

নতুন প্রকাশিত আদমশুমারি তথ্য অনুযায়ী, নিউইয়র্ক সিটিতে ২০২৪ সালের জুন থেকে ২০২৫ সালের জুলাই পর্যন্ত সময়ে অভিবাসনের হার আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৭০ শতাংশ কমে গেছে। এই আকস্মিক পতন সিটির জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারাকে কার্যত থামিয়ে দিয়েছে।

এই সময়ে সিটির মোট জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮৫ লাখ ৮০ হাজারে। সংখ্যাটি আগের বছরের তুলনায় ২৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

স্বাস্থ্যসেবার খরচ বৃদ্ধির অভিযোগ

নিউইয়র্ক প্রেসব্যাটেরিয়ান হাসপাতালের বিরুদ্ধে মামলা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: স্বাস্থ্যসেবার খরচ বাড়ানোর অভিযোগে নিউইয়র্ক প্রেসব্যাটেরিয়ান হাসপাতালের বিরুদ্ধে মামলা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ। ফেডারেল অভিযোগে বলা হয়েছে, হাসপাতালটি তার প্রভাব ব্যবহার করে বীমা কোম্পানিগুলোকে সীমাবদ্ধ চুক্তিতে বাধ্য করছে, যার ফলে সাধারণ মানুষের চিকিৎসা ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে।

ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস বৃহস্পতিবার নিউইয়র্ক প্রেসব্যাটেরিয়ান হাসপাতালের বিরুদ্ধে অ্যান্টিট্রাস্ট মামলা দায়ের করেছে। অভিযোগে বলা হয়েছে, হাসপাতালটি তার বিশাল নেটওয়ার্ক ও বাজার নিয়ন্ত্রণ ২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

'ট্যারিফ রিফান্ড' : নতুন কৌশলে সক্রিয় স্ক্যামাররা!



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে ট্যাক্স মৌসুম ঘিরে নতুন ধরনের প্রতারণা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। "ট্যারিফ রিফান্ড" বা "রিলিফ চেক" পাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ ও ব্যক্তিগত তথ্য হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতারকরা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ব্যবহার বাড়ায় এসব প্রতারণা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। স্ক্যামারদের কৌশলও ২৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনে স্বাধীনতা দিবস পালন



ক্যাপিটল হিলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস

নিউইয়র্ক: গৌরব, আত্মত্যাগ আর স্বাধীনতার চেতনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের উদ্যোগে পালিতো হলো মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৬। ১৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

উপাসনালয়ের সামনে বিক্ষোভে সীমিতে

নিউইয়র্ক সিটিতে আইন পাস

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল নতুন আইন পাস করেছে, যার লক্ষ্য বিক্ষোভের সময় উপাসনালয়গুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ১৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্ক এসেম্বলিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তাব উত্থাপন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক স্টেট এসেম্বলিতে বাংলাদেশ সোসাইটির আনা স্বাধীনতা দিবসের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) বিকেলে জেনিফার রাজকুমার প্রস্তাবটি উপস্থাপন করলে ৭ জন অ্যাসেম্বলি সদস্য ও সিনেটরের সমর্থনে হাউসে উপস্থিত শতাধিক সদস্যরা করতালির মাধ্যমে তা অনুমোদন করেন।

ঐতিহাসিক এ মুহূর্তে বাংলাদেশ সোসাইটির নেতৃবৃন্দ ও প্রবাসীরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে দুপুরে বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ, সভাপতি আতাউর ১৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

টিএসএ কর্মী সংকট: দীর্ঘ লাইনে ভোগান্তিতে বিমান যাত্রীরা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের ব্যস্ততম সময়ে বিমানবন্দরগুলোতে টিএসএ এর দীর্ঘ লাইনে যাত্রী ভোগান্তি অব্যাহত রয়েছে। ডিএইচএস এর আংশিক শাটডাউনের প্রভাবে বেতন না পাওয়া ট্রান্সপোর্টেশন সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (টিএসএ) কর্মীদের সংকটে দীর্ঘ লাইনে যাত্রীসেবা ব্যাহত হচ্ছে। দীর্ঘ লাইন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষার ভোগান্তিতে ভ্রমণ করতে হচ্ছে লাখো বিমান যাত্রীদের। শনিবার সিএনএন নিউজ তাদের প্রকাশিত প্রতিবেদনে এমনটি জানায়।



প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার এক নির্দেশনায় টিএসএ কর্মীদের দ্রুত বেতন দেওয়ার কথা বলেন। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) জানিয়েছে, কর্মীরা সোমবার থেকেই বকেয়া অর্থ পেতে পারেন। তবে বাস্তবায়ন নিয়ে এখনো ধোঁয়াশা কাটেনি। ইউনিয়ন নেতাদের প্রশ্ন ১৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল



এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে (শেষ পাতার পর) পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি এরপর দেখুন পৃষ্ঠা ॥ ২৬

এক স্লিপ



সালাহউদ্দিন আহমেদ: বিশ্বব্যাপী চলছে সিয়াম সাধনার মাস রমজান। এরই মধ্যে শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারী) স্থানীয় সময় সকালে 'অপারেশন এপিক ফিউরি' নামে ইরানে সমন্বিত এ হামলা শুরু করে আমেরিকান-ইসরাইল যৌথ বাহিনী। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রতিশোধমূলক হামলা চালাচ্ছে ইরানও। পাল্টাপাল্টি হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনী সহ একটি শিশু স্কুলের অন্তত: ৬০ জন শিক্ষার্থী সহ ব হু ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন









Editor: Abu Taher Published by Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169, Fax: 718 482 9935, Email: banglapatrikausa@gmail.com